www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.alipurbarta.org

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা সুন্দরবনের ঘোড়ামারা দ্বীপ ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে জলের তলায়। পৃথিবী হারাচ্ছে বাদাবনের এক অপরূপ দ্বীপ। আগামী সপ্তাহ থেকে শুরু হচ্ছে অশোক কুমার মন্ডলের এক অকথিত ধারাবাহিক

'তলিয়ে যাচ্ছে ঘোড়ামারা'

আলিপুর বার্তা

সাপ্তাহিক

সামনে জীবনের বড় পরীক্ষা। কোনও ভয় নেই, শুরু হচ্ছে আলিপুর বার্তার নতুন বিভাগ **'লেখাপড়া'** প্রতি সপ্তাহে থাকছে সাজেশন, পরামর্শ ও আকর্ষণীয় টিপস্।

কলকাতা ঃ ৪৯ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, ২৮ কার্তিক – ৪ অগ্রহায়ণ, ১৪২১ ঃ ১৫ নভেম্বর – ২১ নভেম্বর, ২০১৪, Kolkata : 49 year : Vol No.: 49, Issue No.4, 15 November - 21 November, 2014 ৮ পাতা মূল্য ৩ টাকা

বৃহত্তর বাংলাদেশ গঠনের স্বপ্ন জেহাদিদের

কুনাল মালিক

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দফতর একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে। যেখানে বলা হয়েছে সারা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও ত্রিপুরাতে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা বেশি। বাংলাদেশ থেকে জামাতি ইসলামি পন্থী জেহাদি সংগঠনের লোকজন এই ভিনরাজ্যে ঢুকে পড়ে সীমান্তবর্তী অনুমোদনহীন মাদ্রাসাগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষার নাম করে জেহাদি কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করার জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যুবক–যুবতীদের মগজধোলাই করছে। এ রাজ্যের এক কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর বাংলাভাষী মুসলমান সম্প্রদায়কে বৃহত্তর বাংলাদেশ গঠনের স্বপ্ন দেখানো হচ্ছে। এই বৃহত্তর বাংলাদেশ নাকি পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও ত্রিপুরা নিয়ে গঠিত হবে। ওই সূত্র আরও জানাচ্ছে বর্ধমানের খাগড়াগড়ে বিস্ফোরণের পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক তৎপর হতেই এ রাজ্যে কর্মরত হরকত–উল–মুজাহিদিন (জুম), হিজবুল মুজাহিদিন, লস্কর–ই–তইবা এবং জামাতি ইসলামি সংগঠনের নেতারা চুপচাপ হয়ে গিয়ে গা ঢাকা দিয়েছিল। কিন্তু রাজ্য সরকার বা শাসক দল এ ব্যাপারে খুব একটা তৎপরতা না দেখানোয় তারা আবার সীমান্ত এলাকায় তৎপরতা শুরু করেছে। তাই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত। সম্প্রতি এ রাজ্যে এনআইএ তদন্তে জানতে পেরেছে আইএসআইয়ের মদতে দীর্ঘদিন ধরেই বাংলাদেশ থেকে বিস্ফোরক পাচারের ট্রানজিট রুট হিসাবে কলকাতাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। উত্তর ২৪ পরগনা, মালদহ, নদিয়া, উত্তরবঙ্গের সীমান্ত এলাকার চোরাপথ দিয়ে বাংলাদেশ থেকে বিস্ফোরক কলকাতা হয়ে অন্যান্য রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

২০১৩ সালে বাংলাদেশে জামায়েত ইসলামি সংগঠনের নেতাদের ফাঁসির দাবিতে ঢাকায় আন্দোলন শুরু হলে, সে সময় নিষিদ্ধ ওই সংগঠনের নেতারা সীমান্ত দিয়ে এ রাজ্যে আশ্রয় নেয়। মৌলবাদী ওই নেতাদের সহযোগিতায় হাত বাড়িয়ে দেয় এ রাজ্যের জামাত সমর্থকরা। গোয়েন্দা সূত্রের খবর এ রাজ্যের শাসক দলের বেশ কয়েকজন সংখ্যালঘু জামাত সমর্থক জনপ্রতিনিধি নাকি তাদের মদত দেয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় জঙ্গি কার্যকলাপের আঁতুড় ঘর গড়ে ওঠে বেশ কিছু মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে। এ রাজ্যের বিভিন্ন গোপন আস্তানায় বিস্ফোরক তৈরির প্রশিক্ষণ চলে। এ দেশে তৈরি বিস্ফোরক বিভিন্ন চোরাপথে বাংলাদেশে পাঠানো শুরু হয় ওখানকার জামাতি সমর্থকদের সাহায্য করার জন্য। গোয়েন্দাসূত্র আরও জানাচ্ছে বিদেশের বেশ কিছু ইসলামিক দেশের এনজিও ও ট্রাস্টের মাধ্যমে এদেশে গত কয়েক বছরে কোটি কোটি টাকা ঢুকেছে জেহাদি সংগঠনে মদত দিতে। এ রাজ্য থেকে সম্প্রতি বেশ কয়েকজন জঙ্গিকে গ্রেফতার করেছে এনআইএ। যাদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক মৌলবাদী ইসলাম জেহাদি সংগঠনের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ পাওয়া গিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্য নিয়ে উদ্বিগ্ন। রাজ্য সরকারকে কড়া পদক্ষেপ নেবার জন্য বার বার তাগাদা দেওয়া হচ্ছে। জানা যাচ্ছে আগামী মাসে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং নাকি স্বয়ং আসছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে এবং সীমান্ত এলাকা সরেজমিনে দেখতে। পূর্ব জার্মানি এবং পশ্চিম জার্মানির মিলনের উদাহরণও দরকার মতো তুলে ধরছে এইসব জেহাদিরা।

আত্মহত্যার চেষ্টা কুণালের

নিজস্ব প্রতিনিধি : জেলের মধ্যেই আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন কুণাল ঘোষ। শুক্রবার ভোররাতে বেশ কয়েকটি ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন তিনি। প্রসঙ্গত তিন দিন আগেই আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছিলেন কুণাল।

সেলের মধ্যেই বেহুঁশ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে তাঁকে নিয়ে আসা হয় এসএসকেএম হাসপাতালে। সিসিইউ–র পাঁচ নম্বর বেডে ভর্তি রয়েছেন তিনি। রাতেই তাঁর পাকস্থলি ওয়াশ করা হয়। চিকিৎসকরা জানান, চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন কুণাল। এখনও আশঙ্কাজনক হলেও তাঁর অবস্থার সামান্য উন্নতি হয়েছে বলে জানান চিকিৎসকরা। এ দিন হাসপাতালে ঢুকতে দেওয়া হয়নি কুণালের পরিবারকে।

তাঁর সেলের কাগজপত্রের মধ্যে থেকে উদ্ধার হয়েছে বেশ কিছু সুইসাইড নোট। যার মধ্যে একটি নোট সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে লেখা।

কুণাল ঘোষ আত্মহত্যার চেষ্টা করায় প্রেসিডেন্সি জেলের সুপার, চিকিৎসক ও কুণালের সেলের দায়িত্বে থাকা কারারক্ষীকে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও গোটা ঘটনার জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

চিকিৎসক গৌতম দাশগুপ্তের নির্দেশেই কুণাল ঘোষ প্রতিদিন ৩টি করে ওষুধ খেতেন। নার্ভ, প্রেসার ও ঘুমের জন্য ওষুধ খেতেন তিনি। কুণাল ঘোষের দাবি উনি আটান্নটি ঘুমের ওষুধ খেয়েছেন। একসঙ্গে এত বেশি ঘুমের ওষুধ তার কাছে গেল কী করে? সেই প্রশ্নেই চিকিৎসক গৌতম দাশগুপ্তকে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

নেতা–কর্মীদের দুর্নীতিমুক্ত হতে হুঁশিয়ারি শোভনের

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৮ই নভেম্বর সোনারপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মিলনী হয়ে গেলো। আসলে বলা যেতে পারে এটা কর্মী সম্মেলন। সোনারপুরে দাশুমতি ভবনে যার বর্তমান নামকরণ হয়েছে রবীন্দ্রভবন। বাইরে বিজয়া সম্মেলন বলা হলেও আসলে এটা ছিল কর্মী সম্মেলন। রুদ্ধ দ্বারে এই কর্মী সম্মেলনে কোনো সংবাদ মাধ্যমকে ভিডিও রেকর্ডিং বা ছবি তুলতে দেওয়া হয়নি। এই কর্মী সম্মেলনের আসল উদ্দেশ্য ছিল নেতা, বিধায়ক ও কাউন্সিলর এবং কর্মীদের সজাগ করা। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জেলা সভাপতি ও কলকাতার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়, সাংসদ সি এম জাটুয়া, বিধায়ক প্রতিমা মন্ডল, জীবন মুখোপাধ্যায়, ফিরদৌসি বেগম, যুব সভাপতি অঞ্জন দাস, সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা, সংখ্যালঘু মন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লা, বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, বঙ্কিম হাজরা, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ তরুণ রায়, আবুতাহের ও অন্যান্যরা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সমস্ত শাখা সংগঠনের ব্লক টাউন সভাপতি ও পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান ও কাউন্সিলাররা উপস্থিত ছিলেন এই সম্মেলনে। উপস্থিত ছিলেন না দক্ষিণ ২৪ পরগনার সভাধিপতি শামিমা শেখ ও সহ সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী। উদ্দেশ্য রাজ্যে যুব–যুবা এক হয়ে যাওয়ার পর এই প্রথম সোনারপুরে কর্মী সম্মেলনের ডাক পড়লো। বিজয়া সম্মেলনের নাম করে। সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন জেলা সভাপতি শোভন চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনায় অনেকদিন ধরে শুনে আসছি গোষ্ঠি দ্বন্দ্ব চলছে শুধু তাই নয় কর্মীদের নাকি সম্মান দেওয়া হচ্ছে না, যে স্বইচ্ছায় কাজ কতে চাইছে তাকে আড়াল করা হচ্ছে। দুর্নীতি প্রসঙ্গ তিনি বলেন আমাদের দল তদন্ত করে যদি দেখে এস সমস্ত কান্ড ঘটছে সে যেই হোক তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে। নির্বাচনে টিকিট পাওয়ার জন্য কোনো নেতা মন্ত্রীর সুপারিশ চলবে না দল যা বলবে সেটাই হবে বিবেচ্য। বিজেপিকে নিয়ে বেশি চিন্তা করার সময় আসেনি।

কিন্তু যারা পার্টিতে থেকে নিজেদের ভবিষ্যৎ ইতিমধ্যে গুছিয়ে নিয়েছে দল তাদের বিরুদ্ধে কি নতুন কোন ব্যবস্থা নেবে? নাকি চুরি করা টাকা কাটা মানি খাওয়া, সম্পত্তি বাড়ানো, ভরি ভরি গহনা কেনা, অফিস কেনা, দোকান কেনা, সব কিছুই ধামা চাপা পড়ে গেলো? কবে থেকেই তো চলছে দলকে স্বচ্ছতা রাখার জন্য প্রস্তুতি। যারা তালে তালে কোটি টাকার লেনদেন করে দলকে কালিমালিপ্ত করেছে তাদের কি হবে? যে সব কাউন্সিলরদের ইনকামট্যাক্স বলতে কোনো কিছুই জানতো না তারা এখন রাতারাতি ইনকামট্যাক্সের ফাইল খুলে বসেছে। কতদিন ধরে চলবে দলকে সজাগ করার অনুষ্ঠান। রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিশির অধিকারি থেকে আরম্ভ করে নীচু তলার সৎ নেতারা পর্যন্ত বলতে শুরু করে দিয়েছেন। তোলাবাজি বন্ধ হোক। সুতরাং আর কত দিন এই দলকে সৎ হবার নির্দেশ দেবেন শোভন বাবু? কর্মী সমমেলনের পর সাধারণ মানুষের মনে এমন বহু প্রান ভিড় করে আসছে, কিন্তু তার কোন উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না।

কলসদ্বীপ থেকে গ্রেপ্তার ৫ বাংলাদেশি, আটক নৌকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার: বঙ্গোপসাগর লাগোয়া সুন্দরবনের জঙ্গল থেকে সন্দেহভাজন ৫ বাংলাদেশিকে ধাওয়া করে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। রবিবার সকালে কলসদ্বীপের জঙ্গল থেকে গ্রেপ্তার করা হয় বাংলাদেশিদের। ধৃতেরা বাংলাদেশের কক্সবাজারের বাসিন্দা। একটি যন্ত্রচালিত নৌকোতে করে এদেশে ঢুকেছিল তারা। নৌকোর কোনও নাম নেই। ধৃতেরা কি উদ্দেশ্যে ঢুকেছিল তা জানতে জেরা শুরু করেছে জেলার পদস্থ পুলিস আধিকারিকরা। মাছ ধরার জাল, মাছ কিছুই পাওয়া যায়নি ধৃতদের কাছ থেকে। ধৃতদের আপাতত ফ্রেজারগঞ্জ উপকূল থানায় আনা হয়েছে। সোমবার কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে তোলা হবে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি কলকাতা বন্দরে পাক জঙ্গি হানার সতর্কতার জেরে বঙ্গোপসাগরে উপকূলরক্ষী বাহিনী লাগাতার টহল দিচ্ছিল। এদিন সকালে ভারতের জলসীমানার প্রায় চল্লিশ কিমি ভেতরে একটি যন্ত্রচালিত ছোট নৌকো দেখতে পায় বাহিনী। সঙ্গে সঙ্গে ধাওয়া করতে শুরু করে বাহিনীর হোভারক্রাফ্ট। ধাওয়া করছে বুঝতে পেরে বাংলাদেশি নৌকোটি জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ে। উপকূলরক্ষী বাহিনী বনদপ্তর ও ফ্রেজারগঞ্জ উপকূল থানাকে খবর দেয়। এরপর সম্মিলিতভাবে জঙ্গলের মধ্যে চিরুনি তল্লাশি শুরু করে। জঙ্গলের ভেতর থেকে গ্রেপ্তার করা হয় ৫ জনকে। ধৃতদের গ্রেপ্তার করে আনা হয় ফ্রেজারগঞ্জে।

আটক করা হয়েছে নৌকোটি। ধৃতেরা নিজেদের মৎস্যজীবী বলে দাবি করেছে। কিন্তু জাল, মাছ কিছুই উদ্ধার হয়নি। পুলিশ ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে যে প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছে তা হল, ভারতের জলসীমানার প্রায় চল্লিশ কিমি ভেতরে কি করে চলে এল এই যন্ত্রচালিত নৌকোটি। যেকোনো নৌকো বা ট্রলারের নাম থাকে। কিন্তু এই নৌকোর কোন নাম নেই। মৎস্যজীবী হলে জাল বা মাছ ধরার কোন সামগ্রী নেই কেন? কাকদ্বীপের এসডিপিও পারিজাত বিশ্বাস বলেন, ধৃতেরা বাংলাদেশি। জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। কেন ঢুকল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সম্প্রতি বর্ধমানের খাগড়াগড়ে বাংলাদেশি সন্ত্রাসবাদীদের দাপট লক্ষ্য করা গিয়েছে। তার ওপর জলসীমান্তে এভাবে বিদেশিদের আগমন শঙ্কা বাড়াচ্ছে।

ধর্ষণের বয়ান বদলের চাপ বধূকে, অভিযুক্ত খোদ আই সি

মেহবুব গাজি

ডায়মন্ড হারবার : এক বধূকে দিয়ে ধর্ষণের বদলে জোর করে শ্লীলতাহানির অভিযোগ লিখিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠল নামখানা থাকার আইসি বিশ্বজিৎ ঘোষের বিরুদ্ধে। জোর করে লিখিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি নির্যাতিতার পক্ষে দাঁড়ানো প্রতিবেশী ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মীকে হুমকি দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির মামলা রুজু হলেও এখনও গ্রেপ্তার হয়নি নামখানার রাধানগরের বাসিন্দা বাসুদেব পাল। যদিও ওসি বিশ্বজিৎ ঘোষ অভিযোগ মানতে চাননি। তিনি বলেন, শ্লীলতাহানির কথা বলেছিলেন বধূ। সেইমত মামলা রুজু হয়েছে। এখন নতুন করে ধর্ষণের ধারা যুক্ত হবে ওই মামলায়। প্রথমেই কেন ধর্ষণের মামলা রুজু হল না তা নিয়ে সরব হয়েছেন প্রতিবেশীরা। নির্যাতিতা আপাতত সঙ্কটজনক অবস্থায় কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাধানগর গ্রামে মনসাপুজো ছিল গত রবিবার। পুজো উপলক্ষ্যে গ্রামে যাত্রাপালার আসর বসেছিল। অভিযোগ, রাত দশটা নাগাদ প্রতিবেশী যুবক বাসুদেব বছর চব্বিশের ওই বধূকে আসর থেকে শাশুড়ি অসুস্থ বলে ডেকে নিয়ে যায়।

এরপর বধূর ফাঁকা বাড়িতে নিয়ে ধর্ষণ করে বাসুদেব। ধর্ষণের পর বধূর হাত পা বেঁধে চলে যায়। বধূর স্বামী কর্মসূত্রে ভিনরাজ্যে থাকেন। প্রৌঢ়া শাশুড়িকে নিয়েই থাকতেন বধূ। ওইদিন রাতে বিষয়টি জানাজানি হয়ে যায়। গ্রামের মাতব্বরদের চাপে সালিশি সভায় মিটমাট করার জন্য চাপ দিতে থাকে অভিযুক্তের পরিবার। দুদিন ধরে সালিশি সভা বসে গ্রামে। কিন্তু অভিযুক্ত হাজির না হওয়ায় ভেস্তে যায়। কিন্তু থানায় অভিযোগ জানাতে বাধা দেয় অভিযুক্তের প্রভাবশালী পরিবার। ইতিমধ্যে নির্যাতিতা বধূ জরায়ুর যন্ত্রণায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। এক গ্রামীণ চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় বধূকে। এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মীর মাধ্যমে থানায় যান বধূ। অভিযোগ, বধূর বয়ানের ভিত্তিতে ধর্ষণের অভিযোগ লেখা হয়। কিন্তু থানার ওসি বিশ্বজিৎ ধর্ষণ কথাটি বাদ দিতে বলেন। শুধুমাত্র শ্লীলতাহানি কথাটি রাখতে চাপ দেন। প্রথম অভিযোগপত্রটি ছিঁড়ে দিয়ে নতুন করে অভিযোগ লেখানো হয়। ওইদিন নামখানার দ্বারিকনগর ব্লক হাসপাতালে ভর্তির জন্য নিয়ে যাওয়া হয় বধূকে। কিন্তু হাসপাতালে ভর্তি নিতে অস্বীকার করে। রাতেই বধূকে কাকদ্বীপ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদিন হাসপাতালে গিয়ে দেখা যায়, বুক ও জরায়ুর যন্ত্রণা কাতরাচ্ছেন। যৌনাঙ্গে রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে। বমি হচ্ছে নিয়মিত। এদিন ঘটনার কথা বলার মত অবস্থায় নেই বধূ। শুধু কেঁদেই চলেছেন। অসহায় পরিবারটি অভিযুক্তের গ্রেপ্তার চাইছে দ্রুত। কাকদ্বীপের এসডিপিও পারিজাত বিশ্বাস বলেন, অভিযোগকারিনীর বয়ানের ভিত্তিতে মামলা রুজু হবে। অভিযুক্তের খোঁজ চলছে।

অবশেষে নামখানার রাধানগরে বধূ ধর্ষণের মূল অভিযুক্ত বাসুদেব পালকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। বাসুদেবকে রবিবার রাতে নামখানা স্টেশনের পাশ থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। ট্রেনে চেপে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল সে। ধৃতকে সোমবার কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিন জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। অন্যদিকে ডাক্তারি পরীক্ষার পর বধূকে ধর্ষণের প্রাথমিক প্রমাণ মিলেছে বলে পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে। শ্লীলতাহানির পাশাপাশি ধর্ষণের মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

সন্ত্রাসবাদ বিরোধী ইতিহাস গড়তে হবে

ওঁকার মিত্র

এই বিষয়টা আজকাল মানুষ খুব খাচ্ছে। এটায় টিআরপি বাড়ে, আয়ের সম্ভাবনা আছে। তা না হলে 'পশ্চিমবঙ্গ–কলকাতা' সন্ত্রাসবাদীদের আস্তানা? এই প্রশ্ন রেখে চ্যানেলে অনুষ্ঠান করার কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কারণ পশ্চিমবঙ্গ অনুপ্রবেশকারীদের স্বর্গরাজ্য, কলকাতা সহ এ রাজ্যের গ্রাম গঞ্জ সন্ত্রাসবাদীদের নিরাপদ আশ্রয়, এখানে গ্রামে গঞ্জে বেআইনী অস্ত্র ও জাল নোটের কারবার রমরম করে চলছে এসব বহুদিন ধরেই দিনের আলোর মত পরিষ্কার। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা বহুবার সতর্ক করেছে। বহু কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী ধরা পড়েছে কিন্তু তাতে এ রাজ্যের পরিবেশ–পরিস্থিতির কোন হেলদোল ঘটেনি।

এখন আক্ষেপ করে লাভ নেই। এজন্য আমরা সকলেই দায়ী। সাধারণ মানুষ, বুদ্ধিজীবী, সংবাদমাধ্যম জেনে বুঝে হোক বা না হোক সমাজতান্ত্রিক, প্রগতিশীলতার মুখোশের আড়ালে দীর্ঘদিন ধরে চলা বামফ্রন্ট নামক সুবিধাবাদী জোটের সরকারকে সমর্থন যুগিয়ে এসেছি। এরা জাত ধর্ম নিয়ে ক্রমাগত যে ভয়ঙ্কর রাজনীতির দৈত্যটাকে বড় করেছে তার প্রতিবাদ করতে দেখা যায়নি কোন বিরোধী দল, বুদ্ধিজীবী বা সাংবাদমাধ্যমকে। বাতাবরণটা এমন যে অনুপ্রবেশ, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বললেই নাকি মুসলিমদের বিরুদ্ধে যাবে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিঘ্নিত হবে। এই ধারণার যে ফাঁস মানুষের গলায় সুকৌশলে পরিয়ে দিয়েছিল সিপিএম তথা বামফ্রন্ট সরকার তা ক্রমশঃ চেপে ধরেছে গোটা সমাজের গলা। দু–একজন যারা মুখ খুলেছেন সে সময় তাদের এমন হেনস্থা করা হয়েছে যে সে যেন আর কোনদিন সে সাহস না পায়। নিজেদের ক্ষমতা দখলে বিচ্ছিন্নতাবাদে মদত দেওয়া এদেশের কম্যুনিস্টদের বহুকালের অভ্যাস। আমরা ইতিহাস ভুলে যাই, তাই বারবার এদের ফাঁদে আমাদের পড়তে হয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আগেও মুসলিমদের তাতিয়ে পাকিস্থানের দাবিকে সমর্থন যুগিয়ে ঠিক একই খেলায় মেতেছিল এরা। সিপিআইয়ের সাধারণ সম্পাদক পিসি যোশী পার্টির মুখপত্রে লিখেছিলেন 'স্বরাজ যেভাবে আমাদের জন্মগত অধিকার, পাকিস্তানও মুসলমানদের কাছে ঠিক একই অবিচ্ছেদ্য অধিকারের দাবি রাখে। ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর

মাসে সিপিআইয়ের প্রস্তাবে বলা হল– 'ভারতীয় জনগণের মধ্যে যে যে গোষ্ঠীর নিজস্ব বাসস্থান হিসেবে একটা অঞ্চল আছে এবং একই ঐতিহাসিক পরম্পরা, এভাষা, সংস্কৃতি, মানসিকতা ও একই ধরনের আর্থিক গঠন আসে সেই সকল প্রত্যেকটি গোষ্ঠীকে এক একটি পৃথক জাতি হিসাবে গণ্য করতে হবে। স্বাধীন ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে এইসব জাতিগুলির স্বায়ত্বশাসিত রাজ্য হিসাবে থাকার অধিকার থাকবে এবং যদি তারা চায় তাহলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার অধিকারও তাদের থাকবে। এমনকি ১৯৪৭ সালের ৬ এপ্রিল কনস্টিটিউয়েন্ট এ্যাসেম্বলিতে পেশ করা দাবি সনদে বলা কম্যুনিস্ট পার্টি বলল–'গোর্খাদের স্বার্থরক্ষার জন্য নেপাল, সিকিম ও দার্জিলিং জেলাকে নিয়ে একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাজ্য গঠন করে দিতে হবে এবং এর নাম হবে গোর্খাস্থান।' ভারতের কোন কোন অংশ নিয়ে পাকিস্থান হওয়া উচিত তাও বাতলে দিয়েছিল কম্যুনিস্ট পার্টি। তাদের প্রস্তাবিত মানচিত্রে সমগ্র নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, দিনাজপুর এবং ত্রিপুরা পূর্ব–পাকিস্থানে অন্তর্ভুক্তির দাবি জানানো হয়েছিল। কিন্তু কম্যুনিস্টরা কেন ভারতকে এভাবে বিভক্ত করতে চেয়েছিলেন?

ঐতিহাসিক ডঃ এ কে মজুমদারের মতে, কম্যুনিস্টরা ভারতকে টুকরো টুকরো করার যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল তার মূল উদ্দেশ্য ছিল খন্ড–বিখন্ড জাতিগুলোর ঝগড়ার সুযোগ নিয়ে কংগ্রেসকে পরাস্ত করে ক্ষমতায় আসা এবং এইভাবে কম্যুনিস্টরা একটা জাতীয়তা বিরোধী দল হিসাবেই তাদের ভূমিকা শুরু করল যে ভূমিকা তাদের এখনও বজায় আছে। আজও বাংলাতেও একই ভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশ পড়ে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়েছে এরা। যা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে মুসলমান সমাজ। এখন বুঝেছি তারা শুধু রাজনীতির হাতিয়ার। এইজন্যেই আজও অনুপ্রবেশ ও বর্ধমান কান্ডে মুখে কুলুপ এঁটেছে বাম নেতারা। বরং মনে মনে হাসছেন তৃণমূলের অবস্থা দেখে।

সাড়ে তিন বছর হল এই সর্বনাশা শক্তিকে বাংলার ক্ষমতা থেকে উৎখাত করা গেছে। এই উচ্ছেদের যিনি কান্ডারি তিনি নিজেই এখন বাংলার শাসন ক্ষমতায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল তাঁর আমালে বামেদের এই ভয়ঙ্কর জাল কাটার যে আশা মানুষ করেছিল তা পূরণ হয় নি। বরং তা যেন আরও দৃঢ় হচ্ছে। বাংলার মানুষের সৌভাগ্যের জেরে যদি বর্ধমানে বিস্ফোরণ না ঘটতো তাহলে বাংলার নিঃশব্দ মৃত্যু আরও ত্বরান্বিত হত। এর পরেও রাজ্য সরকারের সন্ত্রাসবাদবিরোধী যে ভূমিকা পালন করার যে আশা মানুষ আজও করে তাকে সম্মান জানানো মমতা ব্যানার্জীর আশু কর্তব্য। কোন ভাবেই সন্ত্রাসবাদে মদতের বার্তা যেন না যায়। মানুষ আজও বিশ্বাস করে এনআইএ, এনএসজির চেয়ে বাংলাকে মমতা বেশি ভালোবাসেন। এ ধারণা ভাঙতে লাগবে এক মুহূর্ত। গড়তে লাগবে অনেক সংযম, বুদ্ধিদীপ্ত আচরণ।

মনে রাখতে হবে আজ বিজেপি কেন্দ্রের ক্ষমতায় যার নেতৃত্বে সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলার 'টাফ' ম্যান নরেন্দ্র মোদি। তিনি কিন্তু ছ মাসেই একটা দেশপ্রেমিক ইমেজ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন যার প্রভাব বাংলাতেও বিদ্যমান। বাংলার গ্রাম শহরে বিজেপির দিকে জনস্রোত বইতে শুরু করেছে। এমনকি মুসলমান সম্প্রদায়ের বহু মানুষ বিজেপির পতাকাতলে জড়ো হয়ে জানতে চাইছে তারাও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে, তারাও দুর্নীতি অপশাসন, শুধু তাদের তোল্লা দেওয়ার রাজনীতি চায় না। এই স্রোত তৃণমূলের দিকে ফিরিয়ে আনতে হলো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সন্ত্রাসবাদ–দুর্নীতির বিরুদ্ধে আরো সোচ্চার হতে হবে। তাতে যদি এমন কেউ পথের পাশে পড়ে থাকেন তাকে টেনে তুলে যাত্রাপথ পিচ্ছিল করার প্রয়োজন কি? তাকে যে বাংলায় ইতিহাস গড়তে হবে। মানুষ এখনও তাই চায়।

ধৈর্য্য রেখে লগ্নি করলে মালামাল হওয়া সময়ের অপেক্ষা

চিটফান্ড নয় শেয়ার বাজার

শুদ্ধাশিস গুহ

শেয়ার বাজার নামটা শুনলেই বহু মানুষ মুখ বেজার করে বলে দেন ওটা একটা জুয়োর আড্ডা।

কিংবা সাধারণ মানুষের জন্য যেন এই বাজার নয়। ভাবগতিক এমন থাকে যেন তারা বিশাল বোদ্ধা। অন্য কোথাও থেকে নিজেদের রোজগারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতেও যথেষ্ট পারদর্শী। আদতে কিন্তু তা নয়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় এই মানুষেরা বোকার মতো বাজারে ট্রেড করতে গিয়ে লোকসান করে বসে আছেন। আর তারপরেই তাদের ধারণা হয়ে যায় এই বাজার জুয়োখানা। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত লাভ হচ্ছে ততক্ষণ সব ঠিক আছে। লোকসান হলেই সব গণ্ডগোল। আগে পিছু না ভেবে তখন এই আর্থিক বাজার সম্পর্কে রাশি রাশি নেতিবাচক মন্তব্য করে বসা। আসলে সঠিক পড়াশুনা এবং যথার্থ যথার্থ শিক্ষার অভাবে এই ধরণের খারাপ মন্তব্য করে বসেন কিছু মানুষ। নিজেদের আবেগের দ্বারা একপ্রকার বশীভূত হয়ে পড়েন তারা। খাতায় কলমে এরা হয়তো অনেক শিক্ষিত।

কিন্তু অর্থনীতি সম্পর্কে এদের চেতনা অত্যন্ত কম। যা এদের শেয়ার বাজার সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করতে বাধ্য করে। একটু চিন্তা করে দেখলে দেখা যায় এই সংখ্যক মানুষের সংখ্যা এখন অনেকটাই কমে আসছে। বরং বিশ্বায়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এখন অনেকেই শেয়ার বাজার সম্পর্ক আগ্রহ অনুভব করছেন। তবে এটা ঠিক বাজারে যখন তেজি বা লাভজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তখন কিছু খরিদ্দারের বাড়তি আমদানি ঘটে। এটা এই বাজারের চিরাচরিত রীতি।তবে যা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তা হল হালফিলে শেয়ার বাজারে সঠিক পড়াশুনায় শিক্ষিত বুদ্ধিমান ট্রেডারের আগমণ ঘটছে। যা দেশের অর্থনীতি তথা সমগ্র জাতির ভবিষ্যতের পক্ষেই আশাব্যঞ্জক। এই অংশ মোটেই বলে না যে শেয়ার বাজার জুয়ো খেলার আড়ত। বরং এদের মতে শেয়ার বাজার হল দেশের আর্থিক উন্নয়নের সূচক। যার রমরমা দেশের উন্নয়নকেই ত্বরান্বিত করে। এরা জানে কোনও শেয়ার কিনলেই তাতে লাভ পাওয়া যায় না।

বরং ভালো দ্রব্য উপযুক্ত সময়ে ধরতে পারলে এবং ধৈর্য্য বজায় রাখতে পারলে লাভের ফসল অতি অবশ্যই ঘরে তোলা সম্ভব। তাছাড়া এখন ভারতীয় শেয়ার বাজার কর্মসংস্থানের পক্ষেও অত্যন্ত উপকারী স্থান। প্রচুর ছেলে মেয়ে বিভিন্ন ব্রোকারি ফার্মে কাজ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে। শেয়ার বাজারে যারা ট্রেড করে অর্থাৎ কম্পিউটরের সামনে বসে বেচাকেনার কাজ করে তাদের বলে ডিলার। শেয়ার ডিলার হওয়ার জন্য সেবি ভারতীয় শেয়ার বাজারে এনসিএফএম নামক বিশেষ পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থাও করেছে। তার ওপর এদেশে ক্রমশই শেয়ার মার্কেটের প্রতি আসক্তি বাড়ছে। যেসব রক্ষণশীলতার কবচধারী মানুষ এই বাজারকে তুলোধনা করতেন তাদের এখন ঢোক গিলতে হচ্ছে চিটফান্ডের প্রশ্ন উঠলে।

আসলে পাড়ার টেনিদা গোছের এই ভদ্রলোকেরা মুখে শেয়ার বাজারকে অকথা-কুকথা বলতেন, এখানে ট্রেড করতে গিয়ে অবিবেচকের মতো ভুল-ভাল জিনিস কেনার মাশুল গোনায়। অথচ সেই অংশের মানুষই আবার অতিরিক্ত লোভের আশায় চিটফান্ড নামক মরণকলে টাকা রেখেছিলেন।

অর্থনীতি

শেয়ার বাজারকে গাল পাড়ার সময়ে এদের একাবারও মনে হয়নি যে যদি তারা ভালো কোম্পানির শেয়ার (যেমন ব্যাঙ্ক, সরকারি-বেসরকারি নামি সংস্থা) ধরতেন তাহলে কিছুদিন তাদের টাকা যদিও বা নিচে পড়ে থাকতো, অবশেষে লাভের মুখ দেখা যেত। কিন্তু চিটফান্ডে টাকা রেখে এরাই সর্বস্ব হারিয়েছেন।

একবারেও ভেবে দেখেননি যে শেয়ার বাজারে যেসব কোম্পানির পণ্য কেনাবেচা হয় তারা সরকার তথা সেবি অনুমোদিত। অথচ সম্পূর্ণ বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থায় টাকা রাখতে গিয়ে ডুবে গেলেন এরা। এই লেখা কিন্তু মোটেই সেইসব তথাকথিত বোদ্ধা মানুষকে আক্রমণ করা বা তাদের অবিবেচকতার সমালোচনা করা নয়, বরং আগামীতে মানুষ যাতে এই ধরণের ভুল না করে সেইজন্য সতর্কতাও বলা যেতে পারে। যা থেকে শিক্ষা নিয়ে অন্তত সুদিনের আভাস পাওয়া সম্ভব হয়। আশার কথা এখনকার ট্রেডাররা অনেকটাই সচেতন। যারা সরাসরি শেয়ার বাজারের উত্তাপ বা টেনশন নিতে পারবেন না তাদের জন্য খোলা রয়েছে মিউচুয়াল ফান্ডের রাস্তা। শেয়ার বাজারে সব সংস্থাই যে ভালো এমন নয় মোটেই।

এখানেই নিজের বোধবুদ্ধির পাশাপাশি সেবি অনুমোদিত অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে। নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে এটা বলা যেতেই পারে যে এই বাজারে কেনাকাটার ক্ষেত্রে নামগোত্রহীন সংস্থাকে এড়িয়ে যাওয়াটাই সমীচিন। বরং অনেক ভালো হয় যদি প্রথিতযশা সংস্থার শেয়ার কেনাবেচার মধ্যে আবদ্ধ থাকা যায়। তবে এটা ঠিক অনেক সময় কিছু নামি সংস্থার শেয়ারেও ভারী পতন পরিলক্ষিত হয়। এই প্রসঙ্গে সবার আগে যে নামটা উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন তা হল তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের একসময়ের ডাকসাইটে নাম সত্যম। এই সংস্থার শেয়ারের দাম মাত্র কয়েকটি ঘন্টার ব্যবধানে প্রায় ৪০০-৫০০ টাকা থেকে মাত্র ৫-৭ টাকায় চলে এসেছিল। সংস্থার কর্ণধার রাজুর পাপের ফলে ধুলিসাৎ হয়েছিল সত্যম সাম্রাজ্যের। বহু মানুষ যারা ওপরের দামে সত্যম কিনে রেখেছিলেন তারা হাহুতাশ শুরু করে দিয়েছিলেন।

পরে কিন্তু পরিস্থিতি থিতিয়ে গেলে এই সত্যম শেয়ার ফের অনেকটাই ঘুরে দাঁড়ায়। আসলে সংস্থার কর্মীদের মেধাগত বৈচিত্র এবং পরিকাঠামো কোনও অংশে কম ছিল না। ফলে অচিরেই টেক মাহিন্দ্রার মতো বড় তথ্য প্রযুক্তি সংস্থা সত্যম কিনে নেয়। যারা ওপরের দামে সত্যম ধরে ফেঁসে গিয়েছিলেন তাদের রাহুমুক্তি ঘটে। টেক মাহিন্দ্রার শেয়ার প্রাপ্তি ঘটে এদের সত্যমের পরিবর্তে যা যথেষ্ট লাভজনক সংস্থা। এই উদাহরণ এই জন্য দেওয়া যে চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে যে সব মানুষ টাকা খুইয়েছেন তারা হয়তো কোনওদিন এ টাকা ফেরৎ পাবেন না।

কিন্তু সত্যমের অতবড় ঘোটালার পরেও যারা বেশি দামে সত্যম কিনে রেখেছিলেন তারা যথার্থ মূল্য পেয়ে যান টেক মাহিন্দ্রা রূপে। এখানেই শেয়ার বাজারের মাহাত্ম্য। আগে যখন ফিজিক্যাল শেয়ার বা কাগজে লিখে শেয়ার কেনাবেচা হত তখন অনেকরকম অভিযোগ-অনুযোগের গল্প শোনা যেত হরদম। কম্পিউটর ব্যবস্থা চালু হয়ে এখন শেয়ার বাজারে পুরোপুরি স্বচ্ছতার বাতাবরণ। প্রয়োজন শুধুই সঠিক বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে নামি কোম্পানির শেয়ার উপযুক্ত সময়ে কেনা এবং ভালো লাভ ঘরে তোলা। আইটিসি-সহ একাধিক শেয়ার এমনও রয়েছে যা কেনার পর বোনাস ইত্যাদি প্রাপ্তির মাধ্যমে মোট শেয়ারের সংখ্যা দ্বিগুণ-তিনগুণ হয়ে গিয়েছে। ফলে কোনও মূল্যই হয়তো চোকাতে হয় না এর দামের ক্ষেত্রে। এটাই এই বাজারের ম্যাজিক। তাছাড়াও আছে ডিভিডেন্ড ইত্যাদির ব্যাপারস্যাপারও। অনেক কোম্পানি শুধু যে ভালো মাত্রায় ডিভিডেন্ড দেন তা নয়, ইন্টেরিম ডিভিডেন্ড বা অতিরিক্ত ডিভিডেন্ডও দিয়ে থাকেন। ফলে বুদ্ধি করে এই বাজারে লগ্নি করলে অদূর ভবিষ্যতে মালামাল হওয়া শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা।

কর্মখালি

৪ দিনের মধ্যে সরাসরি নিয়োগ কাস্টমার কেয়ারে বাংলা প্রসেসে। ৬৩৪ শূন্যপদ, উচ্চমাধ্যমিক/গ্র্যাজুয়েট, বেতন-৬,৭৯৭-১৫,৬৯৭। অতিরিক্ত হিসেবে থাকছে প্রভিডেন্ট ফান্ড ও ইএসআই-এর সুবিধা। বর্ধমান: ৯৮৭৪০৩৬৮৬৮, দুর্গাপুর : ৯৮০০৭৭৯৪৮৪।

চিপ অ্যান্ড বেস্ট অনলাইন শপিং কোম্পানির মার্কেটিং অর্ডারবুকিং এবং ডেলিভারির জন্য পশ্চিমবঙ্গের ব্লকস্তরে ৩৪১ জন আরএম (যোগ্যতা-এমপি, বেতন-৮ হাজার থেকে ১২ হাজার) ও জেলাস্তরে ৪০ জন এএম (যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক, বেতন-১০ হাজার থেকে ১৮ হাজার) নেওয়া হবে। ইচ্ছুক প্রার্থীরা যোগাযোগ করুন : 033 69000077, 033 40694111, 7686877318/43 এছাড়া ভিজিট করুন : www.cheap-nbest.co

দুর্গাপুর বাংলা কাস্টমার কেয়ারে সরাসরি নিয়োগ (ডোনেশান ছাড়া) এসপি/এইচএস ও তার উপরে। বেতন- ১০ হাজার থেকে ১২ হাজার সঙ্গে হোস্টেলে থাকার সুযোগ। C.P.S-7407661547

হোটেলে আয় ৯ হাজার ISO 9001:2008 স্বীকৃত। রেজিঃ ফী ছাড়াই প্রচুর ছেলে/মেয়ে চাই PRIDE (গভঃ রেজিঃ) Kolkata : 983143039, বহরমপুর : 9748835074

www.mansols.in নো টার্গেট হাতে/কম্পিউটারে কাজ করে 30000 আয় করুন। Sova-bazar/Barasat/Behala/Sonarpur/ Howrah /Sreerampur/Shyamnagar /Kharagpur/ Naihati/ Jalpaiguri/Bankura. 7278542500, 7278542697 Spl Offer for branch.

Saachi Enterprise সম্পূর্ণ বিনা ডোনেশনে স্পট জয়েনিং-এর সুযোগ আছে। অফিসিয়াল ও অন্যান্য পদে নিয়োগ চলছে বিনা ডোনেশনে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নামসই -স্নাতক। বেতন-(9,500-28,500) রেজিঃ + ফর্ম 201 শীঘ্রই যোগাযোগ করুন। Mob: 9874856968.

৩ সেনাবাহিনীতে ৪৬৪ অফিসার

গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েদের জন্য

ভারতীয় স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী ৯ মাস থেকে ২ বছর ১১ মাস ট্রেনিং দিয়ে অফিসার পদে ৪৬৪ জন লোক নিচ্ছে। নেওয়া হবে এইসব বিভাগে : ইন্ডিয়ান মিলিটারি আকাদেমি, অফিসার্স ট্রেনিং আকাদেমি, ন্যাভাল আকাদেমি ও এয়ারফোর্স আকাদেমিতে। ইন্ডিয়ান মিলিটারি আকাদেমি : যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেরা লম্বায় অন্তত ১৫৭.৫ সেমি হলে আবেদন করতে পারেন। জন্ম-তারিখ হতে হবে ২-১-১৯৯২ থেকে ১-১-১৯৯৭ এর মধ্যে। মোট ১৮ মাসের ট্রেনি হবে 'জেন্টলম্যান ক্যাডেট'-এ। ট্রেনিংয়ের সময় প্রার্থীকে দিতে হবে মোট ৩,৭৫০ টাকা। কোনো প্রার্থী দিতে অক্ষম হলে তখন সরকারই ওই খরচ বহন করবে। ট্রেনিংয়ের সফল হলে লেফটেন্যান্ট পদে চাকরি। এরপর ধাপে ধাপে 'কম্যান্ডার' পদ পর্যন্ত পদোন্নতি হবে। শূন্যপদ : ২০০টি। এর মধ্যে ২৫টি শূন্যপদ এন.সি.সি'র 'সি' সার্টিফিকেটধারীদের জন্য সংরক্ষিত। ১৪০তম কোর্সে ট্রেনিং শুরু জানুয়ারিতে।

থাকতে হবে। ৫ বছরের জন্য শর্ট সার্ভিস কমিশনে চাকরি করতে হবে। মূল মাইনে ওপরের মতোই। শূন্যপদ : অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমিতে (মেন) ১৭৫টি। (১০৩ তম কোর্সে ট্রেনিং শুরু ২০১৬ সালের এপ্রিলে অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাদেমি (উইমেন নন-টেকনিক্যাল)'তে শূন্যপদ ১২টি। ১৭তম এস.এস.সি, কোর্সে ট্রেনিং শুরু ২০১৬ সালের এপ্রিলে।

ন্যাভাল আকাদেমি : ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের গ্র্যাজুয়েটেরা আবেদন করার যোগ্য। বয়স হতে হবে ২-১-১৯৯২ থেকে ১-১-১৯৯৭'র মধ্যে। শুরুতে ৫ মাসের ট্রেনিং হবে গোয়ার ন্যাভাল অ্যাকাদেমিতে, এক্সিকিউটিভ শাখার ক্যাডেট হিসাবে। ট্রেনিং নেওয়ার জন্য প্রার্থীকে দিতে হবে মোট ৩,৫০০ টাকা। সফল হলে নৌবাহিনীর জাহাজে ৬ মাস চাকরি। সফল হলে সাব-লেফটেন্যান্ট পদে চাকরি। মাইনে ওপরের মতোই। ট্রেনিং শুরু জানুয়ারিতে। শূন্যপদ : ৪৫টি। এর মধ্যে ৬টি শূন্যপদ এন.সি.সি'র 'সি' সার্টিফিকেটধারীদের জন্য সংরক্ষিত।

এয়ারফোর্স আকাদেমি : উচ্চমাধ্যমিকে ফিজিক্স বা, অঙ্ক অন্যতম বিষয় হিসাবে নিয়ে পাশের পর যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেরা ২-১-১৯৯২ থেকে ১-১-১৯৯৬'এর মধ্যে জন্ম-তারিখ থাকলে 'এয়ারফোর্স অ্যাকাডেমি'তে ট্রেনিং নেওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেন। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের গ্র্যাজুয়েটেরাও আবেদনের যোগ্য। কর্মার্শিয়াল পাইলট লাইসেন্স থাকলে জন্মতারিখ হতে হবে ২-১-১৯৯০ থেকে ১-১-১৯৯৬'এর মধ্যে। শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৬২.৫ সেমি, পায়ের মাপ লম্বায় অন্তত ৯৯-১২০ সেমি, থাই লম্বায় ৬৪-৮১.৫ সেমি ও বসার উচ্চতা ৮১.৫ সেমি থেকে ৯৬ সেমি। শুরুতে ফ্লাইং ব্রাঞ্চের পাইলট হিসাবে ৭৪ সপ্তাহের ট্রেনিং হবে এয়ারফোর্স আকাদেমিতে। প্রার্থীকে এজন্য দিতে হবে মোট ২,৩৪০ টাকা। এর মধ্যে ৮৪০ টাকা পরে ফেরৎ পাবে। প্রার্থীর অভিভাবকের মাসিক আয় ৭৫০ টাকার কম হলে এই খরচ সরকার বহন করবে। মাইনে ওপরের মতোই। শূন্যপদ ৩২টি। ট্রেনিং শুরু হবে জানুয়ারি ২০১৫ থেকে। এই পাঁচ বিভাগের ট্রেনিং নিতে হলে দৃষ্টিশক্তি হতে হবে দূরের বেলায় ৬/৬ ও কাছের বেলায় প্রতি চোখে 'এন-এস' ওপরের সব পদের বেলায় এবছরের ডিগ্রি কোর্সের ফাইনাল পরীক্ষার্থীরাও আবেদন করার যোগ্য। ট্রেনিংয়ের সময় স্টাইপেন্ড মাসে ২১,০০০ টাকা। প্রার্থী বাছাই হবে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের 'কম্বাইন্ড ডিফেন্স সার্ভিসেস এক্সামিনেশন'২০১৫ পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রথমে হবে লিখিত পরীক্ষা ১৫ ফেব্রুয়ারি। পূর্ব ভারতে এই সব কেন্দ্রে – কলকাতা, কটক, গুয়াহাটি, পাটনা, শিলং, রাঁচি, সম্বলপুর, পোর্ট ব্লেয়ার, গ্যাংটক ও আগরতলা।ইন্ডিয়ান মিলিটারি আকাদেমি, ন্যাভাল আকাদেমি ও এয়ারফোর্স আকাদেমির লিখিত পরীক্ষায় থাকবে এই তিনটি পেপার- ১) ইংরেজি, ২) জেনারেল নলেজ, ৩) এলিমেন্টারি ম্যাথামেটিক্স। প্রতিটি পেপারে থাকবে ১০০ নম্বর এবং সময় ২ ঘন্টা। সফল হলে ৩০০ নম্বরের ইন্টারভিউ। অফিসার্স ট্রেনিং আকাদেমিতে ট্রেনিং নিতে হলে লিখিত পরীক্ষায় থাকবে এই দুটি পেপার, ১) ইংরেজি এবং ২) জেনারেল নলেজ। এক্ষেত্রে প্রতি পেপার ১০০ নম্বরের এবং সময় দেওয়া হবে ২ ঘন্টা। সফল হলে ২০০ নম্বরের ইন্টারভিউ। সব পেপারেই প্রশ্ন হবে অবজেকটিভ টাইপের। ইংরেজিতে থাকবে ইংরেজি গ্রামারের প্রশ্ন। এলিমেন্টারি ম্যাথামেটিক্স-এ পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, পরিমিতি ও রাশি বিজ্ঞানের উচ্চমাধ্যমিক মানের প্রশ্ন হবে। নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য ০.৩৩ নম্বর কাটা হবে। দরখাস্ত করতে হবে অনলাইনে আগামি ৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে - http:/www.upsconline.nic.in । এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আইডি থাকতে হবে। এছাড়াও ফটো, সিগনেচার জেপিজি ফরম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন। অনলাইনে দরখাস্ত করলে পরীক্ষা ফি বাবদ ২০০ টাকা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার যে কোনো শাখায় নগদে দিতে পারেন। কিংবা এসবিআই নেট ব্যাঙ্কিং-এর মাধ্যমে দিতে পারেন এই সব ব্যাঙ্কে, এসবিআই, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ হায়দরাবাদ, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ পাতিয়ালা, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ত্রিভাঙ্কুর। এছাড়াও ভিসা, মাস্টারকার্ড এবং ডেবিট কার্ডেও টাকা জমা দিতে পারেন।

কাজের খবর

অফিসার্স ট্রেনিং আকাদেমিতে (মেন ও এস. এস.সি উইমেন নন টেকনিক্যাল) : যে কোনো শাখার ডিগ্রি কোর্স পাশ ছেলেরা 'অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমি (ফর মেন)' এ আবেদন করতে পারেন। যে কোনো শাখার ডিগ্রি কোর্স পাশ অবিবাহিতা তরুণীরা 'অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমি (এস.এস.সি. উইমেন-নন-টেকনিক্যাল) এ আবেদন করতে পারেন। জন্ম-তারিখ হতে হবে ২-১-৯১ থেকে থেকে ১-১-৯৭' এর মধ্যে। মোট ৯ মাসের ট্রেং হবে 'জেন্টেলম্যান ক্যাডেট'এ। প্রার্থীকে এজন্য দিতে হবে মোট ৪,৬০০ টাকা। এর মধ্যে ২,৪৫০ টাকা পরে ফেরৎ পাবেন। প্রার্থীর অভিভাবকের মাসিক আয় ১,৫০০ টাকার লেফটেন্যান্ট পদে ৬ মাস প্রবেশনে

টেন্ডার নোটিশ

নং :- ০১/আই.সি.ডি/কুল

শিশু বিকাশ প্রকল্পাধিকারিক, কুলতলী সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প পোঃ-জামতলা, জেলা – ২৪ পঃ (দঃ) কর্ত্তৃক দরপত্র গ্রহণের তারিখ থেকে এক বৎসরের জন্য খাদ্য সামগ্রী (চাল, ডাল, তেল, লবণ) ও অন্যান্য জিনিসপত্র মজুতকরণের এবং বহনের জন্য মুখবন্ধ দরপত্র আহূত হচ্ছে। নির্ধারিত দরপত্রের শর্তাবলী ও নমুনা দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার দিন থেকে একুশাদি (২১দিন) (২১ তম দিন ছুটির হলে পরবর্তী কর্মদিবস) পর্যন্ত দুপুর ১২টা হইতে বিকাল ৩টা অবধি প্রকল্প অফিসে পাওয়া যাবে।

স্বাক্ষর
শিশুবিকাশ প্রকল্প আধিকারিক
কুলতলি সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্প
দক্ষিণ ২৪ পরগনা

১২৯৮(৩)/জেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা/১৩.১১.১৪

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৫ নভেম্বর – ২১ নভেম্বর, ২০১৪

মেষ: হতাশায় ভুগতে হবে। পরিকল্পিতভাবে কার্যগুলিতে সফলতা আসবে না। নিজের জেদ বা অহঙ্কারকে দূরে রেখে কাজ করবার চেষ্টা করলে অবশ্যই শুভ ফল পাবেন। পতি-পত্নীর মধ্যে মতান্তর লক্ষিত হবে।

বৃষ: মানসিক শক্তির ক্রমবিকাশ ঘটলেও শেষপর্যন্ত সাফল্য না আসায় কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে। বহুবিধ ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ ঘটবে। আয় মনের মতো না হলেও ক্ষতিকারক হবে না। লেখ্য পরীক্ষায় যোগ বিদ্যমান।

মিথুন: আগের জমা আশাগুলি বর্তমানে কিছু কিছু কার্যে পরিণত হবে। স্নেহ প্রীতিলাভের বেশ দেখা যায়। অন্যের কুপরামর্শ থেকে সাবধান থাকবেন। সন্তান-মতান্তর ক্ষেত্রে অসুস্থতার যোগ রয়েছে। গৃহে কল্যাণকর অনুষ্ঠানের যোগ।

কর্কট: সপ্তাহের প্রথম দিকটা ভাল না গেলেও পরবর্তী দিনগুলি শুভফলের কারক হবে। কারণ অকারণে অনেক খরচ হয়ে যাবে। প্রোমোটারদের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক শুভ যোগাযোগ লক্ষিত হয়। মনের শক্তি ও সাহস বৃদ্ধি পাবে।

সিংহ: অন্যের দায়িত্বভার গ্রহণ না করাই ভাল। আয়ের উৎস সন্ধানে শুভ ফল পাবেন। ভ্রমণের যোগ্য রয়েছে। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। মায়ের অসুস্থতার জন্য অর্থ ক্ষতির যোগ দেখা যায়। ব্যবসায় আংশিক শুভ হবে।

কন্যা: চেষ্টা করলেন বেকারত্বের হ্রাসান হওয়া সম্ভব। সুনাম ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রশস্ত হবে। পরীক্ষাবৃদ্ধি বিষয়ে বিশেষ করে বিজ্ঞান বিষয়ে সাফল্যের যোগ রয়েছে। বিরোধীয় বিষয়ে জয়লাভ করবেন। রাস্তাঘাটে প্রতারণার যোগ।

তুলা: মনের ইচ্ছা অনেক। কিন্তু সেগুলি বর্তমান কাজে পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রবল বাধা সৃষ্টি হবে। অজানা ব্যক্তির সঙ্গে মেলামেশা করতে যাবেন না। ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। বন্ধুরা ভুলপথে পরিচালিত করতে পারে।

বৃশ্চিক: নিয়ম ও শৃঙ্খলার বিষএয় একাধিক যোগাযোগ লঙ্ঘিত হবে। মনের শক্তি কোনও বাধাতে রোধ করতে পারবে না। মাথাধরা, রক্তের চাপ বৃদ্ধি এবং শুক্র তাঁর দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নতি বা এবিষয়ে কিন্তু শুভ হবে।

ধনু: আঘাত কিছু আসবে। সামলে নিয়ে চলার চেষ্টা করতে হবে। দৈব-দুর্ঘটনার যোগ থাকলেও প্রাণ বেঁচে পারেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শুভ ফল পাওয়া যাবে। দেশ ও দশের কাজে সুনাম অর্জন করতে পারবেন। নাতিদূর ভ্রমণের যোগ রয়েছে।

মকর: যোগাযোগ যেগুলি আসছে সেইগুলি এমনই কার্যকরী হবে না। উচ্চশিক্ষার যে আশা আছে সেগুলি সাফল্যে পরিণত হবে। কর্মে যোগাযোগ নিলেও ক্ষতি করতে পারবে না। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ দেখা যায়।

কুম্ভ: ব্যবসা-বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে বহু শুভ যোগাযোগ ঘটবে। আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। অবৈধ মেলামেশাকে কেন্দ্র করে ক্ষতি হওয়া সম্ভব। কর্মক্ষেত্রে গোলযোগ অশান্তির কারণ হবে।

মীন: আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সদ্ভাব থাকবে না। দায়িত্বপূর্ণ কাজ গুলিতে শুভমান পাবেন। যারা জমিজ-জমা গৃহ-ভূমি নির্মাণের কাজে ব্যস্ত তারা সফল হবেন। লেখাপড়া সম্বন্ধে শুভ ফল পাওয়া যাবে।

ভদ্রেশ্বরের আকাশ দেখল শচীনের ফানুসগিরি

মলয় সুর

হুগলি : ভদ্রেশ্বর জগদ্ধাত্রীপল্লিতে ফানুস–মানুষ শচীন কুমার মুখোপাধ্যায় মাত্র ১৩ বছর বয়সে কলকাতায় প্রথম ফানুস ওড়ানো দেখেছিলেন। উত্তর কলকাতায় লাটুবাবু–ছাতুবাবুর বাড়ির ছাদে ফানুস ওড়ানো দেখে শচীনবাবু অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত হন। ভেবেছিলেন ফানুসের দ্বারা আকাশ জয় করবেন। এখন কলকাতা তথা বাংলার আকাশের বুকে ফানুস দেখা যায় না বললেই চলে। যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় ব্যক্তি এখনও এই শিল্পটাকে বজায় রেখেছেন তাদের মধ্যে শচীনবাবু অন্যতম ও বৈচিত্রতা এবং গুনগত দিক থেকে অদ্বিতীয়। দীর্ঘ বছর ধরে তিনি এই নেশায় ডুব আছেন ও শিল্পটাকে আরও জনপ্রিয় করে তুলেছেন। তিনি পেশায় ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের করণিক, কলকাতায় নীলরতন সরকার হাসপাতাল থেকে ২০০০ সালের জুন মাসে তিনি অবসর নেন।

প্রসঙ্গত ১৯৮৮ সালে আনন্দবাজারে পত্রিকা শচীনবাবুর ফানুস সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তাঁকে ‘ফানুস–মানুষ’ উপাধিতে ভূষিত করে। সেই থেকে তিনি জনমানসে ওই নামেই পরিচিত হয়েছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় তিনি ফানুস উড়িয়েছেন। অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও বিভিন্ন মডেলের ফানুস ভদ্রেশ্বরের জগদ্ধাত্রী পল্লির নীল আকাশের বুকে রবিবার ৯ নভেম্বর দুপুর ২টোয় ওড়ালেন। এবারের মডেলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল–১৪টি ফানুষ নীল আকাশের বুকে এদিন তিনি ওড়ান। এরমধ্যে বল, ফুটবল, ওয়ার্ল্ড কাপ, কুঁজো, ডায়মন্ড (হীরে), ফিফা বল, যমরাজের গদা ইত্যাদি। এবছর তাঁর এই প্রয়াস ৬১ বছরে পড়ল।

চক্ষু ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

সুজয় চট্টোপাধ্যায়

ডায়মন্ড হারবার : গত ৬ই নভেম্বর রবিবার, স্বদেশি জাগরণ মঞ্চ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার উদ্যোগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার হাজিপুরে একটি চক্ষু ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। এর অন্যতম উদ্যোক্তা হিসাবে জাগরণ মঞ্চকে সহায়তা করেছেন ‘শিবালয় আরোহী’ নামক একটি স্থানীয় এনজিও এবং বাস্তুহারা সহায়তা সমিতি। এই শিবিরে মহিলা ও বয়স্কদের চক্ষু পরীক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়।এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের ত্যাগব্রত নন্দজি মহারাজ। তিনি স্বদেশি জাগরণ মঞ্চের কার্যকর্তা ও কর্মীদের এই ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজকে উজ্জীবিত করার আহ্বান জানান। স্বদেশি জাগরণ মঞ্চ একই সঙ্গে দত্তপন্ত ঠেংড়ির জন্মশতবার্ষিকী পালন করছে এবং সকলকে স্বদেশি দ্রব্য ব্যবহারে উৎসাহ দিচ্ছে। এই শিবিরে প্রায় ২০০ জন উপস্থিত ছিলেন যার মধ্যে ষাট শতাংশ মহিলা ও শিশু, যারা এসেছিলেন মূলত দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা ও হাওড়া থেকে। এই অনুষ্ঠানের ডাক্তারদের ব্যবস্থা করে বাস্তুহারা সহায়তা সমিতি। অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্যোক্তা দক্ষিণ ২৪ পরগনা স্বদেশি জাগরণ মঞ্চের পক্ষ থেকে পার্থ দাস ও অনিমেষ কয়াল। এই অনুষ্ঠান চলে সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩টে পর্যন্ত।

বাসন্তীতে আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদের দেখতে প্রতিনিধি দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী। শনিবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানার ছোট কলানজরা গ্রামে আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদের দেখতে গেলেন রাজ্য ও জেলার ১৫ জনের প্রতিনিধি দল। উল্লেখ্য গত ৫ নভেম্বর রাতে বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী চারটি গাড়ি ভাঙচুর করে অগ্নি সংযোগ ঘটিয়ে চম্পট দেয়। আগুনে ৩টি বাড়ি পুড়ে যায়। এদিন বিজেপি–র রাজ্য সহ–সভাপতি বাদশা আলম, বিজেপি–র নেতা অভিনেতা জর্জ বেকার, জেলা সভাপতি (পূর্ব) দেবতোষ আচার্য সহ মোট ১৫ জনের প্রতিনিধি দল আক্রান্তদের সঙ্গে কথা বলেন। ৬৫ বছরের বৃদ্ধ আবিজান বেওয়া, আমিনউদ্দিন মোল্লা, ইব্রাহিম মোল্লা কান্নায় ভেঙে পড়েন প্রতিনিধিদের সামনে।

এছাড়া গ্রামের মহিলা মারুফা মোল্লা প্রমুখ মহিলারা ক্ষোভের সঙ্গে অভিযোগ করে বলেন দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করে আইন মাফিক ব্যবস্থা নিতে হবে এবং সরকারকে ক্ষতিপূরণ দিতে। বাদশা আলম বলেন দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জেলার পুলিশ সুপারের সঙ্গে আলোচনা করা হবে। তাছাড়া বাসন্তীর বিষয়ে রাজ্যপাল–কে জানানো হবে। এখানকার সমস্ত রিপোর্ট বিজেপি–র রাজ্যস্তরে তুলে দেওয়া হবে। ক্ষতিগ্রস্তরা যাতে সরকারি সাহায্য পায় সে বিষয়ে রাজ্যপালকে জানানো হবে। জর্জ বেকার বলেন, ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে বি.জে.পি আছে। সেভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ বি.জে.পি–তে আসছে তাতে তৃণমূল ভয় পেয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। আগামী ২০১৬ সালে এ রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসবে। ভারতের মুসলমানরা এক হোন। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক সাথে চলুন। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। এদিন ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে বস্ত্র তুলে দেন প্রতিনিধি দল।

মা–শিশুর স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে সোচ্চার সাংসদ প্রতিমা মন্ডল

ক্যানিং। শনিবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার ডেভিড সেশুন হাইস্কুলে রাজ্য যুব সংসদ প্রতিযোগিতা প্রকল্প শুভ উদ্বোধন করেন জয়নগর কেন্দ্রের তৃণমূলের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল (নস্কর)। আয়োজক রাজ্য পরিষদীয় বিষয়ক বিভাগ। ক্যানিং–১ ব্লক পরিচালন কমিটি (যুব সংসদ)। অনুষ্ঠানে উপস্থিত চিলেন ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রের বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল, জেলা পরিষদের সহ–সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী, বি.ডি.ও বুদ্ধদেব দাস, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশ রাম দাস, প্রধান শিক্ষক তাপস দে প্রমুখ। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রতিমা দেবী বলেন পার্লামেন্টে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ, রয়েল বেঙ্গল টাইগার, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য পরিষেবার বিষয়ে তুলে ধরেছি। এমনকি শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার চাঁদখালি হল্ট স্টেশনটি চালু করার বিষয়েও রেল মন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছি। তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমলে শুরু ক্যানিং–তালদি পর্যন্ত প্ল্যাটফর্ম হয়ে কাজ বন্ধ হয়ে আছে। ডবল লাইন। তাই ২টি প্লাটফর্ম দরকার। প্লাটফর্মটি তৈরি করে চাঁদখালি স্টেশনটি চালু হলে বহু মানুষ উপকৃত হবে। তিনি আরো বলেন স্কুলের ছাত্র–ছাত্রীরা এই প্রকল্পের মাধ্যমে বিধানসভা এবং পার্লামেন্ট বিষয়ে অনেক কিছু জানতে পারবে। ভারতবর্ষ বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র। সংবিধানের মৌলিক অধিকার, গণ অধিকার, সংসদ প্রমুখ বিষয়ে ছাত্র ছাত্রীদের সচেতনতা বাড়বে। এদিনের অনুষ্ঠানে ১০টি স্কুলের ছাত্র–ছাত্রী এবং শিক্ষক–শিক্ষিকারা অংশগ্রহণ করেন। নকল সংসদ তৈরি করে প্রতিযোগিতা হয়। প্রতিযোগিতায় প্রথম হয় ক্যানিং দ্বারিকানাথ বালিকা বিদ্যালয় (উঃ মাঃ)।

মানুষ এতটাই নির্দয়!

কারোর সাহায্য ছাড়াই কি শেষ হয়ে যাবে মেধাবী কৃষ্ণেন্দুর জীবন? সবই কি সরকারকে করতে হবে? রাজ্যে বেসরকারি নার্সিং হোম, হাসপাতালের অভাব নেই। এদের উদ্দেশ্য কি স্বাস্থ্য নিয়ে শুধুই ব্যবসা করা? সমাজের কোন উপকারে কি এরা লাগবে না? বহু বেসরকারি মালিক বিজ্ঞাপন দিয়ে সমাজ সেবার ফিরিস্তি দেন। এদের কাছে কৃষ্ণেন্দুর কিডনি চিকিৎসা যৎসামান্য ব্যাপার। মুনাফার পাশাপাশি সমাজসেবায় ব্যয়ের নিয়ম প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেরই থাকা উচিত। হয়তো আছে। কিন্তু কৃষ্ণেন্দুরা বিনা চিকিৎসায় শেষ হয়ে যাচ্ছে মানসিকতার অভাবে।

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : স্বপ্ন ছিল ইঞ্জিনিয়ার হবেন। সেইমত রামপুরহাট পলিটেকনিক কলেজে ভর্তিও হয়েছিলেন কাকদ্বীপের শিবকালীনগরের মেধাবী ছাত্র কৃষ্ণেন্দু মন্ডল। কিন্তু কলেজে ভর্তির মাস তিনেকের মধ্যেই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। সরকারি হাসপাতালে রোগ ধরতে না পারায় অবশেষে ভর্তি করানো হয় কলকাতার ,কটি বেসরকারি হাসপাতালে। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরিক্ষার পর জানা যায় জন্ম থেকে তার একটি কিডনি ছিলনা। বাকি কিডনিটিও অকেজো হয়ে পড়েছে। ফলে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এখন প্রয়োজন নতুন একটি নতুন কিডনি। হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে সব মিলিয়ে চিকিৎসার জন্য খরচ প্রায় ১২ লক্ষ টাকা। অর্থের অভাবে ডায়ালেসিস পর্যন্ত বন্ধ হয়ে পড়েছে। বর্তমানে ক্লাসের বদলে বাড়ির বিছানায় শুয়ে জীবন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন তরুন এই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া। ছেলের চিকিৎসার জন্য এই বিশাল টাকা জোগাড় করতে হিমসিম খাচ্ছে মন্ডল পরিবার। নিম্নবিত্ত এই পরিবারটি ছেলের চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন জায়গায় দরবার করেছে। কিন্তু কোন সাহায্য মেলেনি।

মাটির দেওয়াল ও টালির ছাউনির এক চিলতে বাড়িতে বাবা হিমাংশু মন্ডল ও মা কাবেরি দেবীর সাথেই থাকেন কৃষ্ণেন্দু। পরিবারের একমাত্র সন্তান তিনি। স্থানীয় কামারহাট বাজারে হিমাংশুবাবুর ইলেকট্রিকের দোকানের যথসামান্য আয়েই ছেলের পড়াশুনোর খরচ ও সংসার চলত। ছোট থেকেই পড়াশুনাতে মেধাবী

ছিলেন কৃষ্ণেন্দু। তার স্বপ্ন ছিল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হওয়া। স্থানীয় শিবকালীনগর হাইস্কুল থেকে সায়েন্সে ‘এ’ গ্রেডে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন। ছেলের স্বপ্ন পূরণের জন্য বহু কষ্টে অর্থ জোগাড় করেন বাবা হিমাংশুবাবু ও মা কাবেরিদেবী। চলতি বছরে কৃষ্ণেন্দু ইলেকট্রিক্যাল স্টিমে ভর্তি হয় রামপুরহাট পলিটেকনিক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। কিন্তু কলেজে ভর্তির মাস তিনেকের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েন কৃষ্ণেন্দু। বাবা হিমাংশুবাবু জানান, ছেলের চিকিৎসার জন্য আগেই নিজের দোকান থেকে স্ত্রীর গয়না সবকিছু বেচে দিয়েছি। বাকি সম্বল মাত্র বসত বাড়ি। সেটা বেচেও এতগুলো টাকা হবে না। সরকারি দপ্তর থেকে বেসরকারি সমস্ত জায়গায় দরবার করেছি। কিন্তু কোন সাড়া মেলেনি। এদিকে টাকার অভাবে ছেলের ডায়ালেসিস পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বাড়ির বিছানায় ছেলে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। ছেলেকে বাঁচানোর জন্য কোন আশার আলো দেখতে পাচ্ছি না। তবুও আপনাদের মাধ্যমে শেষবারের মত কাতর আবেদন জানাচ্ছি, যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায় তাহলে ছেলের প্রাণ বাঁচানো সম্ভব।

আলিপুর বার্তার আবেদন : যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে... সাধারণ মানুষ এগিয়ে আসুন। বিন্দু বিন্দু সাহায্যই সিন্ধুর রূপ নেবে। সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলো এগিয়ে আসুক। যথাসাধ্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন কৃষ্ণেন্দুর জীবনের দিকে। সাহায্য দিতে যোগাযোগ করুন ৭৪০৭০৩৮৮৮৩ নম্বরে। মনে রাখবেন কৃষ্ণেন্দু জীবন ফিরে পেলে তার প্রতিটি রক্তবিন্দুতে লেখা থাকবে আপনার সহৃদয়তা। যারা সাহায্য করবেন তাদের নাম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে প্রকাশ করব। আলিপুর বার্তার পাতায়। এগিয়ে আসুন জীবনের দিকে।

শিশু শ্রমিক আজ মূকাভিনেতা

রাজীব হালদার, মছলন্দপুর : এখন সে নাট্য বিভাগের ছাত্র। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় বর্ষে পাঠরত। তার পাশাপাশি আরও একটি পরিচয় আছে তার, সে মূকাভিনেতা। বেলেডাঙার বিষ্ণু রায়ের ১২ বছর আগের জীবন এতটা আনন্দের ছিল না। তখন অর্থের অভাবে শিশু শ্রমিক হয়ে জীবন কাটাচ্ছিল। বাবার সঙ্গে কাজ না করলে খাওয়া জুটত না একদিনও।

কখনও রেলের স্টেশনে কখনও বা অন্যের দোকানে কাজ করে নিজের খাবারটুকু জোগাড় করত। স্টেশনে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মেরে দিন চলে যেত। পড়াশুনোর কথা তো দূরেই থাক সংস্কৃতিক চিন্তাভাবনা তার মধ্যে তখনও আসেনি। আঁধার থেকে আলোয় ফিরিয়ে আনেন মছলন্দপুর ইমন মাইম সেন্টারের কর্ণধার ধীরাজ হাওলাদার। তখন ধীরাজ হাওলাদার পথ শিশু ও শিশু শ্রমিকদের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে মুকাভিনয়ই করে চলেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর আয়োজিত মুকাভিনয় প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে মছলন্দপুরের বিষ্ণু রায়। আজ আঁধার থেকে আলোয় ফিরতে পেরেছে বিষ্ণু।

পুরস্কার পাওয়ার পর বিষ্ণু বলে ‘‘আমি পুরস্কারের অর্থ দিয়ে আগে শিশু শ্রমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সোপান গড়তে চাই।’

সোনার রেকর্ডে তাক লাগাচ্ছেন অরবিন্দ

মলয় সুর

গাইঘাটা, উত্তর চব্বিশ পরগনার গাইঘাটা চাঁদপাড়া গ্রামের বাসিন্দা অরবিন্দ রায় (৪২)। ৬০০ মিলিগ্রাম সোনা দিয়ে ১৮ ইঞ্চি লম্বা অভিনব চেন তৈরি করে ইন্ডিয়া বুক অব রেকর্ডসের শিরোপা অধিকার করে এক নজির সৃষ্টি করেছেন। পেশায় তিনি স্বর্ণশিল্পী। শুধু তাই নয় এরই পাশাপাশি অরবিন্দবাবু এবার মিলিগ্রামের সোনা দিয়ে ১৮ ইঞ্চি মাপের চেন তৈরি করে গিনেস বুকে রেকর্ড নথিবদ্ধ করার জন্য পাঠিয়েছেন। তিনি এরজন্য বহুদিন ধরে পরিশ্রম করে চলেছেন। বাবা নিরাপদ রায়ের কাছে সোনার অলংকার তৈরির হাতে খড়ি হয়। চার ভাইয়ের বড় অরবিন্দ। বাবা এখন নেই। পারিবারিক সোনার দোকান চাঁদ পাড়া বাজারে। ১৯৯৭ সালে প্রথম ১ গ্রাম সোনা দিয়ে ১৪ ইঞ্চি চেন তৈরি করে সকল প্রতিবেশিদের তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এরপরই তিনি সোনা দিয়ে সূক্ষ্ম অলংকার তৈরি নেশায় মেতে ওঠেন। বর্তমানে বারাসতের কাছে বামুনগাছি ছোট জাগুলিয়া হাটখোলায় সোনার দোকান করেন।

অরবিন্দবাবু বলেন, বাজারে মেশিনের সাহায্য না নিয়ে নিজস্ব খালি চোখে হাতের হালকা সূক্ষ্ম সোনার অলংকার তৈরি করে বিশ্বের দরবারে বাঙ্গালির শ্রেষ্ঠ আসন তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এছাড়া বঙ্গীয় স্বর্ণশিল্পীর কারিগররা সারা বিশ্বের বাজারে যথাযথ গুণগতভাবে মর্যাদা পায়। তবে এই কাজের জন্য তাঁকে তৃণমূল বিধায়ক ও অভিনেতা চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, উত্তর চব্বিশ পরগনার জেলাশাসক এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পমন্ত্রী স্বপন দেবনাথ শংসাপত্র তুলে দেন। এইরকমই কাজে তাঁকে তাঁর স্ত্রী প্রেরণা ও সাহস জুগিয়েছন বলে জানিয়েছেন অরবিন্দ। এবার ৬০০ মিলিগ্রাম সোনা দিয়ে ১৮ ইঞ্চি চেন তৈরি করতে সাধারণ কাজের অবসরে তিনমাস সময় লেগেছে। ২০১২ সালে কম্পিউটারের ওয়েবসাইটে নেটের মাধ্যমে ইন্ডিয়া রেকর্ডস বুকে আবেদন করেন। তারপর ২০১৩ সালে গিনেস কর্তৃপক্ষ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে। এখন তিনি গোটা বিশ্ব থেকে আগত স্বর্ণ অলংকার শিল্পীদের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে ‘স্বর্ণমেলায়’ তাঁর পারদর্শিতা দেখাতে চান।

মহানগরে

মহিলা সংরক্ষিত ওয়ার্ড, কোপে একাধিক প্রতিনিধি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : পুর সূত্রে খবর, ২০১৫–র কলকাতা পুর নির্বাচনের ২.৫.৮ ছক হিসাবে পুরসভার নির্বাচনে মহিলা প্রার্থীদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা হবে। এই সূত্র প্রয়োগে পুরসভার বর্তমান মোট ১৪৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে সর্বমোট ৪৮টি আসন মহিলা প্রার্থীদের জন্য ছেড়ে দিতে হবে। এছাড়া মোট আসনের ১১.৫২% আসন তফশিলি জাতি প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। বর্তমান নিয়মে যে সব আসন মহিলা প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত হচ্ছে সেগুলি হলো : ২,৬,৯, ১২, ১৫, ১৮, ২১, ২৪, ২৭, ৩০, ৩১, ৩৪, ৩৭, ৪০, ৪৩, ৪৭, ৫০, ৫৩, ৫৬,৫৯, ৬২, ৬৫, ৬৮, ৭১, ৭৪, ৭৭, ৮১, ৮৪, ৮৬, ৮৮, ৯১, ৯৪, ৯৭, ১০০, ১০৩, ১০৬, ১০৯, ১১২, ১১৬, ১১৯, ১২২, ১২৬, ১২৯, ১৩২, ১৩৫, ১৩৮, ১৪১ এবং জোকা

এলাকার নবগঠিত ১৪৪ নং ওয়ার্ডটি। তফশিলী জাতি আসনের জন্য আরও গোটা ৮টি আসন সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষণের আওতায় চলে যাবে। সূত্রের খবর ৪, ৩০, ৪৬, ৭৯, ৮৬, ১১৪, ১২৪ ও ১৪৪ নং ওয়ার্ড তফশিলী জাতির প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত হয়েছে। আবার এদের মধ্যে ৩০, ৮৬ ও ১৪৪ নং ওয়ার্ড তফশিলি মহিলা প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত হয়েছে। এদিকে রাজ্যের বর্তমান দুই মন্ত্রী ২৬ নং ওয়ার্ডের বর্তমান পুরপ্রতিনিধি ডাঃ শশী পাঁজা ও ৮২ নং ওয়ার্ডের বর্তমান পুরপ্রতিনিধি ফিরহাদ হাকিম মন্ত্রী হওয়ায় টিকিট পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। এদিকে এবার তৃণমূল পুর প্রতিনিধিদের যাঁরা টিকিট পাবে কী না জোর সন্দেহ রয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, ৬২ নং ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি তথা ছ'নং বোরো কমিটির চেয়ারম্যান ইকবাল আহমেদ, ২৫ নং ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি তথা ৪ নং বোরো কমিটির চেয়ারপার্সন ও জোড়াসাঁকো কেন্দ্রের বিধায়িকা স্মিতা বক্সি প্রমুখ ব্যক্তিত্ব।

দ্রুত কাজে উদ্বিগ্ন পুর আধিকারিকরা

বরুণ মন্ডল

কলকাতা : বাংলা ভাষায় একটি নিজস্ব বাক্–ভঙ্গিমা আছে, সেটি হল, ‘শাঁখের করাত’ অর্থাৎ ‘উভয় সংকট’। কাজ না করলে অপমানের সঙ্গে মহানাগরিকের কোপে পরতে হবে। আবার কাজ করলে ত্রিফলা কেলেঙ্কারির মত শাস্তির খাঁড়া নেমে আসবে। কলকাতা পুরসভার বস্তি উন্নয়ন, জল সরবরাহ, সড়ক, জঞ্জাল অপসারণ সহ বিভিন্ন দফতরের পুর–আধিকারিকদের এখন ‘শাঁখের করাতে’ পরার অবস্থা। ২০১৫–র মে–জুনের পূর্বে দ্রুততার সঙ্গে পুর উন্নয়নের কাজ সম্পূর্ণ করতে চায় তৃণমূল পুর বোর্ড। রাজ্য সরকারের দেওয়া ১৫৫ কোটি টাকা আগামি জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি ব্যয় করে ফেলতে হবে বলে সম্প্রতি আদেশ জারি করেছেন মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়। আর তাতেই পুর আধিকারিকদের কপালে ভাঁজ চওড়া হয়েছে। পুর সূত্রে খবর, পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহে ৪২ কোটি, জঞ্জাল অপসারণে ৩৭ কোটি, রাস্তা সারাইয়ে ৩৪ কোটি, বস্তি উন্নয়নে ২৫ কোটি সহ বাকি ১৭ কোটি বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে। নির্দেশ জারি হয়েছে কাজের ফাইল আটকে রাখা যাবে না। টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে কাজ শুরু করতে হবে।

এক কোটি টাকার বেশি যে সমস্ত প্রকল্প রয়েছে, সেগুলি ‘ওয়ার্ক অর্ডার’ বারো দিনের মধ্যে বার করতে হবে। এদিকে বিভিন্ন দফতরের

আধিকারিকদের আশঙ্কা যেভাবে কাজ শেষ করার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে তাতে আবারও ত্রিফলার মতো বেনিয়ম ঘটতে পারে। দ্রুত কাজ শেষ করতে গিয়ে কোনও অনিয়ম ঘটলে আধিকারিকদের ওপরেই শাস্তির খাঁড়া নেমে আসবে। আবার মহানাগরিকের নির্দেশ পালন না করলে তাঁর রোষে পড়তে হবে। ফলে পুর ভোটের পূর্বে উভয় সংকটের অবস্থা পুর আধিকারিকদের। পুর ইঞ্জিনিয়ারিং দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ নিজেই স্বীকার করেন, শহরের একাধিক রাস্তায় ধসের কারণ চিহ্নিত করতে গেলে যে সময় লাগে, শহরের রাস্তাগুলি ব্যস্ততম হওয়ায় সে সময় পাওয়া যায় না। তড়িঘরি সারাই করায় বিপদ থেকেই যায়। এদিকে আবার তৎপরতায় উদ্বিগ্ন বিভিন্ন ঠিকাদার সংস্থার কর্তারাও। কারণ ত্রিফলা দুর্নীতির অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে পুর ভোটের পূর্বে পুরসভার কোনও কাজ হাতে নিতেই ঠিকাদারদের একটা বড়ো অংশ ভয় পাচ্ছেন। পুর আধিকারিকদের ব্যাখ্যা, পুর সভার কোনও বড়ো মাপের কাজ শেষ করতে গড়ে কমপক্ষে আড়াই মাস সময় লাগে, কখনও সখনও সেটা বেড়ে তিন মাস হয়ে যায়। সেখানে এই ডিসেম্বর–জানুয়ারিতে কাজ শেষ কিভাবে হবে? মহানাগরিকের বক্তব্য, পুর নিয়ম মেনেই সমস্ত কাজ হবে। আধিকারিকরা চিন্তামুক্ত মনে কেবল দ্রুততার সঙ্গে কাজটা করুক।

আইনে নেই, নীল–সাদা রঙে কর ছাড়ও নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : মহানাগরিকের কথা শুনে সম্পত্তি কর মকুব হওয়ার আশায় হাজার হাজার টাকা ব্যয় করে বাড়ির বাইরের দেওয়ালে যে সব পুর নাগরিক নীল–সাদা রঙ করেছেন, তাদের সে আশায় জল ঢেলে দিল পুরসভার আইনি পরামর্শদাতারা। পুর সূত্রে খবর রাজ্য বিধানসভার চলতি শীতকালীন অধিবেশনে পেশ করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে পুরসভা যে প্রস্তাব পাঠিয়েছে, সেখানে বাড়িতে নীল–সাদা রং করলে সম্পত্তি কর মকুব বিষয়টি উল্লেখই করা হয় নি।

ফল স্বরূপ, আগামী মে–জুনের পুর ভোটের পূর্বে নীল–সাদা রঙে সম্পত্তি কর ছাড়ের কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে আপাতত তাঁদের অপেক্ষাতেই থাকতে হবে। মহানাগরিক কেবল ইত্যাদি ইত্যাদি ঘোষণা করলেই তো হবে না ‘কলকাতা পৌর নিগম আইন, ১৯৮০’–তে তা আছে কী না সেটা দেখে নিতে হবে তো। পুর আধিকারিকরা আইনি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছে, সাধারণ বাড়িতে কী রং করা হবে, আইনের দ্বারা তা স্থির করা যায় না। পুর আইনি পরামর্শদাতাদেরও একই যুক্তি।

সেজন্যই আইনের চক্করে পড়ে সম্পত্তি কর ছাড়ের প্রস্তাবে নীল–সাদা রঙের বিষয়টি উল্লেখই করা হয়নি। পুর অ্যাসেসমেন্ট দফতরের মেয়র পারিষদ প্রফেশনাল চাটার্ড অ্যাকাউনটেন্ট দেবব্রত মজুমদার বলেন, পুর আইনি জটিলতার জন্যই রাজ্য সরকারের কাছে নীল–সাদা রঙে সম্পত্তি কর মকুবে প্রস্তাব আপাতত পাঠানো যায়নি। এ বিষয়ে রাজ্য সরকারের যা করণীয় তা তারাই করবেন।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৪৯ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, ১৫ নভেম্বর – ২১ নভেম্বর, ২০১৪

‘নেহেরু পেপারস্’ প্রকাশিত হোক

এ বছর ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর ১২৫ বছর পূর্ণ হচ্ছে। ভারতের স্বাধীনতার পর জাতীয় কংগ্রেসের হাত ধরে নেহরু নেতৃত্বেই বিশ্বের দরবারে ভারতের পরিচয়ের সূত্রপাত। নানা বিতর্ক এবং কেলেঙ্কারি নেহেরু জমানায় ভারতবর্ষের মানুষ দেখেছে। দেশভাগ এবং পরবর্তীকালে প্রতিবেশী একাধিক রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ায় নেহেরুর ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে একনায়কতন্ত্রের সূচনা তার হাত ধরে। সেই সময় মহাত্মা গান্ধি, বল্লভ ভাই প্যাটেল সহ বহু জাতীয় নেতার ভূমিকা ম্লান হয়ে গিয়েছিল জওহরলালের ভাবমূর্তির কাছে। প্রথম দিকে সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুকলেও পরবর্তীকালে নেহেরুর মিশ্র অর্থনীতি দেশকে কতটুকু দিয়েছে তা ইতিহাসই বলবে। দেশভাগের সময় মাউন্টব্যাটেন ও তাদের পত্নী লেডি মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে নেহেরুর সখ্যতা নিয়ে পরবর্তীকালে বহু চিঠিপত্র এবং বইপত্র প্রকাশিত হলেও নেহেরুর ব্যক্তিগত কাগজপত্র আজও দেশবিদেশের গবেষকদের কাছে অধরা। ভারতের জাতীয় মহাফেজখানায় নেহেরু পেপারস্ অমিল। শোনা যায়, বর্তমানে নেহেরু সম্পর্কিত বহু গোপনীয় কাগজপত্র বিশেষ করে ভারত–চিন যুদ্ধ সম্পর্কিত তথ্য বর্তমানে প্রিয়াঙ্কা গান্ধির হেফাজতে। ভারত–চিন যুদ্ধ এবং আরও বহু বিতর্কিত বিষয়ে নেহেরুর জীবনের তা নেহেরু গান্ধি পরিবার গোপনীয়তার মোড়কে ঢেকে রেখেছে দীর্ঘদিন। ওই পরিবার জাতির কাছে কলঙ্কিত হতে পারে এই আশঙ্কায় ‘নেহেরু পেপারস্’–এর গভীর গোপনীয়তা বলে অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন। অন্যদিকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের একনিষ্ঠ সেবক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ও তাঁর আজাদহিন্দ সরকারের অজস্র নথিপত্র প্রকাশ্যে আনা হয় না। স্রেফ সত্য প্রকাশের আশঙ্কায়। জানা যায় নেহেরুর প্রধানমন্ত্রিত্ব কালে নেতাজি সম্পর্কিত বহু ফাইল ধ্বংস করা হয়েছে। নেতাজির মাহাত্ম্য রুখতে নেহেরুর এই প্রয়াস বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন। নেহেরু তনয়া ইন্দিরা গান্ধি পরবর্তীকালে রাজীব ও সোনিয়া নেহেরুর গোপনীয় ফাইল নিজেদের হেফাজতে রেখেছিলেন বলে জানা যায়। এখন শোনা যাচ্ছে দিল্লির ত্রিমূর্তি ভবনে নেহেরুর বহু ফাইল আজও রয়ে গেছে গোপনীয়তার মোড়কে। দিল্লিতে পরিবর্তন ঘটেছে সরকারের। আজ সময় এসেছে নেহেরু পেপারস ও বোস পেপারস দেশবাসির কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়া। শতবর্ষেও কোটিকোটি টাকা খরচ হয়েছিল নেহেরুকে স্মরণ করতে, আজও নেহেরু বন্দনায় কোনও ভাটা পড়েনি। যদি সোনিয়ার জাতীয় কংগ্রেস নেহেরুর প্রতি সত্যি শ্রদ্ধাশীল হয় তাহলে অবিলম্বে সমস্তরকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর করে নেহেরুর যাবতীয় চিঠিপত্র ডায়েরি এবং ফাইল প্রকাশ্যে আনা হোক। দেশবাসী ও বিশ্ববাসীর জানার অধিকার আছে। সারা ভারতব্যাপী নানা প্রকল্প রাস্তা–ঘাট নেহেরু ও তার পরিবারবার্গের নামে। ইতিহাসের শিশুপাঠ্য থেকে উচ্চশিক্ষায় নেহেরুর মাহাত্ম্য বর্ণনা হয়েছে একচেটিয়া ভাবে। বাকি দেশ নেতাদের উপেক্ষা করে। নানা স্কলারশিপ এবং আন্তর্জাতিক পুরস্কার নেহেরুর নামে ঘোষিত হয়েছে। কংগ্রেস দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থেকে নেহেরুকে যেমন মহিমান্বিত করতে চেষ্টা চালিয়েছে বিশ্বের দরবারে, তুলনায় ভারত ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায় আজাদহিন্দদের ইতিহাসকে চেপে দিতে তৎপরতা চালিয়েছে। ইতিহাসের চাকা ঘোরে। আজ না হোক কাল একদিন সত্য প্রকাশিত হবেই।

অমৃত কথা

৩৪৩ জানতে, অজানতে বা ভ্রান্তে যে কোনও ভাবে তাঁর নাম করলেই তার ফল হবেই হবে। যেমন কেউ তেল মেখে নাইতে যায়, তারও যেমন স্নান হয়, আর যাকে ঠেলে জলে ঢেলে দেওয়া যায় তারও স্নান হয়, আর কেউ ঘরে শুয়ে আছে, তার গায়ে জল ফেলে দিলে তারও তেমনি স্নান হয়।

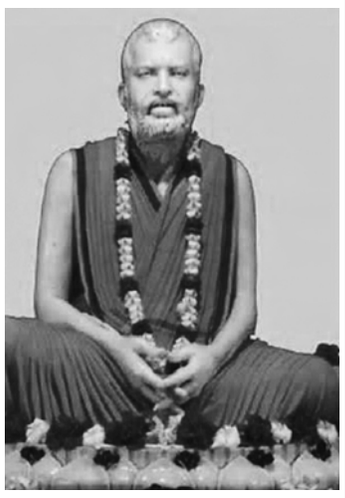

৩৪৪ মানুষের দেহটা যেন হাঁড়ি আর মন বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলো যেন জল, চাল ও আলু। হাঁড়ির ভেতর জল, চাল ও আলু দিয়ে তার নীচে আগুন জ্বেলে দিলে যেমন সেই জল চাল ও আলুগুলো তেতে ওঠে এবং তাদের গায়ে হাত দিলে যেমন হাত পুড়ে যায় অথচ সে শক্তিটা তাদের নয় আগুনের। সেইরকম মানুষের ভেতর ব্রহ্মশক্তি যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ মানুষের মন, বুদ্ধি প্রভৃতি কাজ করে এবং সেই শক্তির অভাব হলেই আর চোখ, কান, নাক প্রভৃতি কাজ করতে পারে না।

৩৪৫ বাড়ির ছাদের জল যেমন বাঘ মুখো অথবা অন্য রকম নল দিয়ে পড়ে, কিন্তু সে জল তাদের নয় আকাশের, সেইরকম সাধু ভক্তদের মুখ দিয়ে যেসব সত্য ও স্বর্গীয় তত্ত্ব প্রচারিত হয়, সেসব তাঁদের নিজের নয়–ঈশ্বরের।

৩৪৬ সকলের অসাক্ষাতে যিনি ভগবান দেখছেন বলে অধর্মাচরণ না করেন তিনিই যথার্থ ধার্মিক। জনশূন্য মাঠের মাঝে যুবতী সুন্দরীকে দেখে ধর্ম ভয়ে ভীত হয়ে যিনি তাঁর প্রতি কুদৃষ্টি না করেন, তিনিই প্রকৃত ধার্মিক, আর যিনি কেবল প্রকাশ্যে ধর্মানুষ্ঠান করেন, তিনি ঠিক ধার্মিক নন। অন্ধকারের (যেখানে কেউ দেখছে না) ধর্মই ধর্ম, আলোর (সকলের সামনে প্রকাশ্যে) ধর্ম ঠিক নয়। সেটি হবে লোককে দেখিয়ে ধার্মিকের মুখোশ পরে থাকা ছাড়া কিছু নয়।

৩৪৭ ঈশ্বর নিত্য ও লীলাময়। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ মধ্যে পড়ে আমি তার কুল কিনারা কিছু না পেয়ে হাবুডুবু খাই। কিন্তু যখন লীলাময় হরিকে লাভ করি, তখন যেন একটা কিনারা পাই।

ফেসবুক বার্তা

সশরীরে তিনি আর আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু রাজারহাটের ওয়াক্স জাদুঘরে মোমের তৈরি মূর্তি হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে কিংবদন্তী সঙ্গীত শিল্পী মান্না দে–কে। কফি হাউসের আড্ডার মেজাজে ধরেছেন হারমোনিয়াম।

বন্ধু মাসাতাকা ও মিত্রদেশ জাপান

সঞ্জয় ঘোষ

পঁচিশ বছরের বেশি সময় পার হয়ে গিয়েছে। দিনটা ছিল ২১ শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯ সালে, ফাল্গুনী বসন্তের এক সাতসকাল। বসেছিলেন দক্ষিণ মুখে কন্যাকুমারীর বালুকাবেলায়। পশ্চাদপটে দেবীকুমারীর ঐতিহাসিক মন্দির। আর সামনে অনন্ত উদার উন্মুক্ত ত্রি–সমুদ্র সঙ্গম। আর সেই সাগর গর্ভেই একটু কোণাকুনি দক্ষিণ পূর্ব ঘেঁষে ভুবন–বিখ্যাত ছোট্ট দ্বীপ–মন্দির ‘বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল’।

হঠাৎ দৃষ্টি গিয়ে পড়ল একজনের প্রতি। পীতবরণ, বিরাট স্বাস্থ্যের এক যুবা। মোহনীয় চেহারা। একটু দূরেই সে বসেছিল । আমি নিজে থেকে এগিয়ে গিয়ে ইংরেজিতে শুধু একটি প্রশ্ন করেছিলাম, তুমি কোন দেশের? সে সগর্বে উত্তর দিয়েছিল, ‘আমি জাপানের’।

ওই একটি কথাতেই আমার সঙ্গে তার সব পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। নাম বলল, মাসাতাকা হিগাশিকাওয়া। (Masataka Higshikawa)

সত্যি কথা বলতে কী, আমার সঙ্গে তার বন্ধু হতে সময় লেগেছিল মাত্র কয়েকটি মুহূর্তে। অতঃপর শুরু হয়ে গেল আলাপ, মাসাতাকার দুর্বল ইংরেজি, কিন্তু তাতে কী যায় আসে। তবুও। আসলে, মানুষের হৃদয়ের একটা স্বতন্ত্র ভাষা আছে। সেটা মনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে চোখে–মুখে ছবির মতো ফুটে ওঠে। বন্ধুত্ব একটা আলাদা সম্পর্ক। সবাই তা হতে জানে না, কেউ কেউ জানে।

মাসাতাকার আগে স্কুলে–কলেজে পড়ার সময়, এমনকি নিকট আত্মীয়জনদের মধ্যেও কত বন্ধুকে পেয়েছি, কিন্তু মাসাতাকাকে মনে হল, এক সহযাত্রী যে সকলকে অতিক্রম করে গেল, দেখলাম, কোনও হাঁকডাক নেই, কোনও আতিশয্য নেই, ধীর–স্থির–শান্ত–সমাহিত দুটি চোখের ভাষায় শুধু কথা বলার চেষ্টা করে। আর সে চেষ্টায় সে পূর্ণরূপে সফলও হয়।

সেদিন সকাল থেকে সারাটি দিন তার সঙ্গেই আমার কেটে গেল। তাকে জাপান সম্পর্কে অজস্র প্রশ্ন করতে লাগলাম। সে যথাসম্ভব উত্তরও দিতে থাকলো। বিরাট এক সময়ের স্রোতে আজ আর ঠিক ঠিক সব কথা মনে নেই। তবে কিছু কথা অবশ্য মনে আছে। যেন সে বলেছিল, জাপান রাজতন্ত্রের দেশ হলেও সব জাপানবাসী কিন্তু রাজভক্ত নয়। সে নিজেও ততটা নয়। তার বিশ্বাস গণতন্ত্রে। সে বলেছিল, ফুল তাদের জীবনের একটা বিশেষ অঙ্গ। তাদের দেশে ফুলের উৎসব হয়। ফুল সাজানো তাদের দেশে প্রতিটি সংসারে একটা প্রাকৃতিক ব্যাপার। প্রতিদিন ফুলদানীতে কে কীভাবে কি কি ফুলের বিন্যাস করবে, সেটা তার নিজস্ব আর্ট বা কলা, ব্যাপারটা খুব সূক্ষ্ম এবং নন্দন। মেয়েরা কেউ কেউ এই নন্দনে সেরা। তা জানতে পারি কি, কেমন লাগে তোমার জাপানি মেয়েদের?

বন্ধুর এ কথা শুনে আমি লাজুক হেসেছিলাম।

খাওয়া দাওয়া নিয়েও অনেক কথা হয়েছিল। বলেছিল, আমাদের খাদ্যাখাদ্যে মাছ–ভাত অনিবার্য। অর্থাৎ, ঠিক বাঙালিরই মতো, তবে পরিমাণে প্রবল, বলেছিল, সকাল–দুপুর–সন্ধ্যা–রাত্রি চারবেলাই অনেক সময় আমরা মাছ খেয়ে থাকি। মাছের গড় উপভোগ প্রচুর। তাই জাপানে এত মাছের যোগান সত্ত্বেও বিপুল পরিমাণ মাছ আমাদের বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। বিশেষ করে চিংড়ি মাছ। জাপানে চিংড়ির চাহিদা সাংঘাতিক। আমি নিজে একসঙ্গে কত চিংড়ি খেতে পারি তুমি দেখলে অবাক হয়ে যাবে। তবে এ–কথা সত্যি, তোমাদের দেশের মতো আমাদের রান্নাবান্নায় অবশ্যই এত তেলমশলা থাকে না। এত ‘রিচ’ নয়।

আমি চিনাদের খাবার দাবার ভালবাসি, কিন্তু চিনাদের সঙ্গে আমাদের

অতঃপর নেতাজি, জাপান নেতাজির সংবাদ পরিক্রমা নিয়ে গোটা দেশ তোলপাড় এবং সমস্ত জাতি উদ্‌গ্রীব ও উৎকর্ণ হয়ে বসে আছে, কী হয়েছে কী জানার জন্যে। কবে, কোন্‌দিন সেখান থেকে সত্য কথাটি সাগর পেরিয়ে ভেসে আসবে। কাগজেই পড়েছি, এখনও সে দেশে নাকি এমন বহু মানুষ জীবিত, যারা নেতাজিকে শুধু দেখেনইনি, তাঁর স্মৃতি তাঁদের মনে এখনও অতি উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

সম্পূর্ণ চারিত্রিক পার্থক্য আছে। আমাদের শরীর এবং মনে শক্তি আছে প্রচুর, কিন্তু ঝাঁঝ নেই একেবারেই। আমরা আগ্রাসী নই। আমাদের দেশ একটি ছোট্ট দ্বীপরাষ্ট্র। বস্তুত, কিছুই নেই সেখানে। অত্যন্ত অনুর্বর জমি, অখনন, পাথুরে। তাও আবার ভীষণ ভূকম্প প্রবণ। প্রকৃতির বিরুদ্ধতা প্রতি পদে পদে। চারিদিকে সমুদ্র–ঝড়ঝাপটা লেগেই আছে। তার ওপর উপর্যুপুরি পরমাণু বোমার আঘাত আমরা সহ্য করেছি। পৃথিবীর আর কোনও দেশ করেছে? বলো? বলো তুমি?

আমি একথা শুনে নির্নিমেহ দৃষ্টিতে মাসাতাকার মুখের দিকে চেয়ে থাকি। কোনও কথা বলতে পারি না।

বলতে বলতে মাসাতাকাও প্রসঙ্গ বদলে ফেলে। হাসতে হাসতে বলে, আমার এই বিশাল শরীর দেখছ, আমি কিন্তু প্রতিদিন শরীরচর্চা করি। জুডো, ক্যারাটে প্র্যাকটিস করি, তাছাড়া, সাঁতার কাটি সমুদ্রে। দূর–বহুদূরে ভেসে যাই। এতে আনন্দও আছে, বিপদও আছে।

ইতিমধ্যে, এক ফাঁকে মাসাতাকা রক–মেমোরিয়াল ঘুরে আসে। তারপর একবার আমি তার হোটেলে যাই, একবার সে আমার হোটেলে আসে। একবার আমি তাকে ডাব কিনে খাওয়াই, একবার সে প্রায় ডজনখানেক কমলালেবু কিনে আমাদের পরিবারের সবার হাতে হাতে তুলে দেয়। তখন আমার পিতৃদেব আমার মায়ের মা, সবাই বেঁচে ছিলেন। তাঁরাও খুব খুশি হন এই বিদেশি বন্ধুটিকে দেখে। অচিরেই পরিবারের সবার বন্ধু হয়ে ওঠে সে।

অতঃপর আমরা কলকাতা ফিরে আসি। মাসাতাকাও ফিরে যায় তার নিজের দেশে। দেশে ফিরে গিয়েও অনেকদিন আমার সঙ্গে সে যোগাযোগ রেখেছিল। চিঠিতে লিখত সে দেশের অনেক কথা। পাঠাত বহুমূল্য সব ছবি।

তার কাছ থেকেই আমি জেনেছি, মাউন্ট ফুজির মতো চেরিফুলও জাপানের একটি বিশেষ প্রতীক। আর এই চেরিফুল যখন থরে থরে ফুটে থাকে গাছে, তখন সে দৃশ্য নয়নাভিরাম।

পরবর্তীকালে বন্ধু মাসাতাকা ছাড়াও আরও অনেক জাপানির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। সখ্যতাও হয়েছে। দিল্লিতে একবার দুটি জাপানি মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। তারা দুই বোন। তাদের ব্যবহারেও দেখেছি এক অদ্ভু.ত ভদ্রতা। দেখেছি নম্রতা, দেখেছি বিনয়। আর কথায় কথায় ভালবাসার ছোঁয়া। সব দেখেশুনে আমার যেন মনে হয়েছে, সারা এশিয়ায় তো বটেই, এমনকী গোটা পৃথিবীতে জাপানের মতো এমন প্রকৃত ভারত–বন্ধু দ্বিতীয়টি কেউ নেই। দু’দেশের সম্পর্ক চির সবুজ। কোনও দিন হারিয়ে যাওয়ার নয়।

ভারতীয় মনীষী তাই চিরদিন এই বিশেষ বন্ধুটিকে এক বিশেষ দৃষ্টিতে দেখে এসেছেন। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই যাঁর নাম করতে হয় তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, জাপানের সঙ্গে তাঁর ছিল এক আত্মিক সম্পর্ক। তাঁর অনবদ্য ভাষায় রচনা ‘জাপান যাত্রী’–আমরা সেই সম্পর্কের পরিচয় পেয়েছি। সে দেশের জীবন চর্চার নানান দিক আলোকিত ও উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে রবীন্দ্র রচনায়।

অতঃপর নেতাজি, জাপান নেতাজির সংবাদ পরিক্রমা নিয়ে গোটা দেশ তোলপাড় এবং সমস্ত জাতি উদ্‌গ্রীব ও উৎকর্ণ হয়ে বসে আছে, কী হয়েছে কী জানার জন্যে। কবে, কোন্‌দিন সেখান থেকে সত্য কথাটি সাগর পেরিয়ে ভেসে আসবে। কাগজেই পড়েছি, এখনও সে দেশে নাকি এমন বহু মানুষ জীবিত, যারা নেতাজিকে শুধু দেখেনইনি, তাঁর স্মৃতি তাঁদের মনে এখনও অতি উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সেইসব মানুষেরই ভিডিও–সাক্ষাৎকার নিতে এদেশ থেকে প্রতিনিধি পাঠানোর কথা ভাবছেন। সত্যিই একাজ হলে তা হবে অত্যন্ত সঠিক এক পদক্ষেপ।

বিপ্লবী রাসবিহারী বসু জীবনেই জড়িয়ে গিয়েছিলেন এই বন্ধু–দেশটির সঙ্গে। তিনি পরিণয়–সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন এক জাপ–কন্যার সঙ্গে।

আর স্বামীজি, তাঁর প্রথম আমেরিকা যাত্রার পথে জাপান ছুঁয়েই গিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তারপর আর যেতে পারেননি। তাঁর নাতিদীর্ঘ জীবনের একেবারে শেষলগ্নে জাপানি অনুরাগীদের নিয়ে গেলেন বোধগয়ায়। কথা ছিল তিনি তাঁদের সঙ্গেই যাবেন জাপান সফরে। কিন্তু তা আর হল না। তিনি সকলকে অকূল পাথারে ভাসিয়ে চলে গেলেন মহাসমাধিতে।

কিন্তু পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে জাপান তথা সে–দেশের মানুষের একটা হৃদ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। অগণিত জাপানবাসী শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত হয়ে বেলুড় মঠে আসছেন, দীক্ষান্তে স্বদেশে ফিরে যাচ্ছেন। জাপানে রামকৃষ্ণ মিশনের শাখাকেন্দ্র তো আছেই। এবং মঠের প্রায় সমস্ত বিশিষ্ট সন্ন্যাসীরা জাপান গিয়েছেন বা যাচ্ছেন।

তবে বোধগয়ায় গেলে জাপানের সব থেকে বড় প্রতিনিধিত্ব চোখে পড়ে। আমি বেশ কিছু বছর আগে যেখানে গিয়ে কয়েকদিন ছিলাম। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দেশগুলির মধ্যে অবিসংবাদী নেতা জাপানই। এই নেতৃত্ব তো এমনি এমনি মেলেনি। মিলেছে অনেক ত্যাগ এবং সেবা কাজের মধ্যে দিয়ে। আসলে জাপানের যে বিপুল ধন আছে, জাপান তাকে সদর্থে ব্যয় করতে কখনও কুণ্ঠিত হয় না। অর্থাৎ, জাপানের ধন ফালতু খাতে ব্যবহারের ধন নয়। যেখানে সত্যিই দেওয়া প্রয়োজন, সেখানে দু হাত ভরে ফেলে দেয় তারা। এই হল তাদের নীতি ও আদর্শ। বুদ্ধগয়ায় তারা ঠিক তাই করেছে। শুধু বুদ্ধ গয়া কেন, সর্বত্র। ভারতের প্রায় প্রতিটি বৌদ্ধ তীর্থ তাদের এই একই ভূমিকা আমরা দেখতে পাই। আন্তরিক আত্মনিবেদন। অতি শান্তভাবে প্রায় নিঃশব্দে। ঠিক শিশিরপাতের মতো।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বকালের প্রায় শুরুতেই এমন একটি দেশে অন্তত বন্ধুত্ব করতেও যদি গিয়ে থাকেন, দেশবাসীর পক্ষ থেকে তাঁকে সাধুবাদ জানাই। তিনি নিশ্চিত ভুল পথে যাননি। কূটনৈতিক সফরে একজন রাষ্ট্রপ্রধানের নানান উদ্দেশ্য তো থাকেই, তবু বন্ধুত্ব দিয়েই তার সূচনা হলে ক্ষতি কী? আবার বলছি, সারা বিশ্বে জাপানের মতো বন্ধু কোথায় পাবে ভারত?

রুশ–মার্কিন বিভেদ ফের মাথাচাড়া দিচ্ছে কংগ্রেসে

চিদম্বরম–ভাসানদের মুখে বিদ্রোহের সুর

পার্থসারথি গুহ

সন্দেহের দাবানলটা ছড়াচ্ছিল অনেক দিন আগে থেকেই। সুসময় ছিল বলে দ্বন্দ্ব বিশেষ প্রকাশ পায়নি। কিন্তু ক্ষমতার বাইরে যাওয়ার পর কলহের কটু গন্ধ এখন ভালো মতো গ্রাস করেছে কংগ্রেস দলকে। জাতীয় কংগ্রেসের ভরাডুবি নৌকার সওয়ারি হতে অনেকেই অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন। দক্ষিণ ভারত থেকে গান্ধি–নেহেরু পরিবারের মৌরসিপাট্টার বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম আওয়াজ উঠেছে। ঢাক–ঢোল পিটিয়ে যার উদ্বোধন করেছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা তামিলনাড়ু কংগ্রেসের প্রবাদপ্রতীম পুরুষ প্রয়াত মুপানারের সুযোগ্য পুত্র তথা দেশের প্রাক্তন জাহাজমন্ত্রী ভাসান সাহেব। মোদি হাওয়ায় কংগ্রেসে যখন আক্ষরিক অর্থেই বিসর্জনের বাজনা বাজছে তখন ভাসানের বিদায় তা আরও ত্বরান্বিত করে তুলেছে। অন্তত দেশের প্রাজ্ঞ রাজনৈতিক মহল সেটাই মনে করছে। ইতিমধ্যে ভাসান দলের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে নতুন করে পিতার তৈরি দল তামিলা মানিলা কংগ্রেসের পুনরুজ্জীবনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। দেশের রাজনীতিতে প্রথম টিএমসি (তামিল মানিলা কংগ্রেস) দলের উত্থানও কিন্তু গান্ধি–নেহেরু পরিবারের বিরোধিতার আবহে গড়ে উঠেছিল। যাতে সামিল হয়েছিলেন মণিশঙ্কর আইয়ারের মতো গান্ধি পরিবারের একান্ত বিশ্বাসভাজনরাও। পরে অবশ্য এই মণিশঙ্কর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত টিএমসি বা তৃণমূল কংগ্রেসেও যোগদান করেন । অর্থাৎ মণিশঙ্কর নিজের রাজনৈতিক কেরিয়ারে দু’দুটি টিএমসি’র সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েছিল। খুঁজলে দেখা যাবে এও হয়তো এক রেকর্ড। যাক সেই প্রসঙ্গ আসলে অবশ্য এই লেখা শেষ করা যাবে না। চলে যেতে হবে অন্য এক অধ্যায়। এটা ঠিক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের টিএমসি বা তৃণমূল মূলস্রোতের বাইরে গিয়েও দলীয় সুপ্রিমোর একক ক্যারিশ্মার জেরে রাজ্যে ক্ষমতাসীন হয়েছে। যা সম্ভব হয়নি দেশের বর্তমান রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের পক্ষেও। আনন্দমোহন বিশ্বাসকে সঙ্গে নিয়ে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সমাজবাদী কংগ্রেস রাজ্য রাজনীতিতে বিন্দুমাত্র দাগ কাটতে পারেনি। পরে রাজীব গান্ধির সঙ্গে মতান্তরের অবসান ঘটে প্রণববাবুর এবং তিনি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হন কংগ্রেস দলে। যা এখন অতীত ইতিহাস। প্রণববাবুর মতো খারাপ না হলেও তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে একেবারেই হালে পানি পায়নি মুপানারের টিএমসি বা তামিল মানিলা কংগ্রেস। মনে রাখতে হবে এই দল গঠনের সময় দেশের রাজনীতিতে এতটা খারাপ জায়গায় যায়নি কংগ্রেস। তাই পি চিদম্বরমের মতো নেতাও কমগ্রেস বিরোধী এই দলে সামিল হয়েও পরে মূলস্রোতে ফিরে আসেন। বহুদিন পর সেই পালানিয়প্পন চিদম্বরমের গলাতেও শোনা যাচ্ছে অন্য সুর। যাতে পুরোপুরি ধ্বনিত হচ্ছে গান্ধি নেহেরু পরিবারের বশীকরণ থেকে বেরিয়ে আসার সুর। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দেশের প্রাক্তন এই অর্থমন্ত্রী যখন অন্য সুরে কথা বলা শুরু করেছেন তখন কংগ্রেস তার সবথেকে খারাপ অবস্থানে পৌঁছে গিয়েছে। অন্তত দেশের শেষ লোকসভা ভোটের প্রেক্ষাপটে এই কথা অবশ্যই বলা যায়। এমনকি পরের উপনির্বাচন এবং সম্প্রতি শেষ হওয়া মহারাষ্ট্র এবং হরিয়ানার বিধানসভা ভোটেও কংগ্রেসের চূড়ান্ত খারাপ দশা হয়েছে। দলের অভ্যন্তরে একরকম আওয়াজ উঠে গিয়েছে রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে। যদিও দলের কোনও শীর্ষ নেতা সেভাবে এখনও এ নিয়ে মুখ খোলেননি। আকারে ইঙ্গিতে এবং হাবেভাবে সেটা বোঝাচ্ছেন তারা।দলের সাধারণ কর্মীরা প্রকাশ্যে বলছেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধিকে নেতৃত্বের প্রধান মুখ করে তোলার কথা। তবে প্রিয়াঙ্কার স্বামী রবার্ট ওয়াধেরার বিরুদ্ধে যেভাবে একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে তাতে প্রিয়াঙ্কাকে কংগ্রেস নেতারা কতটা মেনে নেবেন সেটাও লাখ টাকার প্রশ্ন। চিদম্বরমের সাম্প্রতিক কিছু কথাবার্তা গান্ধি–নেহেরু পরিবারের বিরুদ্ধেই ধোঁয়া ওঠাচ্ছে। এখন দেখে নেওয়া যাক চিদম্বরম ঠিক কি বলেছেন। তিনি বলেছেন, সোনিয়া গান্ধিকে তিনি নেত্রী মানেন। এর মধ্যে যেটা অনুচ্চারিত তা হল রাহুল গান্ধির নেতৃত্ব নিয়ে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। মুখে না বললেও প্রচ্ছন্নভাবে এই সারবত্তাই প্রকাশ পাচ্ছে। আসলে ইউপিএ’র শাসনকালের দীর্ঘ দশ বছরে কংগ্রেসের মধ্যে আড়াআড়িভাবে কাজ করত দুটি লবি। যা বিভাজিত হয়েছিল মতাদর্শের ভিত্তিতেই। গান্ধি–নেহেরু পরিবারের প্রতিনিধি হিসেবে সোচ্চার থাকতেন তৎকালীন অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়। যার আর্থিক নীতিতে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা ছিল স্পষ্ট। অন্যদিকে যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়া এবং আরও এক পাঞ্জাব তনয় প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ছিলেন পুরোপুরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা প্রভাবিত। উল্লেখ্য এ দেশে আর্থিক সংস্কার তথা বিশ্বায়নের বিজ পোঁতার অন্যতম প্রধান কান্ডারী ছিলেন এই মনমোহন। সেসময় প্রণব মুখোপাধ্যায়ও মরক্কো উড়ে গিয়েছিলেন জেনারেল এগ্রিমেন্ট অফ ট্যারিফ অ্যান্ড ট্রেড বা গ্যাট চুক্তির মাধ্যমে খোলা হাওয়ায় গা ভাসাতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রণববাবু ফের তাঁর রুশ রক্ষণশীলতার ছকেই প্রত্যাবর্তন করেন। এ নিয়ে মনমোহন–মন্টেক জুটির সঙ্গে ব্যাপক দ্বিমত ছিল ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রপতির। পরে পি চিদম্বরম দেশের অর্থমন্ত্রকের দায়িত্ব নেওয়ার পর মনমোহন–মন্টেকের সঙ্গে এক ত্রিভূজ গড়ে উঠেছিল। বলাবাহুল্য এদের টিকিটা বাঁধা ছিল মার্কিন মুলুকে। মনে রাখা দরকার চিদম্বরম অর্থমন্ত্রকের দায়িত্ব নেওয়ার পর খুলে আম সংস্কার নীতি গ্রহণ করেন। যাকে স্বাগত জানান দেশের আর্থিক মাপকাঠির ইনডেক্স শেয়ার বাজারও। কিন্তু দেশবাসীর সমস্যা এবং নির্বাচনের ধুঁয়ো তুলে তাঁর হাত পা বেধে দেন সোনিয়া গান্ধিরা। সেইজন্যই এতদিন পরে চিদম্বরমের মুখে শোনা যাচ্ছে মোদির প্রশংসা। তিনি নরেন্দ্র মোদি সরকারের সংস্কার নীতির প্রতি নিজের পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। এটাও আক্ষেপ করেছেন যে, তাদের ইউপিএ যদি এরকম নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পেত তবে তাদের পক্ষেও এইরূপ আর্থিক সংস্কার করা সম্ভব হত। যদিও চিদম্বরম কিন্তু বিলক্ষণ জানেন গান্ধি পরিবারের সমাজতান্ত্রিক সাবেক রুশ মডেল পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা পেলেও তাঁকে কাজ করতে দিত না। যে সুযোগ পুরোপুরি পাচ্ছেন এখনকার অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। জনশ্রুতি আছে ভারতের লোকসভা নির্বাচনের আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চেয়েছিল বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশে যেন তাদের সমর্থক লোকজন ক্ষমতায় আসে। এই ব্লু প্রিন্টে আমেরিকার প্রিয় পাত্র ছিল পালানিয়প্পন চিদম্বরম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নাকি চেয়েছিল সমাজতান্ত্রিক রাহুল গান্ধি বা সোনিয়া গান্ধির পরিবর্তে চিদম্বরমকে প্রধানমন্ত্রী প্রজেক্ট করুক কংগ্রেস। যা সেসময় মেনে নেয়নি কংগ্রেস দলের রুশ মতাবলম্বীরা। এখন তাই দলের চরম খারাপ সময়ে কোণঠাসা সমাজতন্ত্রী লবিকে পিছনের বেঞ্চে ঠেলে দিয়ে সামনে উঠে আসতে চাইছে চিদম্বরমদের মার্কিনি গোষ্ঠী। এই প্রসঙ্গে এও মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন পি চিদম্বরম তাঁর টাটকা একটি মন্তব্যে এও বলেছেন যে গান্ধি–নেহেরু পরিবারের বাইরের কেউ আগামী দিনে কংগ্রেসের সর্বোচ্চ পদে আসীন হতে পারেন। যাকে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আগাম ইশারা। যা আগামী দিনে গান্ধি–নেহেরু পরিবারের এই নেতৃত্বকে প্রবল আগ্নেয়গিরির সামনে ঠেলে দিতে পারে। আর ফুটন্ত লাভা হিসেবেই হয়তো আত্মপ্রকাশ ঘটছে রণংদেহী চিদম্বরম বা ভাসানদের।

কৃষকদরদী পরিষেবা

কুনাল মালিক, আলিপুর : কৃষি প্রধান দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কৃষকদের আর্থ সামাজিক পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি দফতর নতুন এক প্রকল্প প্রনয়ণ করতে চলেছে। প্রকল্পের নাম কৃষি পরিষেবা কেন্দ্র। জেলার কৃষি দফতরের ডেপুটি ডিরেক্টার আশিস লাহিড়ী জানালেন, এই প্রকল্পে কোনো ব্যক্তি, এনজিও, সেল্ফ হেল্ফ গ্রুপ, ফার্মা ক্লাব ন্যূনতম ১০ লক্ষ টাকা থেকে কোনো মূল্যের প্রকল্প করতে পারে ঋণ পাবার জন্য। ব্যাঙ্কের অনুমোদন পেলে জেলা কৃষি দফতর ঋণ চূড়ান্ত করবে। ব্যক্তি বা সংস্থার ব্যাঙ্কে প্রকল্পের ২০ শতাংশ টাকা থাকতে হবে। ৪০ শতাংশ ভর্তুকি পাওয়া যাবে। সর্বোচ্চ সাবসিডি পাওয়া যাবে ২৪ লক্ষ টাকা। ঐ প্রকল্পের মধ্যে ট্রাকটর, রোটাডেটর, জিরো টিলেজ সিড ড্রিল, প্যাডি হারভেস্টর, প্যাডি ট্রান্স প্ল্যানটর সহ নানা কৃষি সরঞ্জাম কেনা যাবে। যেগুলি নিজেদের কৃষিকাজ কিংবা অন্যের কৃষিকাজে ভাড়া দেওয়া যাবে।

এই প্রকল্পে দঃ ২৪ পরগনা জেলার জন্য এই আর্থিক বছরে ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি দফতর ও স্টেট লেভেল ব্যাঙ্কারস কমিটির সঙ্গে চূড়ান্ত আলোচনার পর প্রকল্পটিকে রাজ্য সরকারের ক্যাবিনেটে অনুমোদনও হয়ে গেছে। দঃ ২৪ পরগনা জেলায় এই মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে এই প্রকল্পটি শুরু হবে। প্রতিটি ব্লকের সংশ্লিষ্ট কৃষি দফতর, মহকুমা ও জেলা স্তরেও এই বিষয়ে বিস্তারিত জানা যাবে।

গম আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাসন্তী ব্লকের রামচন্দ্রখালি পঞ্চায়েতের জি আর প্রকল্পের গম নিয়ে দুর্নীতি হচ্ছে বলে অভিযোগ করে স্থানীয় মানুষজন। বিডিও অভিযোগ পেয়ে নিজে তদন্তে নেমে গত বৃহস্পতিবার সোনাখালি বাজার থেকে ২৮ বস্তা গম আটক করেন। বিডিও কওসর আলি শেখ জানান গম রামচন্দ্রখালি পঞ্চায়েতের গম। বিষয়টির পূর্ণ তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিকে গমের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্য নিয়ে এই ধরনের দুর্নীতি রোধে সাধারণ মানুষ সোচ্চার হয়ে উঠেছেন।

কোথায় কি?

শিশু ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও উৎসব – ২০১৪

পরিচালনায় : বিদ্যুৎ সংঘ

স্থান : মধ্যরায়পুর (খেলার মাঠ) , দক্ষিণ রায়পুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

তারিখ : ২৯ ও ৩০শে নভেম্বর ২০১৪

বসে আঁকো * যেমন খুশি সাজো * অ্যাথেলেটিক * ক্যুইজ

যোগাযোগ – ৯০৫১১৩৩৪১৩

মিডিয়া পার্টনার

আলিপুর বার্তা

বিশ্বের বিস্ময়, সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ দর্শন করুন। ৫ থেকে ৫০ জন পর্যন্ত গ্রুপ ট্যুরের সুব্যবস্থা আছে।

পৃথা ট্যুর এন্ড ট্রাভেলস

ক্যানিং রেলওয়ে নিউ মার্কেট, ... পরগনা।

যোগাযোগ

৯২৩২১১২৬২৯/ ৯৮৩৬৬৩...

ই–মেল: prithatrav...

আদিবাসী বধূকে গণধর্ষণের চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : আবার পুলিশের বিরুদ্ধে এক আদিবাসী বধূকে গণধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ না নেওয়ার অভিযোগ উঠল। এমনকি অভিযোগ না নিয়ে সালিশি সভা করে মিটমাট করে নেওয়া ও নির্যাতিতাকে ফোনে হুমকি দেওয়ারও অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে। ঘটনার প্রায় সপ্তাহখানেকের মাথায় মঙ্গলবার সন্ধেয় ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ নেয় পুলিশ। অভিযুক্ত তিন জনের মধ্যে অন্যতম এক সিভিক ভলেন্টিয়ার। অভিযুক্তরা ধরা পড়েনি। ঘটনাটি ঢোলা থানার রামগোপালপুরের কাশীয়াবাদের। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, গত বুধবার কাশীয়াবাদ গ্রামে মনসাপুজো হয়। পুজো উপলক্ষ্যে রাতে গ্রামে বসেছিল বাউলগানের আসর। বছর বত্রিশের ওই বধূ বছর তিনেকের পুত্রসন্তানকে নিয়ে বাউলগান শুনতে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে প্রতিবেশি যুবক সিভিক ভলেন্টিয়ার সুব্রত খেয়ারি, কালীপদ খেয়ারি ও তপন মণ্ডল রাস্তা আটকে দাঁড়ায়। অভিযোগ, এরপর বধূর মুখ চেপে ধরে পাশের ধানমাঠে টেনে নিয়ে যায়। বধূর সন্তানকে কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পাশে ছুড়ে ফেলে দেয় দিন যুবক। এরপর বধূকে বিবস্ত্র করে ধর্ষণ করার চেষ্টা করে তিনজন। শিশুটি ভয়ে চিৎকার করে কান্না জুড়ে দেয়। সেইসময় বাউলগান শুনে গ্রামের কয়েকজন যুবক বাড়ি ফিরছিলেন। শিশুরা কান্নার আওয়াজ শুনে এগিয়ে গিয়ে দেখেন এক বধূকে বিবস্ত্র করে ধর্ষণের চেষ্টা করছে তিন যুবক। বধূকে উদ্ধার করতে গেলে দুপক্ষের মধ্যে মারপিট শুরু হয়ে যায়। উদ্ধারকারী যুবকেরা আক্রান্ত হওয়ার পর চেঁচামেচি শুরু করেন। এরপর বধূকে ছেড়ে পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা। নির্যাতিতা ও শিশুকে উদ্ধার করে বাড়ি নিয়ে যান যুবকেরা। ঘটনা জানাজানি হতে এলাকার যুবকদের হুমকি দিতে থাকে সিভিক ভলেন্টিয়ার ও তার সঙ্গীরা। বধূকে লাগাতার হুমকি দিতে থাকে অভিযুক্তরা। শিশুকে প্রাণে মারা ও বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার হুমকি দেয় অভিযুক্তরা। উল্টে পুলিশ সালিশি সভা করে বিষয়টি মিটমাট করে নিতে বলে। কাকদ্বীপের এসডিপিও পারিজাত বিশ্বাস বলেন, অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু হয়েছে।

NOTICE INVITING TENDER

1. Sealed quotation is hereby invited from bonafide photographers to quote the rate of photography per 6”×4” Coloured & Video photography photo for ensuing Ganga Sagar Mela, 2015 to be held at Sagar Island for the period from *10-1-2015 to 16-1-2015*. The offer shall be accompanied with credential certificates. The offer of rate and other related papers may be submitted to the Nezarath Deputy Collector, South 24 Parganas Collectorate, New Administrative Building (1st floor), Alipore between 11:00 Noon to 3:00 PM on working days in a tender box kept at the office chamber of Nezarath Deputy Collector, South 24 Parganas.

2. The last date and time of submission of the quotation 21.11.2014 up to 3:00 PM.

3. The date of opening of quotation is 21.11.2014 at 3:30 PM, at the chamber of Nezarath Deputy Collector, South 24 Parganas & Liaison Officer, Ganga Sagar, New Administrative Building 1st floor, Alipore. The intending quotationers or their authorized representatives may remain present at the time of opening of the quotation.

4. The undersigned reserves the right to accept or reject any quotation without assigning any reason, whatsoever.

Additional District Magistrate (G)
South 24 Parganas
&
Mela Officer, Ganga Sagar

১২৯৭(২)/জেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা/১২.১১.১৪

ঠাকুরনগরে কৃষি বাণিজ্য মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঠাকুরনগর : ঠাকুরনগর আজও ফুলবাজারের জন্য প্রসিদ্ধ। এখানকার অধিকাংশ মানুষ পেশায় কৃষক, অধিকাংশ মানুষ পেশায় কৃষক। এখানকার উৎপাদিত ফুলই রাজ্যের বিভিন্ন পুজো, অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়। ঠাকুরনগরের ফুলবাজারকে কেন্দ্র করে আজও বহু মানুষের জীবন জীবিকা নির্বাহ হয়। এই ফুল চাষিরা শিক্ষার অভাবে নানারকম সমস্যায় পড়ে গিয়েছিল। তাদের সমস্যার সমাধানে ঠাকুরনগরে শুরু কৃষি মেলা। এবছর কৃষি দপ্তর ও বনগাঁ মহকুমা ও হস্তশিল্প দপ্তরের উদ্যোগে ২ নভেম্বর ক্ষুদ্র ঠাকুরনগর স্টেশন সংলগ্ন ময়দানে শুরু হয় ক্ষুদ্র ও হস্ত শিল্প বাণিজ্য মেলা এবং বাগ–বাগিচা প্রদর্শনী। এই প্রদর্শনীতে আশেপাশের কৃষকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। কৃষকরা তাদের সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে ও হাজির হচ্ছে কৃষি দপ্তরের স্টলে। সাধারণ মানুষের ভিড়ও চোখে পড়ার মত। মেলা প্রাঙ্গন সেজে উঠেছে গোলাপ রজনীগন্ধা টগর ফুলগাছের সমারোহে এচাড়াও ম্যারাথন দৌড়, ক্যুইজ, ঠাকুরনগর সেরা বৌঠান প্রতিযোগিতা ও নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে মেলা কমিটি। গাইঘাটা ব্লকের কৃষি আধিকারিক বিধানচন্দ্র রায় বলেন, ‘‘চাষিরা তাদের সমস্যা নিয়ে এখানে হাজির হচ্ছেন। আমরা তার সমাধান করছি।’’ মেলা চলবে নভেম্বর পর্যন্ত।

অ্যাপ্রোপ্রিয়েট্ অ্যাকাডেমি ও

YOUTH TRAINING CENTRE Under NEST & NCVT (Govt. Of INDIA)

রায়নগর রেলগেট, ডায়মন্ড হারবার

(স্টেশানের পূর্ব দিকে লেবেল-ক্রশিং গেটের কাছে, হামিদ বাবুর বাড়িতে)

হেল্পলাইন ঃ ৭৬৭৯১৭৯৬৫৯ / ৯০৪৬৯৬১১৫৪ / ৯৭৩৫৫৫৫৫০৩

ব্রাঞ্চ ঃ সরাচি স্কুল মোড়, দেউলা, হেল্পলাইন ঃ ৮৫১৫৮৮৭১৩৫ / ৮০০১৯৭২৯৩১

পঞ্চম শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সকল বিষয়, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর কলা বিভাগের (আর্টস) সকল বিষয় এবং বি.এ. পাশ ও অনার্স-এর বিষয় পৃথক পৃথক শিক্ষক শিক্ষিকা দ্বারা পড়ানো হয়।

বেসিক ও ডিপ্লমা সহ IT, DTP, FA, Multimedia, Hardware Networking মোবাইল রিপেয়ারিং, স্পোকেন ইংলিশ ও হিন্দি শেখানো হয়।

কাকদ্বীপ ছাড়িয়ে ডানা মেলছে নালন্দা শিক্ষা সংসদ

অধুনা বিহারের নালন্দায় সারা পৃথিবীর ছাত্র–ছাত্রীরা আসত পঠন–পাঠন করতে। একইভাবে বাংলার শিক্ষাকে একসূত্রে বাঁধতে চাইছে কাকদ্বীপ নালন্দা শিক্ষা সংসদ।

ছোট ছোট পা ফেলতে ফেলতে ১৫ বছরে পা রাখল নালন্দা শিক্ষা সংসদ। এই দীর্ঘ সময় সূচিতে ৬ হাজারেরও বেশি ছাত্র–ছাত্রী শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে, আজ তাঁরা সমাজে প্রতিষ্ঠিত। কেউ সরকারি, কেউ বা বেসরকারি সংস্থায় চাকরিরত। বর্তমানে প্রতি বছরই প্রায় ৩০০ জন ছাত্র–ছাত্রী উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নিজেদের নানানভাবে প্রতিষ্ঠিত করছেন। মাধ্যমিক থেকে এম ফিল শিক্ষার জগতে এই মুহূর্তে আলোড়ন তুলেছে নালন্দা শিক্ষা সংসদ। কাকদ্বীপের আঙ্গিনায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে, রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় নিজেকে মেলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। এই সংস্থা ছাত্র ছাত্রীদের কাছে বিশ্বাস অর্জন করে তাঁদের আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছেন সংস্থার কর্ণধার রামকৃষ্ণ পড়ুয়া। রামকৃষ্ণবাবুর লক্ষ্য ১ লক্ষেরও বেশি ছাত্র ছাত্রীকে ডিস্ট্যান্স এডুকেশন এর মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করা। তাঁর মতে, কাকদ্বীপের আঙ্গিনায় বহু মেধাবী ছাত্র–ছাত্রী নানান কারণে নিজেদের হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁদের একত্রিত করে শিক্ষার আলোয় এনে, উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্যই তাঁর এই সংস্থা। তাঁর ভাবনার জগতে রয়েছে মহিরূহ গাছের নীবিড় মূল। তার বীজ স্বরূপ কয়েকজন ছাত্র–ছাত্রী আজ সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নানান সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় চাকুরিরত। শিক্ষার এই অঙ্কুরোদগমে প্লাবিত হবে বাংলার শিক্ষা।

নালন্দা রত্ন

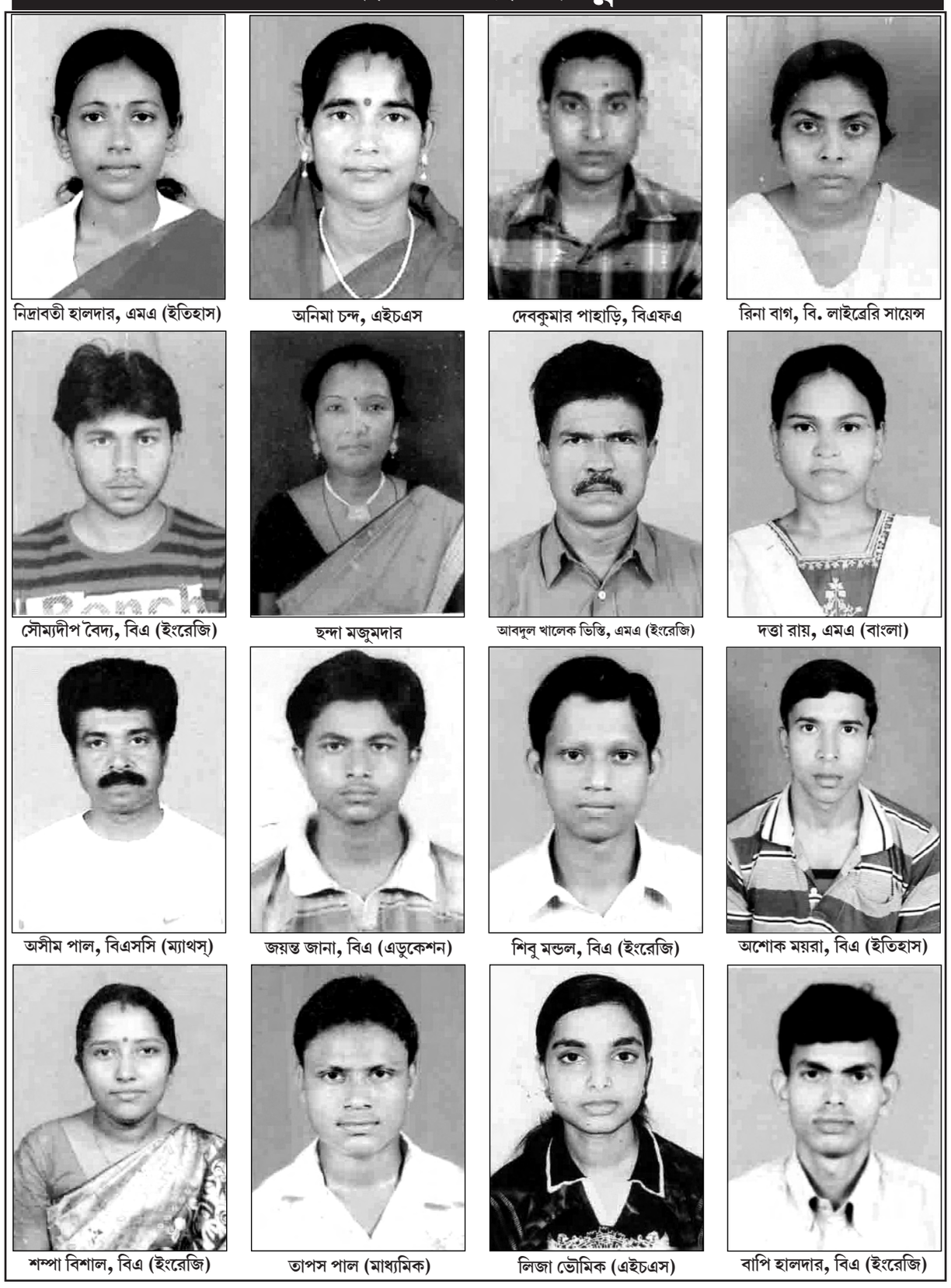

নিদ্রাবতী হালদার, এমএ (ইতিহাস)

অনিমা চন্দ, এইচএস

দেবকুমার পাহাড়ি, বিএফএ

রিনা বাগ, বি. লাইব্রেরি সায়েন্স

সৌম্যদীপ বৈদ্য, বিএ (ইংরেজি)

ছন্দা মজুমদার

আবদুল খালেক ভিস্তি, এমএ (ইংরেজি)

দত্তা রায়, এমএ (বাংলা)

অসীম পাল, বিএসসি (ম্যাথস্)

জয়ন্ত জানা, বিএ (এডুকেশন)

শিবু মন্ডল, বিএ (ইংরেজি)

অশোক ময়রা, বিএ (ইতিহাস)

শম্পা বিশাল, বিএ (ইংরেজি)

তাপস পাল (মাধ্যমিক)

লিজা ভৌমিক (এইচএস)

বাপি হালদার, বিএ (ইংরেজি)

Advt.

অনাঘ্রাত ভূটান

জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়

আইডেনটিটি ক্রাসসিস

'না না মশাই ওখানে আপনার যাওয়া হবে না'–'আপনার ভোটার আই কার্ড হারিয়ে গেছে–কোনও মতে কোনও সম্ভাবনাই নেই'।

–'কেন আমার প্যানকার্ড, আধার কার্ড তো আছে'।

'আরে নেপাল হলে একটা কথা ছিল; ভুটানে মশাই কোনও চান্স নেই, ভুটানে যাওয়ার আগে এই সমস্ত কথা আমাকে শুনতে হয়েছিল। ভুটানের অভিভাষণ দফতর থেকেও ব্যাপারটা জানিয়ে দিয়েছিল– তাহলে উপায়? উপায় একটা বার করতে হবে। 'জয়গাঁও' তে গিয়ে Risk Benefit Ratio তে যদি কিছু হয়।

বন্ধুরা বলালো–'কুছ পরোয়া নেই' একটা না একটা ব্যবস্থা হয়েই যাবে। অগত্যা আশায় বুক বেধে রইলাম। দেখতে দেখতে বেরোবার দিনটা এসে গেলো।

যাত্রা

'মঙ্গলের ঊষা বুধে পা, যথা ইচ্ছা তথা যা' না শনিবারের শেষে রোববার ছুঁইছুঁই ঘড়িতে প্রায় বারোটা–কাঞ্চনকন্যা চেপে রওনা দিলাম–ভুটানের উদ্দেশ্যে তার আগে যাব ডুয়ার্স। ও বলতেই ভুলে গেছি সঙ্গে পাঁচ পাঁচ খানা পরিবার আমাদের ওই 'ফ্যানটাসটিক ঠেকে'–র সব বন্ধুর দল, মায় কাচ্চাবাচ্চা, রান্নার ঠাকুর, যোগানদার কত লটবহর।

একেক পরিবার একেক কামরায় পরেছি। পুজোর দু'মাস আগে টিকিট কাটা। 'আমি মধ্যিখানে রই কিছু দিয়া কিছু নিয়া রে...' ট্রেনে যাওয়া এখনকার দিনে রীতিমতো ভাবলে গায়ে জ্বর চলে আসে। ইন্ডিয়ান রেলওয়ের এক সুবিশাল নেটওয়ার্ক। যা দিনকাল পরেছে কিচ্ছু বিশ্বাস নেই 'কুছ ভি হো সাকতা হ্যায়' নিচ থেকে কে যেন বললে কথাটা। আমি আপার বাঙ্কে গুটিশুটি মেরে শুয়ে পড়েছি। আমার কো প্যাসেঞ্জাররা মধ্যে চার পাঁচ জন হবু ডাক্তার। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে পড়ছে। পুজোয় বাড়ি চললো। ওর মধ্যেই মেধাবী একজন অ্যানাটমির বই ঘেটে চলেছে। আর আমরা চলেছি সামনে, ঘুমটা কিছুতেই আসছে না। আসতে আস্তে লাইটগুলোও নিভিয়ে দেওয়া হল। একটা মায়াবী আলো যেন কোথা থেকে এসে পড়ছে। নিস্তব্ধতা ভেদ ট্রেনের আর্তচিৎকার। হঠাৎ করে একটা দূরপাল্লার ট্রেন হুশ করে চলে গেল–ট্রেনটা যেন বলছে নরক থেকে নরকে... নরক থেকে নরকে... কত কথা মনে পড়ে যায়। 'জয়ন্ত চাটুজ্জ্যে তুমি কোথায় চলেছ?' ঘুম আসছে না। কথার পাহাড় জমে আছে বুকে। নিজেকে একলা তো পাওয়া যায় না খুব একটা।

অশীতিপর বৃদ্ধা মা আর আমার সাধের গড়িয়া পড়ে রইল পিছনে। এগিয়ে চলেছি ডুয়ার্সের দিকে। অনেক টুকরো টুকরো কথা মনে পড়ে যায়। আমি ভেবে দেখেছি ট্রেন যাত্রার এই মধ্যিখানটা একটা Tranjition period থামার কোনও জায়গা নেই। শুধু এগিয়ে চলা।

'চায়ে গরম–গরম চ্যায়' দু একবার শোনাতে চোখের পাতা খুললাম। কখন বুজে গিয়েছিল টেরটি পাইনি–ঘুম ভেঙে গিয়েছে। হাতড়ে খুঁজি আমার চশমা, মানিব্যাগ আর মোবাইল। এসে গিয়েছে–ম্যাল জংশন – লাঠাগুড়ির দিকে রওনা দিলাম–শরতের রোদ্দুর উঁকিঝুকি মারছে, গাছগাছড়া ঘেরা সুন্দর জায়গা। আমাদের ঠাঁই হলো 'পঞ্চক' বলে বন বাংলো–ভারি সুন্দর। কলকাতার সেই ধুলোবালি মাখা বিষবাষ্প তো নেই!

টঙ্গের ঘরে আবার পরিবারের ঠাঁই হলো। আমি শম্পা ও ছেলে আকাশ। এর মধ্যে হিংশুটি মুখার্জ্জী চলে এসেছে আমার গা ঘেষে।

বৃদ্ধা মা আর আমার সাধের গড়িয়া পড়ে রইল পিছনে। এগিয়ে চলেছি ডুয়ার্সের দিকে। অনেক টুকরো টুকরো কথা মনে পড়ে যায়। আমি ভেবে দেখেছি ট্রেন যাত্রার এই মধ্যিখানটা একটা Tranjition period থামার কোনও জায়গা নেই। শুধু এগিয়ে চলা।

'চায়ে গরম–গরম চ্যায়' দু একবার শোনাতে চোখের পাতা খুললাম। কখন বুজে গিয়েছিল টেরটি পাইনি–ঘুম ভেঙে গিয়েছে। হাতড়ে খুঁজি আমার চশমা, মানিব্যাগ আর মোবাইল। এসে গিয়েছে–ম্যাল জংশন – লাঠাগুড়ির দিকে রওনা দিলাম–শরতের রোদ্দুর উঁকিঝুকি মারছে, গাছগাছড়া ঘেরা সুন্দর জায়গা। আমাদের ঠাঁই হলো 'পঞ্চক' বলে বন বাংলো–ভারি সুন্দর। কলকাতার সেই ধুলোবালি মাখা বিষবাষ্প তো নেই!

টঙ্গের ঘরে আবার পরিবারের ঠাঁই হলো। আমি শম্পা ও ছেলে আকাশ। এর মধ্যে হিংশুটি মুখার্জ্জী চলে এসেছে আমার গা ঘেষে।

তো বলা হয়নি–আমার চার বছরের গার্লফ্রেন্ড! আমার বন্ধু আবীর মুখার্জীর আধখানা হৃদয়। ওর ভালো নাম 'শ্রুতি'। অস্ফুট স্বরে বলে 'শুটি'। শুটিকে নিয়ে গুটিশুটি বসে আছি। আমার বন্ধুরা– পিন্টু, ধীমান, নারায়ণ আর আশিস এবং তাদের স্ত্রীরা এরা সব করিৎকর্মা আর আমি জাত আলসে।'

ঠিক হলো ব্রেকফাস্ট করে–গরুমারা রিজার্ভ ফরেস্টে যাওয়া হবে। প্রধান আকর্ষণ সন্ধে নাগাদ আদিবাসী নৃত্য আর কতক পথ গরুর গাড়ি করে যাওয়া। ফিরে এসে বন ফায়ার–মুরগীর রোস্ট আমার মন তো হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করে 'যেথা গজারু গড়ের শঙ্কাটা বুড়ি শত শঙ্কার জাল বোনে দূর শাল বনে, ওই শালবনে'।

সূর্য কখন ঢলে পড়েছে। বনের মধ্যে ঢুকছি, চারদিকে চাপ চাপ অন্ধকার, গাছদের জটলা! আর নিস্তব্ধতা খান খান করে আমাদের জিপ এগিয়ে চলেছে সার বেধে। আর প্রতিক্ষা যদি কিছু চোখে পড়ে। কিন্তু চঞ্চল হরিণের নড়াচড়া, বুনো শুয়োরের পায়ের ছাপ আর দূর থেকে বাইসন দেখেই দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে হলো। একটা জায়গায় বেশ কটা হাতি বাধা আছে।

আমাদের এক বন্ধু সমীরণের বিচিত্র অভিজ্ঞতা এখানে একটু বলি। হাতির পিঠে চেপে রাত দুটো নাগাদ জীবজন্তু দেখার জন্য সে রওনা দিয়েছিল। কিন্তু হায় কোথায় কি! নিঃছিদ্র মিশমিশে অন্ধকারে কোথাও পাখিদের ডানা ঝাপটানোর শব্দ আর দূর থেকে কোনও বুনো জন্তুর আর্তচিৎকার এই শুনেছিল। মাঝে মাঝে মাহুতের ফিসফিস স্বর সার সার বাইসন–সারা রাত মশার কামড়ই সার। আশায় এক বালতি জল ঢেলে দিয়েছিল। জীব জন্তু দেখার ব্যাপারে। আর বর্ণনা দীর্ঘায়িত করবো না। বলতে বলতে জয়গাও হাজির ভুটান বর্ডার। অন্যরা ভুটান ঢুকে পড়লো ওদের ভূটান অ্যামব্যাসি থেকে পারমিশান আগেই নেওয়া হয়ে গিয়েছে।

আমাদের ড্রাইভার আমার স্ত্রী আর ম্যানেজারবাবু পড়ে আছে আমাদের জীপে।

আর আমি মিস্টার নো হোয়ার। বেড়ালের ভাগ্যে যে মাঝে মাঝে শিকে ছেড়ে তার প্রমাণ পেলাম। প্রায় দুঘন্টা দড়ি টানাটানির পর ভুটানে ঢোকার পারমিশন পেলাম।

মিশন ভুটান

এবার সোজা অন্যদের পিছু পিছু 'পারো'র উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চললো। আগেই ঠিক হয়েছিল, আমাদের আগের লোকজন কোনও পাহাড়ি ঝর্ণার নিচে বসে রান্নার আয়োজন করবে। খিদেয় এবার পেটটা চুই চুই করছে। আমাদের জীপ যখন ওদের খুঁজে পেলো রান্না প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে। খিদের মুখে ডাল ভাত আলুর চোখা আর ডিম ভাজা–অনাস্বাদিত। চেটে পুটে খেলাম।

পাকদণ্ডী বেয়ে ওঠার পথে গাড়ি এগিয়ে চলেছে। মাঝখানে কিছুটা জায়গা বেশ কুয়াশাচ্ছন্ন। ঘন কুয়াশা না মেঘ ভেদ করে চলেছি জানিনা। তারপর কিছুটা পথ পেরিয়ে ধস্ নেমে রাস্তা কোনরকমে ঠিক করা এবড়ো থেবড়ো আমার শরীরের পুরনো জঙ ধরা কলকব্জাগুলো ঝন্‌ঝনিয়ে উঠলো। 'দেহের রস রক্ত যদি হতো দই তাহলে প্রাণটা মাখন হয়ে বেরিয়ে আসত।'

আস্তে আস্তে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে দূরে জোনাকীর মতো আলোগুলো জ্বলছে। হ্যাঁ আমরা 'পারোতে' এসে পরেছি। বেশ সুন্দর সাজানো ছিমছাম হোটেল। আমার গাটা ছেড়ে দিয়েছে। রাত্রিবেলা আমাদের ঠাকুরের হাতে চমৎকার রান্না খেলাম। কিন্তু বিধি বাম আমার শুক্তনি খাওয়া পেটে চিকেন বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। আমার ঠাঁই হলো মন্দির তথা বাথরুমে। তা বেশ অনেকবারই যেতে হলো। সবাই ভোরে দন্তক রোডে চেলেলা তে গেল পারোর সব থেকে উচু জায়গা প্রায় ৩৯৮৮ মিটার পরে শুনেছি সেখানে প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়ার দাপট।

আমি পেট রোগা মানুষের মত পরে রইলাম বিছানায়। আজকে সপ্তমী না! ঢাকের আওয়াজ কোথাও নেই কলকাতায় এই সময় জনস্রোত চলেছে। সেই প্রবাহমান স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়ার আনন্দই আলাদা। কোন জায়গায় কোন পুজো প্যান্ডেল দেখছি না ঢাকের আওয়াজ শুনলাম মনে হচ্ছে না না মনের ভুল। একা হোটেলের এককোনে পরে আছি। নিজেকে বহুদিন একা পাইনি। এ যেন অন্য কোন লোক–আয়নায় ভাল করে নিজেকে দেখলাম। কয়েকদিনের জন্য যেন সব কিছু থেমে গেছে। কলকাতা, মেশিনের মত কাজে বেরনো মাঝে মাঝে গতির মধ্যে 'যতি' দরকার হয় তাইতো।

তারপর গেলাম National Museum Bhutan ভেতরে ভূটানের বিখ্যাত ড্রাগন ডান্সের চালচিত্তির। আর ছোট বড় মাঝারী সব বিভিন্ন মুখোশ। আমরা তো প্রতিদিন মুখোশ বদলাই। এ মুখোশ চিরন্তন! রাত বারতেই যেন সন্ধ্যার তন্দ্রার মূর্তি ধরেছে–রহস্যময়ী ভূটান। বড় মায়াবী এই পারো। যেন কত জন্মের চেনা। আমার মনের মধ্যে কত খেলা, ছোট নদিটা কি পরিষ্কার, স্বচ্ছ কাচের মত নিচে নুড়ি পাথরের প্রতিটা রঙ আলাদা করে চেনা যায়। অনেকটা সেই আমাদের অ্যাকোরিয়ামের নিচের অংশটা কাচের মত সবুজ জল। আমার মন ক্যামেরায় ছবি তুলে রাখি। চারিদিকে বুকভরা নিশ্বাস নিতে পারা। আঃ! কতদিন বুক ভরে নিশ্বাস নিই নি।

যত দেখছি ততই অবাক হচ্ছি–ভারি সুন্দর ভুটানীদের জাতীয় পোষাক। পোষাক বাধ্যতামূলক কিনা জানিনা। তবে সরকারী স্তরে বেশির ভাগ লোকদের পরতে দেখলাম। শুনেছি ভুটান পৃথিবীর প্রথম দশটি সুখি দেশের একটি। এরা অল্পেই সুখী। আর আমাদের 'নাল্লে সুখমস্তি'।

অনেক কিছু নেই–বিশাল অট্টালিকা, শপিং মল, আধুনিক কারিগরী। কিন্তু ছোট্ট হৃদয়ে আছে এক বুক ভালবাসা। বড় ছিমছাম এই পারো কোথাও কোন কোলাহল নেই। দিনযাপনের গ্লানির ক্লেদ নেই। ধুলো আর ময়লা নেই। আছে শুধু পেঁজা তুলোর মত মেঘ আর দিগন্ত বিস্তৃত নীলাআকাশ–'সজলে উজলে শ্যামলে অমলে মেশা/একি অদ্ভুত নেশা!' ছোট বেলায় সুন্দর সাজানো ঝুলনের বানানো লিলিপুট, সেনা, পাথর দিয়ে সাজানো যেন অবিকল তারই প্রতিলিপি। আপেল বাগানের আশেপাশে দু একটা আখরোট গাছও যে উকি মারছে না তা নয়। আসতে আসতে আবারও সন্ধ্যা নেমে আসে, দোকান পাট গুলো বন্ধ হতে থাকে আর জোনাকীর মত জ্বলা আলোগুলো স্তিমিত হয়ে আসে–ঠাঁই হয় হোটেল চত্বরে। না আর চায়ের পেয়ালায় তুফান নয় – আর তর সইছে না যে। আবার? সে এক পানিপথের ভীষণ যুদ্ধ। কত বোতল যে নিঃশেষিত হলো তার আর ইয়ত্তা নেই কিছু বোতল ভেঙে লাট খেয়ে শুয়ে পড়েছে। সুরাক্ষয়ী সংগ্রাম! বৃদ্ধ সন্ন্যাসী থেকে ভ্যাটিকান সিটির কোড নাম্বার Vat 69 পর্যন্ত। সবকিছুরই শেষ আছে আস্তে আস্তে ক্লান্তি এসে চোখে সারা রাজ্যের ঘুম নেমে আসে।

'আমার মলিন জীবনে এত ঋণ তবু হবে না সে ঋণী হবে না।' দেখতে দেখতে দুটো দিন পারোতে কি করে উবে গেল জানিনা।

এবার খেয়ে দেয়ে রওনা হওয়ার পালা। এর মধ্যে একদিন এক পেল্লাই সাইজের কাতলা মাছ আনা হয়েছিল। বিদেশ বিভুইএ এরকম বাঙালী খানা মেলা ভার। আর পাশের আপেল বাগান থেকে কুড়িয়ে বেশ আপেল এনেছিল রান্নার ঠাকুর সেগুলো দিয়ে জবরদস্ত ফ্রুট্‌চাটনী হয়েছিল। আর কি বলবো। খাওয়া দাওয়া কেন ত্রুটি নেই।

এবার থিম্পুর দিকে রওনা দিলাম। আস্তে আস্তে বাড়িগুলোর সংখ্যাগুলোর সংখ্যা যেন বেড়ে গেল। আবার শহুরে কোলাহল কিছুটা স্তিমিত। হৈ হট্টগোল নেই তবু রাজধানী বলে কথা। যাইহোক আমাদের ঠাঁই হলো Norling Hotel এ। হোটেলের কথা লিখে কাগজ ভরাবো না। ওদের কোন একটা পরব চলছে বোধহয় চারিদিকে মেলা ডিসকাউন্ট। কোথাও ছোট্ট ফিল্ম ফেয়ারের প্রস্তুতি চলছে। ওখান থেকে সুবিশাল বুদ্ধমূর্তি দেখতে গেলাম। একেবারে গগনচুম্বী।

আর গেলাম ওদের চিড়িয়াখানায় 'স্যানগিয়াঙ'–এ। গিয়ে তো বেকুব বনে গেলাম। হাতে গোনা কিছু পশুপাখি তবে বিশেষ দ্রষ্টব্য ওদের জাতীয় পশু 'টাকিন'। একটি গরুর মাথায় ছাগলের মুণ্ডু লাগিয়ে দিলে যেমন লাগে অনেকটা সেই রকম। অনেকটা সুকুমার রায়ের সেই হাসজারুর মতোই। বিরল প্রজাতির প্রাণী। ওদের বিশ্বাস শিং–এর সামান্য অংশ শিশুদের দূরারোগ্য রোগে অসাধারণ কাজ করে। অনেক আশা নিয়ে উপরে উঠেছিলাম। কিন্তু আশায় ছাই ফেলে দিয়েছে। 'খোড়ার পা খানায় পরে সে শুধু খানার চোট নয়া খোড়ার পার খানা দিকে পড়িবার বিশেষ ঝোঁক আছে।' কত দেখার আছে ভুটানে–পুনাখা জঙ্গ, তাশিচো জঙ্গ, রিনপঙ্ক জং কতকিছু হ্যায় সময় যে কম। যা দেখলাম তার থেকে অদেখাই রইল বেশি। তবে সব ভুলিয়ে দিয়েছে পারো। নিজেকে উজার করে দিয়েছে প্রকৃতি সন্তানদের।

আবার উল্টোদিকে যাত্রা শুরু। 'জয়গাও' পেরিয়ে ডুয়ার্সের দিকে যাত্রা। পুজো শেষ প্যান্ডেলের ভগ্নদশা চারদিকে। নোংরা খিঞ্জি এলাকা–ছাড়িয়ে মাঝখান চিরে চলেছি ডুয়ার্সের দিকে। রাত্রিবেলা ১২টা ট্রেন। নাম হাসিমারা– থামে মাত্র দুমিনিট। সত্যিই হাসিমারা নামটা সার্থক। হাসি উধাও সকলের। কি করে ওই লটবহর নিয়ে ট্রেনে চাপবো? ট্রেনের নাম আবার কর্মভূমি। তারমধ্যে সোনায় সোহাগা শুনলাম ট্রেন দু ঘন্টা লেট। সেই রাত দুটো অবধি ছেলেপিলে বৌ সবাইকে নিয়ে ঠায় বসে থাকা। সময় কিছুতেই কাটতে চাইছে না। আরে সিগন্যাল দিয়ে দিয়েছে না! বলতে না বলতেই ট্রেন প্লাটফর্মে ঢুকে গেল। অবিশ্বাস্য দ্রুততায় জিনিসপত্র আর শরীরটাকে দুমরে মুচরে কামরার মধ্য ট্রেন দাঁড়াবে সাকুল্যে ২ মিনিট। সারা ট্রেন তখন খুমন্তপুরী আবার ত্রিভঙ্গ মুরারী হয়ে বাঙ্কে উঠে শুয়ে পড়লাম। ওতেই সারাদিনের ক্লান্তি গ্রাস করলো। চোখের পাতা দুটো বুজে এলো আবার আধ ঘুম আধ জাগরণ। কখন যে ভোর হয়েছে তার টের পাইনি। সকাল ৮টা বাজে। কোথায় যাচ্ছি কেন? না যাচ্ছি না! এখন ফেরার পালা। ভুটানের কথা কি স্বপ্নের মত। আবার কঠোর কঠিন বাস্তব – আবার নিজেদের জায়গায় ফিরে আসা ও পাখির নীরের মত। বিদায় ভুটান।

চিত্রগ্রাহক: শম্পা চট্টোপাধ্যায়

মহাকাশ সফরে বাধা, ভেঙে পড়ল ব্র্যানসনের স্বপ্নের যান 'স্পেসশিপ–২'

সুমন্ত ভৌমিক

গত কয়েক বছরেরর প্রচেষ্টায় স্বপ্নের যান 'স্পেসশিপ–টু' প্রস্তুত। এ বছরই বাণিজ্যিক ভাবে শুরু হবে দু'ঘন্টার মহাকাশ সফর। দুই থেকে আড়াই কোটি টাকা খসিয়ে টিকিট বুকিংও করে ফেলেছিলেন অনেকে। সাধারণ মানুষের সেই মহাকাশ সফরের সাধ মেটাতেই দীর্ঘদিন ধরে পরীক্ষানিরীক্ষা চালাচ্ছিল মার্কিন সংস্থা 'ভার্জিন গ্যালাকটিক'। গত ৩১ অক্টোবর স্থানীয় সময় দুপুর একটা নাগাদ লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে ৯৫ মাইলা উত্তরে মোহাভি মরুভূমিতে তৈরি 'মোহাভি এয়ার অ্যান্ড স্পেস পোর্ট' থেকে পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণের কয়েক মুহূর্ত পরেই ভেঙে পড়ল যান। শেষ মুহূর্তে থমকে গেল মহাকাশ–ভ্রমণের সমস্ত তোড়জোড়। পর্যটকদের নিয়ে প্রথম উড়ানের আগেই ভেঙে পড়ল বিশ্বের প্রথম যাত্রিবাহী মহাকাশযান। গোড়াতেই বড়সড় ধাক্কা খেল তা। মোহাভির বালি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে 'স্পেসশিপ–টু'–র আধপোড়া টুকরোগুলো। কাছেই মিলছে এক পাইলটের দেহ। গুরুতর

জখম দ্বিতীয় চালক। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তাঁকে। এর আগে ৫৫ বার পরীক্ষামূলক ভাবে উড়েছিল 'স্পেসশিপ–টু'।

যদিও শোনা যাচ্ছে, এবারের উড়ানে নতুন কোনও জ্বালানি মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়েছিল। স্পেস পোর্টে জ্বালানি পরীক্ষা সফল হয়েছিল। যদিও উড়ানের সময় এ বারই প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল সেটি। কেরিয়ার বিমানের থেকে আলাদা হল মহাকাশ যান। চালু হল তার রকেট ইঞ্জিনটা। জ্বলে উঠল আগুন। আর তার পরেই সাদা ধোঁয়ায় ঢেকে গেল আকাশ। তাই ওই জ্বালানিই দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে বলে আশঙ্কা বিজ্ঞানীদের একাংশের। এটা কোনও নাসার অভিযান ছিল না তাই সাধারণ মানুষের অনুভূতি অনেক বেশি করে জড়িয়ে ছিল। ঝুঁকির কথা আগেও উঠেছিল। ব্র্যানসন বলেছিলেন, প্রথম উড়ানে আমি স্বয়ং হাজির থাকব। ছেলেমেয়ে–পরিবারকে নিয়ে। ঠিক ছিল পাঁচ মিনিট ভরশূন্য অবস্থায় ভাসবেন যাত্রীরা। দু'ঘন্টা উড়বেন মহাকাশে। তবু সে সব পরিকল্পনা আজ অধরাই রয়ে গেল। কারণ ব্র্যানসনের দাবি, তাঁরা ঠিক ঘুরে দাঁড়াবেন। সমর্থন জানিয়েছে বিজ্ঞানীরা বলেছেন ১৯৬৭ সালে নাসার 'অ্যাপোলো১' ভেঙে পড়ে মারা গিয়েছিলেন তিন মহাকাশচারী তখন বিজ্ঞান থেমে থাকেনি আর এবারেও থেমে থাকবে না।

মাস কাটলেও অধরা অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত বিশ্বকর্মা পুজোর দুদিন আগে এক তেরো বছরের তরুণীকে ধর্ষণ করে রামকৃষ্ণ দাস এখনও পর্যন্ত ফেরার। ধরতে পারলো না সোনারপুর থানা। সোনারপুর থানার অধীন শ্রীপুরে খুব গরীব ঘরের ওই তরুণী পড়তে যেত মাস্টার মশাই রামকৃষ্ণ দাসের বাড়িতে। সেই দিন সন্ধ্যা বেলা তিপান্ন বছরের রামকৃষ্ণ দাস সেই তরুণীকে প্রথমে শ্লীলতাহানি পরে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। এরপরে কিছুদিন যাওয়ার পর তরুণীর বাবা ও শ্রীপুর ক্লাবের ও পাড়ার লোকজন দুটি ছোটো হাতি গাড়ি বোঝাই করে থানায় আসে। দাবি দোষীকে অবিলম্বে ধরতে হবে। কথা দেয় সোনারপুর থানার আধিকারিক অনিল রায়। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এলাকার বাসিন্দাদের সুত্রের খবর রামকৃষ্ণ দাস পুলিশ দপ্তরের রিসিভিং এর কাজ করত। বারুইপুর মহকুমা পুলিশের আধিকারিক দীপক সরকার বলেন রামকৃষ্ণ দাসের চাকরি চলে গেছে। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে বাংলার বাইরে পালিয়ে গেছে সে। চেষ্টা চালানো হচ্ছে। ধরা পরে যাবে। কিন্তু কি হল? দু মাস কেটে গেলো। এর মধ্যে পালিয়ে গেলো বাংলার বাইরে নাকি এখানেই গা ঢাকা দিয়েছে রামকৃষ্ণ দাস। সে তো জাত ক্রিমিনাল নয় তাহলে তাকে ধরতে এতোটা সময় লাগছে কেন? অনেকদিন কেটে যাওয়ারপর এই ব্যাপারে থানার আই সি অনিল রায়কে জিজ্ঞাসা করলে কিছুই বলতে অস্বীকার করেন। কিন্তু কেন এস ব্যর্থতা। এলাকার বাসিন্দাদের কথায় আগের আই সি প্রসেনজিৎ ব্যানার্জী থাকলে তিন দিনের মধ্যে এ্যারেস্ট হয়ে যেতো রামকৃষ্ণ দাস।

বারুইপুর মিলন মেলা

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : শীতের মরসুমে বারুইপুরে ইন্ডিয়া মাঠে মিলন মেলা। উদ্বোধন করলেন বারুইপুর মহকুমা শাসক পার্থ আচার্য। উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর পুরসভার চেয়ারম্যান শক্তি রায় চৌধুরি ও অন্যান্য কাউন্সিলর। এই মেলা চলবে এক মাস ধরে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার এটি সবচেয়ে বড় অত্যাধুনিক মেলা। এই মেলার কর্ণধার সঞ্জীব সরকার বলেন এই মেলা আমার দাদুর আমল থেকে দেখে আসছি। এটা আমাদের পৈতৃক ব্যবসা। মেলার বয়স ৫০ বছর। বারুইপুর ছাড়া ভারত বর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে আমরা সারা বছর ধরে ঘুরে ঘুরে এই মিলন মেলার আয়োজন করি। মিলন মেলার প্রবেশ মূল্য ৫ টাকা।

অনাদরে মোগলমারির বৌদ্ধবিহার

দীপককুমার বড় পণ্ডা

প্রথমে বুঝিনি দীপাতা মানে দীপান্বিতা রায়চৌধুরী, কলকাতার জমিদার সাবর্ণ রায়চৌধুরী বাড়ির এই মানুষটি এত হাসিখুশি। খানিকটা অকারণ-গাম্ভীর প্রকৃতির মনে হয়েছিল। ওঁর সঙ্গে সেদিন আলাপ হাওড়া স্টেশনে। একটি হাইস্কুলে ইতিহাসের এই শিক্ষিকা কথা বলায় বেশ পটু এবং আলাপী। কথা বলার সময় মুখে হাসিটা লেগেই থাকে। তাঁর বন্ধু ছন্দা বলেছিলেন, 'ও ভাল কথা বলতে পারে। এজন্যই তো ওকে দূরদর্শনের নানা আলোচনায় ডাকে।' বুঝতে পারি, ছন্দা দীপান্বিতার গরবে বেশ গরবিনী।

এসব কথা বাদ দিয়ে আসল কথায় আসি। সেদিন দীপান্বিতা এবং তাঁর কয়েকজন বন্ধু যাচ্ছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুর-এর মোগলমারিতে। দাঁতন থানার এই গ্রামে একটি বহু প্রাচীন বৌদ্ধবিহার পাওয়া গেছে। সেটাই দেখতে চলেছেন দীপান্বিতা এবং তাঁর বন্ধুরা। হাওড়া স্টেশনে সকাল ৬.৫৫ মিনিটে ইস্পাত এক্সপ্রেস ছাড়ার পর দেখলাম ওঁরা নানারকম কথা বলছেন। কিন্তু এঁদের মধ্যে এক দম্পতির কোনো কথা নেই। এই দম্পতি শান্তনু-ঝুমা চুপ করে বসে। দু'জনে কেবল বাইরের দিকে তাকিয়ে। গ্রামের পর গ্রাম ছাড়িয়ে ট্রেন দৌড়চ্ছে - দূরের গাছগুলো ওলটপালট খাচ্ছে - চারদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ। ছন্দা বললেন, 'কলকাতার বাইরে বেরোলে এই একটা লাভ, অনেকটা সবুজ দেখা যায়। চোখটা একটু বাঁচে।' শান্তনু-ঝুমা শুধু এইসব দেখতে মশগুল। কোনো কথাতেই মন নেই ওঁদের। দীপান্বিতা-র সেদিকে চোখ গেল। বললেন, 'এই তোমরা কোনো কথা বলছ না কেন?' শান্তনু ফিরে তাকালেনই না। যেন বিভূতিভূষণ-এর অপুর মত তিনি গোগ্রাসে সব গিলছেন। ঝুমা তাকালেন দীপান্বিতার দিকে। মিটিমিটি করে একবার হাসলেন। আবার ওঁর চোখটা চলে গেল জানলার বাইরে।

দীপান্বিতা বললেন, 'ওদের দু'জনকে দেখে একটা গল্প মনে পড়ল।' সবাই খানিকটা কৌতুহলী হলেন। ছন্দা বললেন, 'কী গল্পরে?' দীপান্বিতা জমিয়ে গল্পটা শুরু করলেন। একদিন তাঁরা তিন শিক্ষিকা মিলে কলেজ স্ট্রিট-এ গেছিলেন স্কুলের বাৎসরিক অনুষ্ঠানের বই কিনতে। নিজেরা ঠিক করে নিয়েছিলেন, যে যার বই কেনা হয়ে গেলে, কফি হাউসে চলে আসবেন। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী দীপান্বিতা-র বই কেনা হয়ে গেলে, উনি কফিহাউসে চলে আসেন। খুব গরমের সময়। ঢুকেই একটা ফাঁকা চেয়ারে বসে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে অর্ডার, 'একটা কোল্ড কফি দিন।' ওইসময় আর একজন ভদ্রলোক সেই টেবিলের এক প্রান্তে বসেছিলেন। তিনিও কোল্ড কফিই খাচ্ছিলেন মন দিয়ে। একটা টেবিলের দু'দিকে দুটি মানুষ, এছাড়া আর কেউ নেই। এদিকে দীপান্বিতার সঙ্গীরাও আসছেন না। তাই তিনি আয়েস করে কোল্ডকফি খাচ্ছেন। খাওয়া শেষ হল। ওয়েটার এলেন। দীপান্বিতা বললেন, 'বিল দিন।' কিছুক্ষণ বাদে ওয়েটার এসে ভদ্রলোকের হাতে একটা বিল দিলেন। তিনি দেখলেন, বিল-এ দুটো

যাওয়া আসার পথে পথে

কোল্ডকফি লেখা আছে। তাঁর চোখের ভ্রু কুঁচকাল। তিনি জানতে চাইলেন,

– দুটো কোল্ড কফির দাম লেখা কেন?

ওয়েটার বললেন, আপনারা দু'জন দুটো কফি খেলেন তো!

ভদ্রলোক আমতা আমতা করে বললেন, আমরা দু'জন মানে?

ওয়েটার : এইতো আপনারা দু'জন বসে আছেন!

এতক্ষণে দীপান্বিতার নজর যায়, ওদের কথোপকথনের দিকে। তিনি উত্তেজিত হয়ে বলেন,

–সে কি! আমার বিল উনি দেবেন কেন?

ওয়েটার বললেন, 'আমিতো ভেবেছি আপনারা স্বামী-স্ত্রী, আপনারাতো কোনো কথা বলছিলেন না। এখানে দেখেছি, স্বামী-স্ত্রীরা এলে এইভাবেই চুপ করে বসে থাকে, কেউ কারোর সঙ্গে কথা বলে না। তাই......।'

ওয়েটার-এর কথা শেষ হয় না। ক্রুদ্ধ দীপান্বিতা মানিপার্স থেকে কড়কড়ে একটা একশ টাকার নোট বার করে প্রায় ছুঁড়ে দেন ওয়েটার-এর হাতে।

এবার সবাই হো হো করে হেসে ওঠেন। শান্তনু-ঝুমাও বেশ মজা পান। এরপর সারাদিন আর ওঁরা চুপ করে থাকেননি। নিজেদের মধ্যে অনেক কথা বলেছেন। বাংলা রসসাহিত্যে সাহিত্যিকরা এই ধরনের নানা কাহিনি লিখেছেন। সেসব ঘটনা বাস্তবেও এইভাবে ফিরে ফিরে আসে। আসে আবার দীপান্বিতার মতন রসিক মানুষের জীবনে।

সেদিন আমিও ওদের সঙ্গী হয়েছিলাম। খড়গপুর স্টেশন থেকে দক্ষিণে ৪৬ কি.মি দূরে মোগলমারি। সেই রাস্তা সেদিন প্রাইভেট কার-এ। মোগলমারি গ্রামে ঢোকার মুখেই একটা ঢিবি। এই সেই ঢিবি, যার তলায় আস্ত একটা ইতিহাস। ধীরে ধীরে সেই ইতিহাস আবিস্কার হচ্ছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়গপুর মহকুমার দাঁতন থানার মোগলমারির এই ঢিবির কথা এখন অনেকেই জেনেছেন। উঁচু ঢিবিটার চারদিক বাঁশের কঞ্চি এবং সিমেন্টের পিলার দিয়ে ঘেরা। ঢিবির ওপর একটা বাড়ি, তিনটি লম্বা চওড়া গর্ত এবং পুরনো বেশ কয়েকটি গাছ। চারদিক

ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ভাঙাচোরা পুরনো ইঁটের টুকরো।

এমনিতে দাঁতন ১ নম্বর ব্লকের মনোহরপুর ৩ নম্বর গ্রামপঞ্চায়েতের অধীনে মোগলমারি ছোট একটা গ্রাম। মৌজা নাম সিমুলিয়া (উত্তর)। জে এল নম্বর ৭৩। গ্রামের পশ্চিম দিক দিয়ে ১.৫ কি.মি দূর দিয়ে বয়ে গেছে সুবর্ণরেখা নদী। মোগলমারির উত্তর পাশে পুঞ্জা এবং পশ্চিমে জয়রামপুর মৌজা। গ্রামের পূর্ব দিক ঘেষে উত্তর-দক্ষিণে গেছে ন্যাশনাল হাই ওয়ে ৬০, পুরাতন ওড়িশা ট্রাঙ্ক রোড বা ওটি রোড। আগে জগন্নাথ সড়ক নামেও পরিচিত ছিল। যেহেতু পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে যাওয়ার জন্য এই রাস্তা ব্যবহার হত, তাই এই নাম। এই রাস্তাটি দক্ষিণ ভারতের যোগাযোগের রাস্তা। খানিক দূরে পূর্ব দিকে চলে গেছে রেললাইন। এখানে কাছাকাছি রেল-স্টেশন – নেকুড়সেনি। দাঁতন শহর থেকে উত্তরে এর দূরত্ব ৫.২ কি.মি। বেলদা থেকে দক্ষিণে ১০ কি.মি দূরে। মোগলমারির জনসংখ্যা ৫৩১। এতে পুরুষ ২৩৬ এবং মহিলা ২৯৫। জয়রামপুর, পুঞ্জা এবং সিমুলিয়া (উত্তর) তিনটি মৌজার মোট জনসংখ্যা ২৬০৪। এরমধ্যে ১২৬৯ জন পুরুষ এবং ১৩৩৫ জন নারী। এই তিনটি মৌজা মিলিয়েই মোগলমারি প্রত্নক্ষেত্র।

মোগলমারি নামের নানা ব্যাখ্যা ছড়িয়ে আছে এখানে। কেউ বলেন, মোগলদের মাড় বা যাতায়াতের রাস্তা ছিল বলে মোগলমারি। আবার কারোর মতে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে (১৫৭৫) মোগল পাঠান যুদ্ধে মোগলরা অনেকে মারা যায়, তাদের অনেক ক্ষতি হয়, সেইজন্য মোগলমারি। আগে নাম ছিল মোঘলমারি।

গ্রামটা হঠাৎ আলোয় এল। সবাই জানতে পারলেন, এ যে সে গ্রাম নয়, এখানে বৌদ্ধবিহার আবিস্কার হয়েছে। আবিস্কারের প্রথম ঘটনাটা ছিল এইরকম, একদিন দাঁতন হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্কিওলজি বিভাগের তৎকালীন প্রধান অধ্যাপক ড. অশোক দত্ত-র সঙ্গে। নরেন বাবুই কথায় কথায় জানিয়েছিলেন এই মোগলমারির কথা। সেই কথা অনুযায়ী মোগলমারীতে একদিন চলে আসেন ড. দত্ত। শুরু হয় মাটি খোঁড়া।

খানিকটা কাজের পর হঠাৎ মারা গেলেন ড. অশোক দত্ত। কিন্তু কাজ বন্ধ রাখলে হবে না। নানাভাবে চেষ্টা শুরু হল। বহু যোগাযোগ হল। ইতিমধ্যে রাজ্যপুরাতত্ত্ব দফতর ২০১৩ সালের ২০ নভেম্বর থেকে উৎখনন শুরু করে। এখন অবশ্য খোঁড়াখুঁড়ির কাজ অনেকদিন বন্ধ। রাজ্য পুরাতত্ত্ব দফতরের পক্ষে এই কাজ যিনি দেখছিলেন, সেই অমল রায়-ও মারা গেছেন। ব্যাস, এখন কাজ পুরোপুরি বন্ধ।

মোগলমারির যেসব অংশে খোঁড়া হয়েছে, সেইসব জায়গার মূর্তিগুলো জলে ভিজে নষ্ট হয়েছে। গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেছেন, অনেক মূর্তির হদিশ মিলছে না। এরমধ্যেও স্থানীয় তরুণ সংঘ-র সদস্যরা নিজেরা পালা করে পাহারা দিচ্ছেন এই বৌদ্ধবিহারটি। তাঁরা প্রশাসনের কাছে দরবার করছেন, বৌদ্ধবিহারটির প্রতি যাতে সরকার যত্নবান হন। কিন্তু এখন পর্যন্ত সেইভাবে কোনো ব্যবস্থা হয়নি। একটি প্রত্নক্ষেত্র অনাদরে অবহেলায় পড়ে আছে। মোগলমারি প্রত্নক্ষেত্র-র ওপরেই তরুণ সংঘের অফিস ঘর। এখন সেখানে তৈরি হয়েছে 'মোগলমারি মিউজিয়াম'। হঠাৎ দেখি, দীপান্বিতা ওখানকার ক্লাবের কয়েকজনকে কি যেন বোঝাচ্ছেন। কাছে গেলাম, শুনলাম, তিনি এইসব প্রত্নক্ষেত্রের ঐতিহাসিক গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করছেন। দীপান্বিতার কথা তাঁরা শুনছেন মন দিয়ে। ছন্দা বললেন, 'একদিন আমার কলেজের ছাত্রীদের এখানে নিয়ে আসব। এই জিনিস চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে, এটাতো বেশ বড় সুযোগ।'

শুধু মোগলমারি নয়, এই এলাকায় ছড়িয়ে আছে ইতিহাসের এরকম আরো নানা জায়গা। এখনও পুকুর খোঁড়ার সময় কিংবা নতুন বাস্তু তৈরি করার সময় পাওয়া যায় নানা প্রত্নবস্তু। দাঁতন এলাকায় পাওয়া এই প্রত্নবস্তুগুলি দাঁতন শহর গ্রন্থাগারের একটি ঘরে রাখা আছে। এরমধ্যে মুগনি পাথরের বৌদ্ধ প্রতীক ধর্মচক্র, যক্ষিনী মূর্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইসব দেখেই একসময় যে এখানে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের অস্তিত্ব ছিল তা অনুমান করা যায়। এখানকার এক্তারপুর গ্রাম সাতদেউলা নামে পরিচিত ছিল। মোগলমারী থেকে সাতদেউলা গ্রামের দূরত্ব ৬ কি.মি। এখন মৌজা নাম এক্তারপুর তকিনগর।

মোগলমারির কাছেই উত্তররায়বাড় গ্রামে একটি মূর্তি পাওয়া গেছে। স্থানীয় মানুষের কাছে মূর্তিটি জটিয়াবাবা নামে পরিচিত। দাঁতনের থেকে চার কি.মি দূরে কাকরাজিৎ গ্রাম। এখানেও বহু মূর্তি মিলেছে। এরমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল ঘোড়ার পিঠে চড়া মাথাবিহীন একটা মূর্তি। এর সামনে উপবিষ্ট একটি সিংহ মূর্তি। কারোর মতে এটি সূর্য মূর্তি, কেউ বলেন রামপালের সামন্ত জয়সিংহের মূর্তি।

এখান থেকে শরশঙ্কা দীঘিতে গেছি। এই দীঘির খ্যাতি ছিল তার আয়তনের কারণে। অনেক বড় মাপের প্রাচীন দীঘিটি এখন মজে গেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে এর সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অন্তত, একটি পাথরে সেই উদ্যোগের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু, বাস্তবে দীঘিটি পানায় ভর্তি হয়ে রয়েছে এখনো। দীঘির পাশে শ্মশান। সেখানে বেশ কিছু সমাধি – বৈষ্ণবদের তৈরি করা। মৃত মানুষদের উদ্দেশে এই সমাধিগুলো উৎসর্গ করা হয়। কোনো কোনোটার গায়ে মৃতের নাম, জন্ম-মৃত্যু সাল-তারিখ লেখা আছে। পশ্চিমবঙ্গ কিংবা ওড়িশার নানা জায়গায় বৈষ্ণবদের এই সমাধি দেখা যায়। বড় দীঘির একটু অংশ খানিকটা পরিস্কার। ওটা ডোবার মতো। ওখানে এক বধূ স্নান করছিলেন। বাইরের মানুষ দেখে উনি আরো গভীর জলে নেমে যান। আমরা থমকে দাঁড়াই। আর এগোইনা।

ঝুমা অবশ্য এই দীঘির কাছে যাননি। একাই গাড়িতে বসে থেকেছেন। বারেবারে বলেছেন, 'ওটা শ্মশান। ওখানে যাওয়া ঠিক নয়। গোটা এলাকা ভূত-পেত্নীতে ভর্তি।' পরে ওর স্বামী শান্তনুর গা থেকে খানিকটা 'ভৌতিক গন্ধ' পেয়েছেন উনি। 'ভৌতিক গন্ধ' বলতে খানিকটা তেল-সিঁদুরের গন্ধ। এইসব দেখে দীপান্বিতা আবার তাঁর স্কুলের ছাত্রীদের ভূত দেখার গল্প শুরু করেছেন। দীপান্বিতার গল্প শেষ হয় না। চলতেই থাকে। আর তাঁকে সারা রাস্তাটায় নানারকম প্রশ্ন করতে থাকে এই দলের ছোট সদস্য সাজো। অত্যন্ত আদুরে গলায় সে বলে, 'বন্ধু-মা তুমি বল কী করে এই বড় দীঘিটা হল?' ক্লাস টেন-এ পড়া সাজো দীপান্বিতাকে 'বন্ধু-মা' বলেই ডাকে। দীপান্বিতা সাজোকে জড়িয়ে আদর করে বলতে থাকেন নানা কিংবদন্তীর কথা। সেই কিংবদন্তীতে আসে রাজা শশাঙ্কের কথা, আদিবাসী জনজাতির কথা, আরো কত কি! সবাই অবাক হয়ে শুনতে থাকেন। একটা অঞ্চলের ইতিহাস এখন জ্যান্ত হয়ে উঠছে। আমরা ফিরতে থাকি বেলদায়। ওখানেই রাত্রে থাকার ব্যবস্থা। শান্তনু বলেন, 'দাঁতনে এত দেখার জিনিস, কিন্তু ট্যুরিস্টদের থাকা-খাওয়ার ভালো ব্যবস্থা নেই কেন?' শান্তনুর প্রশ্নটা একটা বড় সমস্যার সামনে এনে ফেলে সকলকে। ছন্দা বলেন, 'এর উত্তর হয়তো পরিকল্পনার অভাব, হয়তো স্বপ্নের অভাব, হয়তোবা সদিচ্ছার অভাব!' গাড়িটা হু হু করে ছুটতে থাকে 'এন এইচ ৬০' ধরে। হঠাৎ, মোগলমারির তরুণ সংঘ-র সঞ্জয়ের কথাটা খুব মনে আসছিল। তিনি বলছিলেন, 'এখানে অনেক মানুষ এলেন, আমরা অনেক প্রতিশ্রুতি শুনলাম, কিন্তু কাজের কাজতো কিছুই হল না। এইভাবে হলেতো ইতিহাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে আমরা হারাবো।' গাড়িটা এবার বড় রাস্তা থেকে নিচের দিকে নামল। মোগলমারিতে তখন গভীর আঁধার।

শারদ সাহিত্য পরিক্রমা

অরূপ রতন

আনন্দম্ (পূর্ব পুটিয়ারী, কলকাতা-৯৩) (সম্পাদক-হারাধন ভট্টাচার্য)- বেশ কয়েকবছর বন্ধ থাকার পর পুনরায় আত্মপ্রকাশ করল পত্রিকাটি। আকার এ প্রচ্ছদে পরিবর্তন না এলেও, লেখা বাছাই-এর ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাবধানী সম্পাদকের অকৃত্রিম প্রয়াসের ছাপ আগাগোড়া। আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের কবিতা, বর্তমান সংখ্যাটির মান বাড়িয়েছে। অনবদ্য কবিতা লিখেছেন তারাশঙ্কর দত্ত। এছাড়াও রয়েছেন দেবাংশু চক্রবর্তী, সুখময় দাস, মিনু প্রধান, বিধান সাহা, সম্পাদক হারাধন ভট্টাচার্য প্রমুখ। অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধনের নিবন্ধ দুটি মরে রাখার মত। একদিকে দেবপ্রিয় দে-র কাজের লোক হালকা চালে লেখা অন্যদিকে সুকুমার মণ্ডলের চুরি সিরিয়াস গল্প। ফলে একটা অদৃশ্য ভারসাম্য পাঠকদের মনে রিলিফ এনে দেয়।

কচিকাঁচা সবুজসাথী (কলকাতা-৪১) (যুগ্ম সম্পাদক — দেবাশিস রায়শর্মা ও বিধান সাহা) এই সংখ্যা থেকে পত্রিকাটির অবয়বে পরিবর্তন এসেছে, বদলেছে প্রচ্ছদের পরিচিত ছবিটিও। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানানসই হয়েছে। কবিতা /ছড়াগুলি সুপাঠ্য, ছোটদের ভালো লাগবে। সুনির্মল চক্রবর্তী, প্রদীপ্ত গুপ্ত, সবিতা বিশ্বাস, গৌর দত্তপোদ্দার, অনিল কুমার ভট্টাচার্য, গোবিন্দ মোদক প্রমুখ উল্লেখের দাবি রাখেন। সদ্য-প্রয়াত সীতানাথ করণ-এর ছড়াটি, সম্ভবতঃ ওঁর সর্বশেষ রচনা, কলকাতার পাতাল রেল-কে নিয়ে অন্য দৃষ্টিভঙ্গীতে লেখা। তবে বেশ কিছু কবিতা/ছড়া ছোটদের ঠিকমত সুখপাঠ্য হবে কিনা সন্দেহ থেকে যায়। শঙ্কা, মানব দরদীর মতই, প্রদীপের পোড়া বাতি, গ্রহণের গগন হতে, ঝরে কাঁচা সোনা-ইত্যাদি কবিতাগুলির শব্দ-চয়ন ঠিক শিশু-উপযোগী হল না বোধকরি। গদ্য অংশে কয়েকটি মনোগ্রাহী ও শিক্ষামূলক গল্প ছোটদের ভালো লাগবে। নীলমাধব প্রামণিক (ইচ্ছেপুর), পুতুল ভট্টাচার্য (বাদশা), সুকুমার মণ্ডল (এক যে ছিল রাজা), মনোরঞ্জন হালদার (পশু প্রেম) এই পর্যায়ে পড়ে। এছাড়াও রয়েছে জানা-অজানার নানা কথা ও যাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জাদু শেখানোর ক্লাশ। সব মিলিয়ে সংখ্যাটি যথেষ্ট আকর্ষণীয়।

জ্ঞান ও চেতনা (মাসুন্দী, বর্ধমান) (সম্পাদক — নমিতা মিশ্র) —সীমিত আয়তনেও শিশু বিভাগ, কবিতা বিভাগ ও গল্প/প্রবন্ধ/রম্য রচনা ঠাঁই করে নিয়েছে। প্রবীর জানা, মঙ্গল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রিয়া মিশ্র ছোটদের মন ভরাবে। কবিতা বিভাগে বিধান সাহা, আরতি দে, রুহুল আমিন হক মন্ডল, বিনয় দত্ত, প্রদীপ সাহা, প্রদীপ গুপ্ত, শোফালী সরকার, তারকেশ্বর চট্টরাজ ও প্রতিষ্ঠিত কবি কৃষ্ণা বসুর উজ্জ্বল উপস্থিতি। অণু গল্প গুলি হতাশ করে, ব্যতিক্রম কেবল সুকুমার মণ্ডলের অমলের বিয়ে। মজার মোড়কে আঁতকে ওঠা। বিভিন্ন সমাজ-কল্যাণ মূলক কাজের জন্য উদ্যোক্তাদের প্রতি কুর্নিশ জানাতেই হয়। পত্রিকার পাতাগুলির বেশ কিছু কিছু অংশ ফাঁকা রয়ে গেছে, ওখানে আরও কিছু লেখকের ঠাঁই করা যেত না কি!

বাঙালীর মন (মেদিনীপুর শহর) (সম্পাদক — গীতা সরকার) — আয়োজন সামান্য, কিন্তু নিষ্ঠার ছাড় চোখ এড়ায় না। অনিল ভট্টাচার্য, কানন পোড়ে, সুনীল মুখোপাধ্যায়, ডঃ অশোক কুমার ভট্টাচার্য, নিত্যানন্দ দাস প্রমুখের কবিতা মনে দাগ কেটেছে। বিধান বাবুর কবিতা-টি অনবদ্য এবং এই সংখ্যার সেরা রচনা। ডঃ অমরেন্দ্র বর্ধনের নিবন্ধটি (প্রাচীন ভারতে সামাজিক স্তরভেদ) সংক্ষিপ্ত আয়তনেও কৌতুহল জাগিয়েছে। একুশে ফেব্রুয়ারী নিয়ে সুকুমার মণ্ডলের রম্য রচনাটি আমাদের বিবেককে কাঠগড়ায় দাঁড় করায়। ডঃ লহরী বড়াল চক্রবর্তী-র লেখাটি (মিনুদি) মেলোড্রামাক্রান্ত, কাছ থেকে দেখা জীবন-সুখে বঞ্চিত কোনও মেয়ের গল্প বহু-চর্চিত, ক্লিশে হয়ে গেছে। লেখাটি আদৌ গল্প হয়ে উঠতে পারলো কি!

অগ্নিকোণ (নেতাজীনগর, কলকাতা-৯২) (সম্পাদক-সীমা গুপ্ত) — লালনের গানে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে মূল্যবান নিবন্ধ লিখেছেন সম্পাদিকা। সংলাপধর্মী বলিষ্ঠ গল্প উপহার দিয়েছেন উদয় চক্রবর্তী। দেবপ্রিয় দে, শিবানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রদীপ গুপ্তের গল্পও জমেছে। কবিতায় আরতি দে, কালি শংকর বাগচী, প্রদীপ সাহা ও বিধান সাহা প্রমুখদের আলাদা সাধুবাদ জানাতে হয়।

আগামী বার্তা (সম্পাদক-গৌর দাস) পত্রিকাটির ঠিকানা ছাপা নেই, রয়েছে কেবল সম্পাদকের মোবাইল নম্বর। হয়তো সেই কারণে লেখক তালিকাও সদস্যবৃন্দের মধ্যেই আবদ্ধ, একই লেখকের একাধিক রচনা ছাপাতেও নেই কোনও অদৃশ্য বিধিনিষেধ। প্রচ্ছদ চমতকার, অক্ষর-বিন্যাসেও ঋজুতা। গল্পগুলির বেশিরভাগ সমাজের অস্থিরতা ফুটেছে, যদিও তেমন প্রতিবাদী স্বর চোখে পড়ল না। সুশীল দাসের সমাধান গল্পটি এ সময়ের সমস্যাকে সোজাসুজি তুলে ধরেছে। রূপা সেন-এর গল্পে ক্রমাগত ইংরাজী শব্দের ঢুকে পড়া কি একান্তই এড়ানো যেত না? বাংলা ভাষা-চর্চার আধুনিক (!) নমুনা। প্রলয় সেন এর ছোটগল্পটি উপন্যাসের সংক্ষিপ্তসার মাত্র, ছোট গল্পের নিজস্ব আকৃতি ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ঠর কোনটিই পালিত হয় নি। সমীর কুমার রায়, অরুণ কুমার আচার্য ও গৌর দত্ত পোদ্দার নিজেদের মেলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। কিছু কিছু বানান ভুল রয়ে গেছে। সুকেশ ঘোষের কবিতায় পেড়িয়ে এলাম হবে পেরিয়ে এলাম, স্মৃতিকণা দাসে-র কবিতায় কার্তিকের হয়েছে কার্ত্তিকের, কীর্তন হয়েছে কীর্ত্তন।

অন্য চোখে (সম্পাদক — গৌর দাস)- এটিও একইভাবে ঠিকানা রহিত। স্মৃতির সরণী বেয়ে নানা রচনা এই বিশেষ সংখ্যায় সংকলিত হয়েছে। সম্পাদকের কবিতাটি ভালো। এছাড়া গৌর দত্ত পোদ্দার, সুবল চন্দ্র দত্ত, সুকেশ ঘোষ-ও নজর কাড়েন। স্মৃতি সতত সুখের তাই বুঝি গল্পগুলি বেশ দীর্ঘ। অধিকাংশ গল্পেই হারানো প্রেমের জন্য চাপা হুতাশ। একটু ব্যতিক্রমী স্মৃতিকথা জোগাড় করা গেল না বুঝি!

যুগ সাগ্নিক (নেতাজীনগর, কলকাতা-৯২) (সম্পাদক — প্রদীপ গুপ্ত) কবিতাটির পাঁচটি গুচ্ছ, প্রতিটিতে ১৫-১৬ জন কবি, গল্পের সংখ্যা ১৪। চন্দ্র কুমার বসু-র নেতাজী, কুন্তল কুমার নস্করের রবীন্দ্রনাথ ও জাতীয় সঙ্গীত, দীপক লাহিড়ী-র গার্সিয়া মার্কেস এবং এল নিনো নিয়ে ডঃ অশোক ভট্টাচার্যের নিবন্ধ গুলির প্রতিটিই বিষয় বৈচিত্রে মননের নানা দিকে আলোকপাত করতে পেরেছে। দুর্গা মাতার পৌরাণিক কাহিনী-ভিত্তিক তিনটি বিশেষ নিবন্ধ সংযোজনের জন্য সম্পাদকের সাধুবাদ প্রাপ্য। রত্নেশ্বর হাজরা, কৃষ্ণা বসু, নাসের হোসেন, পঙ্কজ সাহা প্রমুখ প্রতিষ্ঠিত-দের পাশাপাশি উদয় চক্রবর্তী, নিতাই মৃধা, পার্থসারথি সরকার, বিপ্লব বিশ্বাস, সুমাল্য মৈত্র-র ভালো কবিতা উপহার দিয়েছেন। ছোটদের পাতায় ছড়াগুলি মনোগ্রাহী কিন্তু গল্পগুলি শিশু কিশোরদের হজম হলে বাঁচি। মানস গঙ্গোপাধ্যায়ের নয় পাতা জুড়ে দীর্ঘ গল্প (হাতবদল) শেষে পর্বে এসে হঠাৎ খেই হারালো কেন, শংকর বসু-র গল্পটিতে বিদেশী মানুষদের প্রতি অকারণ তামাশায় ছোটদের উৎসাহ দেবে, একটু ভাবা উচিত ছিল বোধহয়। প্রদীপ গুপ্তের দোতারার সুর, ভাস্বতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অক্ষম, কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বাধীনতা মনে দাগ ফেলে। একমাত্র হাসির গল্পটি প্রমদা ডাক্তারের ঝকমারী (সুকুমার মণ্ডল) শেষের লাইনে বোমা ফাটিয়েছে। যাদু নিয়ে অরুণ বন্দ্যোপায়ের লেখাও রয়েছে। দ্বিভাষিক পত্রিকায় কিছু ইংরাজী কবিতা ও নিবন্ধ রয়েছে, হয়তো অবাঙালীদের মুখ চেয়ে!

বিজয়া সম্মিলনী উৎসব

হীরালাল চন্দ্র

গত ১৯ অক্টোবর, ২০১৪ সন্ধ্যায় সিঁথি হরে কৃষ্ণ শেঠ লেনের বাসভবনে ''শুধু গান সংস্থার'' উদ্যোগে প্রখ্যাত চিকিৎসক, সমাজসেবী ও সঙ্গীত শিল্পী ডাক্তার সিদ্ধার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুষ্ঠু পরিচালনায়, খ্যাতনামা বর্ষীয়ান সঙ্গীত সুরকার প্রশান্ত চৌধুরীর পৌরোহিত্য ও পার্থসারথি ব্যানার্জীর সুন্দর সঞ্চালনায়,ক মনোরম ''বিজয়া সম্মিলনী'' উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল। প্রথমে কত্থক নৃত্য পরিবেশন করে অসংখ্য দর্শকদের আপ্লুত করেন প্রতিভাময়ী শিশু শিল্পী মোহনা বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া নৃত্যে ছিলেন স্নেহ ঘোষ। সঙ্গীত পরিবেশন করে শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করেন প্রতিভাবান শিল্পী ডাঃ সিদ্ধার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশ্মিরী ব্যানার্জী, অদিতি গাঙ্গুলি, বর্ণা চক্রবর্তী, প্রসেনজিৎ দে ও শ্রেয়ান সাহা। সঙ্গে বাপী অধিকারী, আশীষ গুহ ও দুলাল সাহা। ধন্যবাদ দেন কুনাল ও রাহুত ব্যানার্জী।

গুণিনের বাঘনামচা

দক্ষিণের জানালা

হিমালয়ের সুউচ্চ পর্বতমালা থেকে জন্ম নিয়ে গঙ্গা নিজেকে সাগরের বুকে বিলিয়ে দিয়েছে। সাগরে মিশে যাওয়ার মুহূর্তে যে তৈরি করেছে অসংখ্য দ্বীপ-উপদ্বীপ-বদ্বীপ। সৃষ্টি হয়েছে নদী-নালা-খাঁড়ি। এসব নিয়েই গড়ে উঠেছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাদাবনের জঙ্গল যার পোষাকি নাম সুন্দরবন। রহস্যে সেরা এই সুন্দরবনে যেমন রয়েছে উদ্ভিদ বৈচিত্র্য। তেমনই এখানকার মানুষের জীবন জীবিকা অদ্ভূত প্রাকৃতিক মাদকতার নেশা জাগায়। জল জঙ্গল বাঘ বনবিবি দক্ষিণরায়....। পরতে পরতে সঞ্চয় করা এমন অভিজ্ঞতাই আপনাদের সামনে পরিবেশন করছেন *শংকরকুমার প্রামাণিক।*

বাহাত্তর বছর বয়স। এখনও বেশ শক্ত সমর্থ। দশাসই চেহারা। লম্বায় সাড়ে পাঁচ ফুটের বেশি। গায়ের রঙ কালো। নাম ভূপতি মণ্ডল। ডাক নাম ভুলু। আলাপ হল ০৬.০৮.২০১৪-র সন্ধ্যায়। লেখাপড়া আদৌ জানেন না। কিন্তু নাম সই করা শিখেছিলেন। হিঙ্গলগঞ্জ থানার সমসের নগরের লোক তাঁকে এক ডাকেই চেনে। এক টানা পঞ্চাশ বছরের বেশি মহাল করছেন। সুন্দরবনের বাঘের ডেরায় গিয়ে মধু ভাঙছেন। ভূপতিবাবুকে কাছে পেয়ে মনে হল যেন হাতে চাঁদ পেয়েছি। এসব মানুষের খোঁজে অশক্ত শরীরে এখনও সুন্দরবনের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছি। একসঙ্গে অনেক কিছু জানার ইচ্ছা মনের মধ্যে ভিড় করল। আমি প্রথম ভূপতিবাবুর কাছে জানতে চাইলাম, আপনি মধুভাঙা দলের মধ্যে থেকে কী কী কাজ করেন?

–সব কাজই করি। কখনও গাছি (যে গাছে উঠে মৌচাক কাটে), আবার কখনও আড়িদার (যে গাছের তলায় ধামা (আড়ি) ধরে থাকে)। দলের মধ্যে এখন আমাকে গুণিনের কাজও করতে হয়।

–গুণিনের কী কী কাজ করতে হয়?

অনেক কাজ। জঙ্গলে যাত্রার দিন বাড়ি থেকে বেরোবার সময় বনবিবির নাম নিয়ে ডান পা আগে ফেলতে হয়। তারপর নৌকোতে উঠে নৌকোর পাছায় দাঁড়িয়ে হাল ধরে গুণিনকে বলতে হয়-

ভাটি গাঙের চাটিয়া
পাঁচ ফুল দরিয়া
গাজীগঙ্গ বদর বদর।

গুণিনের নির্দেশে আর একজন মৌলে গলুই এ দাঁড়িয়ে জোরে জোরে বলেন-

বনবিবির নাম করে আল্লা আল্লা বল
সত্যপীরের নাম করে হরি হরি বল
রায় ঠাকুরের নাম করে হরি হরি বল।

তারপর জঙ্গলে নেমে গুণিনকে 'মাল সারতে' হয়। মালে অর্থাৎ মাটিতে হাত দিয়ে গুণিনকে বলতে হয়-

হিম সাগর গঙ্গা রানি
আগুন ভেরে করছে পানি
সমর দেচ্ছে সীতা, অগ্নি উঠল চিতা
না ফোলে, না ফাটে না করে ঘা
মা বনবিবির আজ্ঞায়
বাঘ তুই এ মাল ছেড়ে অন্যখানে যা
কার আজ্ঞে, মা বনবিবির আজ্ঞে
এ মালে যত বাঘ আছে, তার মুখ আটকে যাক্‌গে।

মৌলোদের বিশ্বাস এভাবে গুণিন বাঘের মুখ বন্ধ করে দলকে বাঘের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন। বাঘের আক্রমণে নিহত ও আহতের ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটা সত্ত্বেও, মৌলেরা তাদের বিশ্বাসে বুক বেঁধে মহাল করছেন।

মাঙ্গলিকী

জাদুকর শঙ্কর চক্রবর্তীর স্মরণসভা

আসলে অনুষ্ঠানটি ছিল প্রয়াত জাদুকর শঙ্কর চক্রবর্তীর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের ধর্মীয় অঙ্গ হিসাবে নিয়মভঙ্গের পর্ব, অথচ অনুষ্ঠানটি হয়ে গেল প্রয়াতের হীরক উজ্জ্বল স্মরণসভা। বস্তুতঃ গত ১০ই আগস্ট মানিকতলার দিগন্ত ক্লাবের বিরাট হলঘর জাদুকরবৃন্দসহ পল্লীর হাজার মানুষের উপস্থিতিতে মনে হচ্ছিল না যে এটি প্রয়াতের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, এ ছিল যেন তাঁকে সম্মান জানিয়ে তাঁকে ঘিরে কোনও আনন্দানুষ্ঠান। এটাই স্বাভাবিক, কারণ প্রয়াত জাদুকরের আসল জাদুদণ্ডটি ছিল সবাইকে ভালবাসার সবাইকে আপন করে নেবার মন্ত্রপূত জাদুদণ্ড। তাঁর মুখের হাসিটিই ছিল তাঁর সেরা জাদু। বস্তুত উক্ত অনুষ্ঠানে তাঁর প্রতিকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে উপস্থিত জাদুকরবৃন্দের তাঁর স্মৃতিচারণায় সেই কথাটিই বারবার উচ্চারিত হচ্ছিল জাদুকর শঙ্কর চক্রবর্তীর আসল জাদুই ছিল মানুষকে আপন করে নেবার অসাধারণ ঈশ্বরীয় ক্ষমতা। অবশ্যই জাদু প্রদর্শনি হিসাবে শঙ্কর চক্রবর্তীর গুণাবলীর কথাও উঠে এলো যাঁরা তাঁর জাদু প্রদর্শনী দেখেছেন বা তাঁর প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেছেন, তাঁদের কথায়। আবার পরবর্তী প্রজন্মের একজন দক্ষ জাদুকরও তৈরি করে গেছেন শঙ্কর চক্রবর্তী। তাঁরই পুত্র যুবা জাদু প্রতিভা বিশ্বজিত চক্রবর্তীকে (বিশ্বজিত একজন দক্ষ স্বরক্ষেপক শিল্পীও বটে)। বস্তুতঃ এদিন হাজার মানুষকে চা জলখাবার ও প্রভূত মধ্যাহ্ন ভোজনের মাধ্যমে আপ্যায়নের সাথেই যুক্ত হয়েছিল বিশ্বজিতের মুখের আন্তরিক হাসি (তিনি বাবার কাছ থেকেই এটি পেয়েছেন!) একই কথা প্রযোজ্য তাঁর ভাই, ভ্রাতৃবধূ ও দিদি জামাইবাবু প্রমুখের ক্ষেত্রেও এদিন জাদুকর সমাজের তরফে যাঁরা শঙ্কর চক্রবর্তীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদানের পরে তাঁর প্রতিকৃতির সামনে দাঁড়িয়েই তাঁর হীরক-উজ্জ্বল স্মৃতিচারণা করলেন (১ মিঃ নীরবতা পালন করাও হয়)। তাঁরা হলেন জাদুকর বেদমোহন ঘোষ, তারক দে, পিসি ঘোষাল, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমীর গুহ ঠাকুরতা, সতি প্রমাদ সরকার, আর পি শর্মা, সুকুমার দেব, গোল্ড, প্রিন্স, এস. লাল প্রমুখ।

সকাল দশটায় শুরু হয়ে রাত্রি ৯টায় বারে যে নিয়মভঙ্গের ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলে।

এই অনুষ্ঠান প্রকৃতই হয়ে ওঠে জ্যোতির্ময় আত্মার প্রতি হীরক উজ্জ্বল শ্রদ্ধা নিবেদনের অনুষ্ঠান- অভিজ্ঞ জাদুকর, সকলকে আপন করে নেবার ঈশ্বরীয় ক্ষমতার অধিকারী শাশ্বত শঙ্কর চক্রবর্তীকে বাংলার জাদুকর সমাজ কোনদিনই ভুলবে না। তা জোর দিয়েই বলা যায়।

আত্মজীবনীতেও মাস্টার স্ট্রোক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২২ গজে যখন বিচরণ করতেন তখন রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মতো ছিল তাঁর আস্ফালন। ব্যাট হাতে একের পর এক কিংবদন্তী বোলারকে বামনে পরিণত করেছেন। অভিষেক লগ্নে আবদুল কাদিরকে ছক্কা মারা দিয়ে শুরু। এরপর শেন ওয়ার্নকে এতটাই পীড়ন করেছিলেন ব্যাট হাতে পরে এই তারকা লেগ স্পিনার স্বীকার করেন ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝেই সেই দুঃস্বপ্নে তাঁর ঘোর কেটে যায়। খেলা ছাড়ার পরেও ফের নতুনভাবে স্ট্রোক নিলেন মাস্টার ব্লাস্টার শচীন তেন্ডুলকর।

অবশ্য এবার ব্যাট হাতে নয় কলমের ঘায় চূর চূর হল ক্রিকেট বিশ্ব। ক্রিকেট ভক্তদের মধ্যে অনেকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, এই মুহূর্তে তাঁদের একটা বড় অংশই শচীনের আত্মজীবনী শেষ করতে ব্যস্ত। বইটির আদ্যান্ত লেখনীর ব্যাপারে না গিয়ে বরং দেখে নেওয়া যাক শচীনের এই মেগা ঝড়ে উড়ে গিয়েছেন কতজন ক্রিকেটের কাকতাড়ুয়া। শচীনের চপেটাঘাতে সবার আগে ঘায়েল হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটের প্রাক্তন গুরু গ্রেগ চ্যাপেল। প্রসঙ্গত দেশের ক্রিকেটে মোড় ঘুরিয়েছিলেন যে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ক্রিকেট জীবন সংক্ষিপ্ত করার মূল আসামী হলেন এই অস্ট্রেলীয়। সেই সময় সৌরভও প্রচুর অভিযোগ করেছিলেন এই গ্রেগ সম্পর্কে। আলোচনা এবং সমালোচনাও হয়েছিল প্রচুর। কিন্তু সব কিছুকে ছাপিয়ে গেল যখন শচীন কলম ধরলেন (অবশ্য সহলেখক বোরিয়া মজুমদারের লেখনীতে)।

তাতে যে অংশটি সবথেকে বেশি চাবুক মেরেছে পাঠকের হৃদয়ে তা হল গ্রেগ চ্যাপেলের কুৎসিত আচরণ। ২০০৭ ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিশ্বকাপের আগে গ্রেগ শচীনের বাড়িতে যান। সেখানে তাঁর স্ত্রী অঞ্জলির উপস্থিতিতে রাহুল দ্রাবিড়কে সরিয়ে শচীনকে অধিনায়কত্বের প্রস্তাবও দেন। এমনকী গ্রেগ নাকি এও বলেছিলেন আগামী দিনে শচীন এবং তিনি মিলে ভারতীয় ক্রিকেটে ছড়ি ঘোরাবেন।

এখানেই প্রতিবাদ জানিয়েছেন শচীন। নিজের আত্মজীবনীতে নিখুঁত কভার ড্রাইভের মতোই তিনি বলেছেন যে স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি গ্রেগ চ্যাপেল এই ধরনের নিচু মনোভাবাপন্ন কথা বলতে পারেন। একইভাবে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতি গ্রেগের অবিচার নিয়েও সরব হয়েছেন মাস্টার। এতদিন পর্যন্ত গ্রেগের খারাপ ব্যবহারের কথা সারা দুনিয়াই জানত। কিন্তু শচীনের লেখায় সেকথা প্রকাশ পাওয়ায় আরও মাত্রা পেয়েছে বিষয়টি। গ্রেগ চ্যাপেল প্রকাশ্যে অবশ্য এই কথা মানতে চাননি। তবে ক্রিকেট বিশ্ব কিন্তু এই ব্যাপারে পুরোপুরি শচীনের পক্ষে।

আসলে শচীন হলেন ক্রিকেটের ভগবান। এতদিন পর্যন্ত মুখ না খুললেও তাঁর মতো ব্যক্তিত্ব যখন সরব হয়েছেন তখন সারা ক্রিকেট বিশ্ব গ্রেগ তিরস্কারে মুখর হয়েছে। আগামী দিনে যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বলেই মনে করা হচ্ছে। শচীনের লেখনীর সমর্থনে উঠে এসেছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, ভিভিএস লক্ষ্মণ, হরভজন সিং প্রমুখরা।

এমনকি খোদ অস্ট্রেলিয়ার অনেক ক্রিকেটারও নাকি এ ব্যাপারে শচীনের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন। গ্রেগ চ্যাপেল ছাড়াও নিজের আত্মজীবনীতে শচীন সোচ্চার হয়েছেন ভারতের বর্তমান অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি এবং প্রাক্তন অধিনায়ক রাহুল দ্রাবিড় সম্পর্কেও কড়া মনোভাব তুলে ধরেছেন। তিনি সাফ জানিয়েছেন যে, পাকিস্তানের মূলতান টেস্টে তাঁকে ডবল সেঞ্চুরি করতে না দেওয়ার ব্যাপারে প্রধান খলনায়ক রাহুল দ্রাবিড়। রাহুল সম্পর্কে তাঁর উক্তি, 'আমি ভাবতেও পারিনি দ্বিশতরান থেকে মাত্র ছ রানে দূরে থাকা সত্ত্বেও কেন রাহুল ওইসময় ডিক্লেয়ার করলেন।'

পাশাপাশি সৌরভ তাঁর অধিনায়কত্বের সময়ে কিভাবে রাহুল এবং তাঁর মতামত জানতে চাইতেন সেই কথাও তুলে ধরেছেন ক্রিকেটের এই মেগাস্টার। রাহুল যে একবার নিজেই দলের চেয়েও নিজের ইনিংসকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন তাও শচীনের এই বইতে রয়েছে। ধোনির ব্যাপারেও যে শচীন মোটেই ভালো ধারণা পোষণ করেন না তাও বোঝা গিয়েছে এই কলমে। বিশেষ করে বই প্রকাশের এই অনুষ্ঠানে ধোনিকে নিমন্ত্রণই করেননি শচীন রমেশ তেন্ডুলকর। আসলে শচীন হয়তো প্রকারান্তরে নিজের ভিতর প্রচুর ক্ষোভ চাপা

রেখে দিয়েছেন ধোনির প্রতি তাঁর ক্রিকেট কেরিয়ার সংক্ষিপ্ত করে দেওয়ার জন্য। শচীন নিজ মুখে তা না বললেও হয়তো এই কথাটাই অনুচ্চারিতভাবে রয়ে গিয়েছে এই লেখনীতে।

এটাই ধারণা অধিকাংশ ক্রিকেট বিশেষজ্ঞের। শচীন খেলার জমানায় যতই মারকুটে হোন না কেন স্বভাবে ছিলেন বেজায় চাপা। এহেন শচীনের লেখাকে ঘিরে এত বিতর্কের সুনামি আছড়ে পড়বে তা কল্পনাতীত। বলাবাহুল্য শচীনের এই আত্মজীবনী হট কেকের বিক্রিকেও লজ্জা দিচ্ছে।

শেয়ারের গ্রাফের উত্থানকেও হার মানাচ্ছে শচীনের এই বইয়ের বিক্রিবাট্টা। তবেদ সবথেকে ঘটনাবহুল হয়তো হতে চলেছে আগামী দিনে শচীন–গ্রেগের সাক্ষাতকে কেন্দ্র করে। যা সম্ভাব্য হতে চলেছে অস্ট্রেলিয়ার বুকে। যদি শচীন শেষ পর্যন্ত যান এবং তাতে গ্রেগ ও আসেন তবে মুখোমুখি হলে দুজন কী কথা বলেন তা জানতে অপার আগ্রহে তাকিয়ে থাকবে গোটা বিশ্ব। শচীন নিজের এই বইতে একইভাবে আক্রমণ করেছেন গ্রেগের দাদা ইয়ান চ্যাপেলকেও। সেখানে তিনি স্পষ্ট করেছেন যে শচীনকে খেলা ছাড়ার পরামর্শ দিয়ে কত বড় ভুল করেছিলেন ইয়ান। বস্তুত ইয়ান চ্যাপেল সেসময় শচীনের কয়েকটি খারাপ পারফরম্যান্সের প্রেক্ষিতে বিশেষণ দিয়েছিলেন, ' এন্ডুলকর'।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে এরপরেই ফের জ্বলে ওঠে শচীনের ব্যাট। যার দাপটে ছাড়খার হয়ে যান ক্রিকেট সমালোচকরা। শচীনের এই আত্মজীবনী ছাপিয়ে গিয়েছে যাবতীয় বিতর্ককে। এর জেরে আগামী বেশ কিছুদিন চলবে বলেও মনে করা হচ্ছে। এখন দেখার শচীনের ঝুলি থেকে পরবর্তীকালে আরও কোনও দুষ্ট বেড়াল বেরিয়ে আসে কিনা?

ইডেনের ১৫০ বছরে রোহিতের উপহার ২৬৪

রাজীব হালদার

সমস্ত সমালোচনার জবাব ব্যাটেই দিলেন ভারতের তরুণ ক্রিকেটার রোহিত শর্মা। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে বাইশ গজে নেমে নতুন রেকর্ড গড়লেন তিনি। ভারতের শচীন সেহবাগকে টপকে তিনি একদিনের সর্বোচ্চ রানের অধিকারি হয়ে উঠলেন। একদিনের ম্যাচে ২০০ রান করে পাকিস্তানের ক্রিকেটারকে পিছনে ফেলে দেন মাস্টার ব্লাস্টার শচীন তেন্ডুলকর। তাঁর রেকর্ড ভাঙেন ভারতের আর এক ব্যাটস্ম্যান বীরেন্দ্র সেহওয়াগ। এবার এই সারিতে নাম লেখালেন আক্রমণাত্মক ব্যাটসম্যান। তিনি এদিন ব্যাট হাতে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ২৬৪ রান করেন।

পারফমেন্স হারিয়ে প্রাক্তন ক্রিকেটারদের সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল রোহিতকে। কিন্তু তাঁর মধ্যেও অনেক প্রাক্তন অভিজ্ঞ চিনে নিয়েছেন তাকে। তাঁদের কথায়, ''রোহিত ভারতের ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ।'' সব কিছু ভুলে নিজের পারফর্মেন্সে মন দিয়ে সেরাটা দিয়ে আরও একবার প্রমাণ করে দিলেন ভারতকে আরও অনেক কিছু দেওয়ার বাকি আছে তার।

পাশাপাশি ইডেনের ১৫০ বছরে ২৬৪ রান অনন্য নজির হয়ে থাকল। সাক্ষী থাকল কলকাতা। ঐতিহাসিক ইডেন গার্ডেন্স এর আগেও বহু কৃতিত্বের সম্মুখীন হয়েছে। বলা যেতে পারে ইডেনের সেই মুকুটে নতুন পালক জুড়ে দিলেন ভারতীয় ক্রিকেটের এই মেগা তারকা রোহিত শর্মা।

সোনাজয়ীদের সংবর্ধনা রাজ্য কবাডি সংস্থার

অর্পণ মন্ডল

দক্ষিণ কোরিয়ার ইনচিওনে অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়া এবছরের এশিয়ান গেমসে ভারতীয় দলের পারফরম্যান্স মোটামুটি সন্তোষজনকই ছিল। বিশেষ করে কবাডিতে এবছরের গেমসে ভারত প্রশ্নাতীত সাফল্য পেয়েছে। পুরুষ ও মহিলা দুই বিভাগেই ভারতীয় দল সোনাজয়ী হয়। গত শনিবার রাজ্য কবাডি সংস্থার পক্ষ থেকে সোনাজয়ী পুরুষ ও মহিলা দলের দুই সহ–অধিনায়ক অনুপ কুমার ও মমতা পূজারীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়, রাজ্য কবাডির প্রধান তথা পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়, সচিব রাধেশ্যাম আগরওয়াল, যুগ্ম সহ–সচিব অভিজিত পালিত প্রমুখরা। এছাড়াও অনুষ্ঠানে ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন ও বর্তমান খেলোয়াড়রা। এদিন অনুষ্ঠানে সুব্রত মুখোপাধ্যায় জানান, পরের বছর রাজ্য সংস্থার পক্ষ থেকে একটি আন্তর্জাতিক কবাডি প্রতিযোগিতার আয়োজন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে এদিন সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলি পাওয়া গেল অনুপ কুমার ও মমতা পূজারীর কাছ থেকেই। দুজনের মতেই নবনির্মিত প্রো–কবাডি লিগই ভারতবর্ষে কবাডির জনপ্রিয়তা একধাক্কায় অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে। যুগ্ম সহ–সচিব অভিজিত পালিতও অপকটে জানালেন, ''প্রো কবাডির জন্য কবাডি অনেক উপক'ত হয়েছে।দলে দলে ছোট ছেলেমেয়েরা কবাডি শিখতে আসছে,এটা কবাডির পক্ষে সুখবর।'' খেলোয়াড় থেকে কর্মকর্তা, অতিথিবৃন্দ থেকে প্রশিক্ষক প্রায় প্রত্যেকের মুখেই এদিন প্রো কবাডির জয়গান শোনা গেল। সুতরাং, ভারতবর্ষের অন্যতম প্রাচীন খেলার নবজাগরণ যে ঘটে গিয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহের লেশমাত্র নেই।

মনের খেয়াল

জেনে রেখো

দেশনায়ক লালা লাজপৎ রায়, মৃত্যু : ১৭ নভেম্বর, ১৯২৮

'পাঞ্জাবকেশরী' নামে অভিহিত লালা লাজপৎ রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে মান্দালয়ে নির্বাসিত হন। চরমপন্থী ত্রয়ী লাল–বাল–পালের অন্যতম লালা লাজপৎ রাজনৈতিক প্রচারে জন্যে পশ্চিমের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন। ১৯১৯–এ তিনি কলিকাতা কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেছিলেন।

শহিদ রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃত্যু : ২১ নভেম্বর, ১৯৪৫

আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধবন্দীদের মুক্তির দাবিতে ছাত্রদের শোভাযাত্রায় পুলিশের গুলিতে শহিদের মৃত্যুবরণ করেন।

দেশসেবক ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জন্ম : ১৯ নভেম্বর, ১৮৮৭

এই উন্নতমস্তক শালপ্রাংশু ব্যক্তি বিশিষ্ট জননেতা। সিভিল সার্জনের আকাঙ্ক্ষিত পদ পরিত্যাগ করে গান্ধিজীর ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে কুমিল্লায় 'অভয় আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন।

হরিদাস দত্ত, জন্ম : ১৬ নভেম্বর, ১৮৯০

প্রখ্যাত বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের সংস্পর্শে এসে দেশমুক্তির সংকল্প নেন। প্রথম বৈপ্লবিক কার্য পুলিশ কর্মচারী নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের হত্যার ষড়যন্ত্র। এই নন্দলালই প্রফুল্ল চাকীকে গ্রেপ্তার করেন। পরবর্তীকালে গ্রেপ্তার এড়াতে বিপ্লবী নায়ক বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর সহায়তায় বিদেশে পালিয়ে যান।

বিপ্লবী নীতিশচন্দ্র গুহ, মৃত্যু : ১৬ নাভম্বর, ১৯৬৬

কৈশোরেই যোগাযোগ হয় বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স দলের সঙ্গে। ১৯৩১ সালে রাইটার্স বিল্ডিং–এর বিখ্যাত 'অলিন্দ যুদ্ধের' অন্যতম নায়ক দীনেশ গুপ্তের সঙ্গে যোগাযোগের সন্দেহে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

গোকুলচন্দ্র দাস, জন্ম : ১৯ নভেম্বর, ১৯১৪

ছাত্রজীবনেই অনুশীলন সমিতির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য ও বিশেষত দ্বিতীয় ঢাকা ট্রেন ডাকাতিতে যুক্ত থাকবার অভিযোগে ১৯৩২ সালে তিনি গ্রেপ্তার হন।

বিশাল আকার ধারণ করল ওজোন হোল

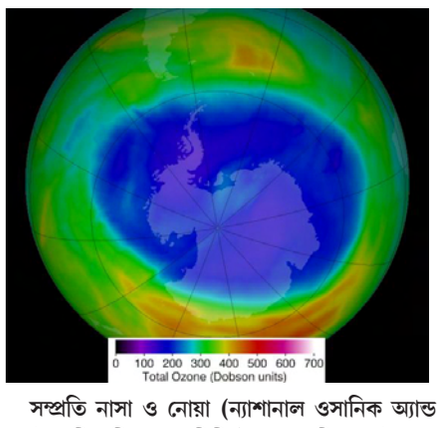

সম্প্রতি নাসা ও নোয়া (ন্যাশানাল ওসানিক অ্যান্ড অ্যাটমসফিয়ারিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন) জানিয়েছে উপগ্রহ চিত্র বলছে গত ১১ সেপ্টেম্বর অ্যান্টারটিকা 'ওজোন হোল' এবছরের সবচেয়ে বড় আকার ধারণ করল। প্রায় ২৯.১ মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটারে (৯.৩ মিলিয়ন বর্গ মাইল) পৌঁছেছে ওজোন হোল যা প্রায় দক্ষিণ আমেরিকার আকৃতির সমান। উল্লেখ্য ১৯৮০ সালে প্রথম খোঁজ পাওয়া যায় পৃথিবীর ক্লোরিন স্তরের প্রভাবে তৈরি ওজোন হোলের। দেখা গেছে প্রতিবছর দক্ষিণ গোলার্ধের বসন্তে আগস্ট–সেপ্টেম্বর মাসে সবচেয়ে বড় আকার ধারণ করে ওজোন হোল যা এবার পৌঁছেছে উপরোক্ত আকারে। পৃথিবীর দীর্ঘদিন ধরে চলা মনুষ্য সভ্যতার দান এই ওজোন হোল। ওজোন স্তর সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনী রশ্মিকে আসতে না দিয়ে পৃথিবীর জীবন বাঁচায়। সেটাই আজ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি।

আঁকা শেখো

আঁকা শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

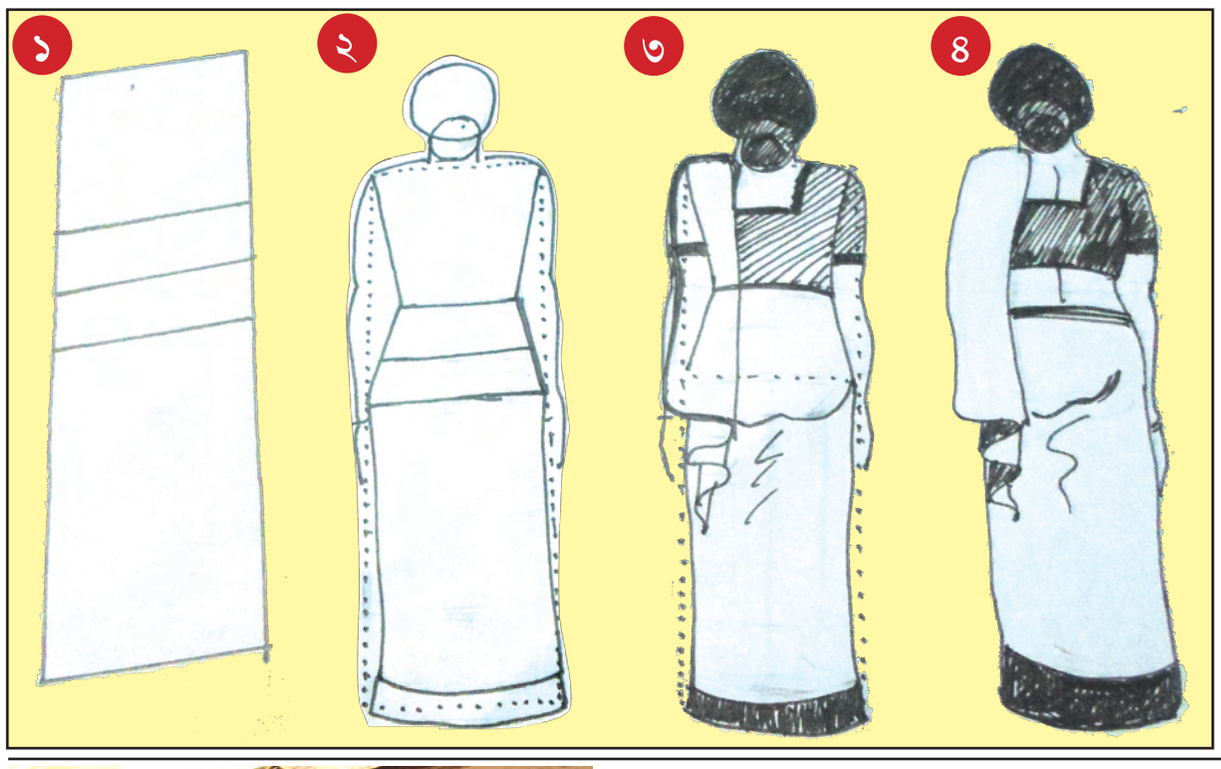

ধাঁধা পাঠাও

মজার মজার ধাঁধা তৈরি করে পাঠিয়ে দাও মনের খেয়াল বিভাগে। সঙ্গে নাম লিখতে ভুলো না।

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই–মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা ***JPEG*** ফরম্যাটে

কোনও কিছুই ফেলনা নয়

আবর্জনা ফেলার পাত্রে ঠাঁই হওয়ার কথা ছিল তার। অথচ মেধা এবং সূক্ষ্ম বুদ্ধির আধারে আজ সেই বর্জিত টায়ার নবরূপে সজ্জিত ফুলের টব হিসেবে। এই উদাহরণ শুধুমাত্র চিত্র হিসেবে তুলে ধরার জন্য নয়। ছোট বাচ্চাদের অবশ্যই শেখা দরকার কীভাবে ফেলনা থেকেও খেলনা তৈরি করা যায়। দুর্গাপুজোর সাম্প্রতিক জনপ্রিয়তার অন্যতম প্রধান উপাদান এই ধরনের অনেক ফেলে দেওয়া বস্তু। যাকে কেন্দ্র করে রাজ্যে তো বটেই, দেশ এবং বিদেশের গন্ডিতেও কড়া নাড়ছে এই অভূতপূর্ব শিল্প। উক্ত ছবিতে শোভিত হচ্ছে যে টায়ারটি তার নেপথ্য কাহিনি এবার শোনাব তোমাদের।

টায়ারটিকে আধখানা করে কেটে তাতে সুন্দর রং করে দুপাশে ফুটো করে তার দিয়ে ঝুলিয়ে দাও। তার আগে টায়ারের ফাঁকা অংশে মাটি ভর্তি করে তাতে রং বেরংয়ের বাহারি গাছ লাগাও। বাড়ির বড়দেরও তোমাদের এই বুদ্ধি দেখে তাক লেগে যাবে। তবে প্রতিদিন জল দিতে ভুলোনা কিন্তু। তোমরা নানা জিনিস এভাবেই বানিয়ে ছবি তুলে আমাদের পাঠিয়ে দাও।

Owner: Nikhil Banga Kalyan Samiti. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Bibek Niketan, Samali, Bisnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী ঃ নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। প্রকাশক ও মুদ্রকঃ সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭ব১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন – ২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭ব১এ, চেতলা রোড, কলকাতা – ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩–২৪৭৯–৮৫৯১, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in, সহ সম্পাদক ঃ কুণাল মালিক।